উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নন্দীগ্রামকেই শুভেন্দুর পছন্দ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	১৭°	২৯°	১৭°	২৯°	১৭°	২৬°	১৫°

বিচারাধীনরা অনিশ্চিতই ৫

‘মারব নেতানিয়াহুকে’ খামেনেই হত্যার বদলার হুংকার ইরানি সেনার ৭

শিলিগুড়ি ১ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 16 March 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 295

সময়ের কথা

সস্তা শ্রম আর লাশের জোগান দিচ্ছে উত্তর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ধরুন কলকাতা, হাওড়া বা হুগলিতে কোনও বড় মাপের দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর পরের ছবিটা ভাবুন, নবান্ন থেকে রাজভবন পর্যন্ত সাইরেন বেজে উঠছে, সেকেন্ডের কাঁটা ধরে মুখ্যমন্ত্রী থেকে রাজ্যপাল, কিংবা চশমা এঁটে বিরোধী দলনেতা- সবাই যাবতীয় কাজ ফেলে সেখানে ছুটে যাচ্ছেন। পুলিশ কমিশনার নাওয়া-খাওয়া ভুলে ঘটনাস্থলে পড়ে আছেন। একঝলক দেখেই সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত কমিটির ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে বিরোধীরা ধর্মতলায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন আর চ্যানেলে চ্যানেলে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ক্ষতিপূরণের টাকার চেক আর মিডিয়ার ক্যামেরার ঝলকানি থামে না পরবর্তী বেশ কয়েকদিন। *এরপর দশের পাতায়*

মুখ্যসচিব অপসারিত

কলকাতা, ১৫ মার্চ : রাজ্য প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের হাতে চলে যেতেই বড়সড়ো ঝাঁকুনি পশ্চিমবঙ্গে। বদল হল মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের পদে। রবিবার ভোট ঘোষণার পরপরই প্রশাসন এখন কমিশনের আওতায়। ওই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর গভীর রাতে মুখ্যসচিবের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় নন্দিনী চক্রবর্তীকে। অপসারিত হন স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মিনা। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে নতুন মুখ্যসচিব হলেন দুষ্যন্ত নারিয়ালা। স্বরাষ্ট্রসচিব করা হয়েছে সংঘমিত্রা ঘোষকে।

দুষ্যন্ত এতদিন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সচিব ছিলেন। একইসঙ্গে তিনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও কারা দপ্তরের দায়িত্ব সামলাতেন। সংঘমিত্রা ছিলেন নারী ও শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব। সোমবার বেলা ৩টার মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অপসারিত নন্দিনী ও জগদীশপ্রসাদকে ভোট প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও দায়িত্ব দেওয়া হবে না। পুলিশের ডিজি’র পদ থেকে পীযূষ পাণ্ডে ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকারকেও সরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে নির্বাচন কমিশন। তবে কাদের ওই পদে আনা হবে, তা জানা যায়নি।

ভেবেচিন্তে ২ দফা

হিংসা বরদাস্ত নয়, কড়া বার্তা কমিশনের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : ৬৩ লক্ষ বাদ আর ৬০ লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ বিচারাধীন, ভোট ঘোষণা হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে। অনেকদিন পর মাত্র দু’দফায় ভোট দেবে বাংলা। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ভোট নির্ঘণ্টের দিকে তাকালে স্পষ্ট, প্রথম দফায় ভোট মূলত বিজেপির তুলনায় শক্ত দুর্গে বা সম্ভাবনাময় এলাকায়। পরের দফায় ভোটগ্রহণ বেশিরভাগ ঘাসফুলের ঘাঁটিতে।

একথা অজানা নয়, উত্তরবঙ্গে বিজেপির এখনও একচেটিয়া আধিপত্য। এখানকার আট জেলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ লাগোয়া মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ভোটগ্রহণ ২৩ এপ্রিল। এই জেলাগুলি বিজেপি আগের চেয়ে বেশি ভালো ফলের সম্ভাবনা আশা করছে। প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ ১৫২ কেন্দ্রে।

দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানের যে ১৪২টি আসনে, সেখানে তৃণমূলের জোর বেশি। ভোটগ্রহণের মানচিত্রে তাই স্পষ্ট গেরুয়া ও নীল-সাদা বিভাজন। ভোট ঘোষণা করা হয়েছে অসমের ১২৬, কেরলের ১৪০, তামিলনাড়ুর ২৩৪ এবং কেন্দ্রশাসিত পুদুচেরির ৩০ আসনে।

অসম, কেরল ও পুদুচেরিতে ভোট হবে একদফায় ৯ এপ্রিল। তামিলনাড়ুতেও এক দফায় ভোট। তবে হবে ২৩ এপ্রিল। পাঁচ রাজ্যেরই ভোটগণনা হবে ৪ মে। বাকি রাজ্যে এক দফায় ভোট হলেও পশ্চিমবঙ্গে হিংসার অতীত রেকর্ড মাথায় রেখে দু’দফায় ভোটের ঘোষণা বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট করেই বলেন, ভোটে কোনও হিংসা বরদাস্ত করা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৭ মে। বেশ কিছুদিন ধরে জল্পনা চলছে, এই সপ্তাহে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারে কমিশন। রবিবার ছুটির দিনে বিকাল ৪টেয় নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে শেষপর্যন্ত কমিশনের ফুল বেঞ্চ ঘোষণাটি করল। জ্ঞানেশ কুমার ছাড়াও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশি।

পশ্চিমবঙ্গে এবার ভোটের দফা কমানোর আর্জি ছিল প্রায় সব দলেরই। এর আগে হিংসার মোকাবিলার যুক্তিতে ২০০৬-এ ৫ দফায়, ২০১১ সালে ৬ দফায়, ২০১৬ সালে ৬ দফায় ভোট হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। ২০২১ সালে রাজ্যে নজিরবিহীনভাবে ৮ দফায় ভোট হয়েছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটও হয়েছিল সাত দফায়।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘আমরা প্রস্তুত। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মমতাই ভরসা। এবার তৃণমূলের আসন সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়ে যাবে। ৮ দফায় ভোট করে বিজেপির আসন হয়েছিল ৭৭। এবার ২ দফায় ভোট করিয়ে ওদের আসন ২৭-এ নেমে যাবে।’ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘অন্য রাজ্যে এক দফায় ভোট আর এই রাজ্যে দু’দফায়- এটাই লজ্জার।’

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘দফা নয়, মানুষ যাতে নির্ভয়ে, অবাধে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারেন, সেদিকে নজর দিক কমিশন।’ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, ‘ভোট ঘোষণার দিনও ৬০ লক্ষ মানুষকে অ্যাডজুডিকেটেড করে রেখে দেওয়াটা অভাবনীয় ব্যাপার।’

ভোট পরিচালনায় কড়া বার্তা দিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে জ্ঞানেশ বলেন, ‘আগের নির্বাচনে যেসব পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তাঁদের তালিকা চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ করতে সমস্ত ভোটকেন্দ্রে একশোভাগ ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থার কথা জানিয়েছে কমিশন। ভুয়ো তথ্য ও ডিপফেক ভিডিও নিয়েও কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছে। কমিশন নির্দেশিকায় ভোটাররা মোবাইল নিয়ে বুথে যেতে পারবেন না।

নির্বাচন কমিশনের হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ। নতুন ভোটার প্রায় ৫ লক্ষ ২৩ হাজার। বিচারাধীনদের বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘অবৈধ ভোটার বাদ দিতে এবং বৈধ ভোটারদের নাম রাখতে এসআইআর করা হচ্ছে। বিচারাধীন যোগ্যদের নাম অবশ্যই উঠবে ভোটার তালিকায়। সেজন্য অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।’

জ্ঞানেশের কথায়, ‘কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য- তা বিচারের জন্য বিচারপতিদের নিয়োগ করা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

নজরে উত্তরের ৫৪ আসন

- কোচবিহার ৯
- আলিপুরদুয়ার ৫
- জলপাইগুড়ি ৭
- দার্জিলিং ৫
- কালিম্পং ১
- উত্তর দিনাজপুর ৯
- দক্ষিণ দিনাজপুর ৬
- মালদা ১২

অন্য রাজ্য/ইউটি নির্বাচন

কেরল, অসম ও পুদুচেরি- ৯ এপ্রিল

তামিলনাড়ু- ২৩ এপ্রিল

ভোটগণনা সবক্ষেত্রে ৪ মে

নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠক। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

ডিএ ও ভাতায় কি ভোট ‘প্রার্থনা’

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ মার্চ : কর্মচারী-কল্যাণে পদক্ষেপ না ক্ষোভের আগুনে প্রলেপ! প্রশ্নটা আচমকা চর্চায় চলে এল রবিবার বিকেল ৩টে বেজে ৫ মিনিট নাগাদ। গোটা দেশ যখন সংবাদমাধ্যমে পাঁচ রাজ্যে ভোট ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় তাকিয়ে, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলার প্রায় সব নজর ঘুরে গেল মুখ্যমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেলে এক ঘোষণায়। যেখানে সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) দেওয়ার কথা বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতার জোড়া চাল

ওই ঘোষণায় রোপা-২০০৯ অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, পঞ্চায়েত ও পুরসভা কর্মীদের বকেয়া ডিএ’র ২৫ শতাংশ মার্চ মাসেই তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে বলে জানিয়ে দেওয়া হল। বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়াও ধাপে ধাপে মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস ছিল মুখ্যমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেলে।

নির্বাচন ঘোষণা হওয়ামাত্র আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়ে যাওয়ার ঠিক ৫৫ মিনিট আগে বকেয়া ডিএ দেওয়ার ঘোষণার ২৫ মিনিট আগে দুপুর ২টো ৪০ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেলে পুরোহিত, ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের ভাতা বাড়িয়ে দেওয়ার কথা জানানো হয়। ১৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে তাঁদের ভাতা ২০০০ টাকা করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

সামগ্রী বিলি বনাম শিলান্যাস। ভোট ঘোষণার আগে তৎপর নেতারা।

শিলান্যাস, পরিদর্শনের হিড়িক

নিউজ ব্যুরো

১৫ মার্চ : বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ যে বিকেলে ঘোষণা করা হবে তা রবিবার সকালেই জানা গিয়েছিল। সেইমতো এদিন সকাল থেকেই শিলিগুড়ি সহ আশপাশের এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা শুরু হয়। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষকে বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করতে ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে পুরোনো কাজের তদারকি করতে দেখা গিয়েছে। মাটিগাড়া–নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মনও বিশেষভাবে সক্ষমদের মধ্যে নানা সামগ্রী বিলি করেন। তবে ভোট ঘোষণার দিন এভাবে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

বিধায়ক আনন্দময়ের দাবি, ‘রাজ্যের শাসকদল গোটা বছর নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। শিলিগুড়ি মহকুমার বাসিন্দারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। সেই সমস্ত সমস্যার দিক থেকে নজর ঘোরাতে তৃণমূল কংগ্রেস এভাবে নানা প্রকল্পের শিলান্যাস করছে।’ এসব লোকদেখানো বিষয় বাসিন্দারা প্রত্যাখ্যান করবেন বলে পদ্ম বিধায়কের দাবি। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় মোট আড়াই কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস হয় বলে সভাধিপতি অরুণ ঘোষের দাবি। তাঁর কথায়, ‘ভোটের দিকে চোখ রেখে এদিন বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে তা কিন্তু মোটেও নয়। আমরা গোটা বছর ধরেই উন্নয়নের কাজ করি।’ বিরোধীদের দাবিকে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে সভাধিপতি জানান।

এদিন দুপুরে শিলিগুড়ির মেয়র কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন সংস্কারের কাজ ঘুরে দেখেন। তিনি বলেন, ‘ফোসিন গেট সংলগ্ন অংশে পৃথক দুটি লিফট বসানো হবে। উপরে শেড দেওয়া হবে। এছাড়াও ওই অংশেই একটি রেস্তোরাঁও গড়ে তোলা হবে।’ *এরপর তিনের পাতায়*

শিয়রে ‘হাত’, বিপদ সিন্ডিকেটেও

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে চাকুলিয়া

ভোটের অঙ্ক

অরুণ ঝা

চাকুলিয়া, ১৫ মার্চ : মজলিশপুর মোড়ে তখন তপ্ত দুপুর। দোকানপাট প্রায় জনশূন্য। মূল রাস্তা দিয়ে তীব্র গতিতে একের পর এক বিলাসবহুল গাড়ি ও বাইক বেরিয়ে যাচ্ছে। ঝাঁ চকচকে পথে পশ্চিমে কিছুটা গেলেই বিহারের কিশনগঞ্জ। দক্ষিণে অবশ্য বিপরীত ছবি। ভাঙাচোরা রাস্তাটি ‘মজলিশপুর টু চাকুলিয়ার পাটহাটি।’

সাইকেলে ওই রাস্তায় চলছিলেন সুরেশ বিশ্রা। এই রাস্তায় চাকুলিয়া শর্টকাট হবে কি না জানতে চাইলে সুরেশ গলায় প্যাঁচানো মলিন গামছায় মুখ মুছে পালটা বলেন, ‘ঘুরপথে যান। এটা ভদ্রলোকের রাস্তা নয়।’ রাস্তাটি যে চলাচলের যোগ্য নয়, একটু এগোতেই বোঝা গেল। ১২ কিলোমিটার পেরিয়ে চাকুলিয়ার পাটহাটি পৌঁছাতে সারা শরীর ধুলোর আস্তরণে সাদা হয়ে গেল।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ‘অনামী’ মিনহাজুল আরফিন আজাদও প্রায় ৩৫ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন চাকুলিয়া কেন্দ্রে। যদিও ২০২৪-এর লোকসভায় এই আসনে ১২০০ ভোটে লিড ছিল কংগ্রেসের। তৃণমূলের কাছে চ্যালেঞ্জ কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর) এই এলাকারই বাসিন্দা। তিনি প্রাক্তন বিধায়কও বটে।

ভিক্টরের নাম অবশ্য এসআইআর-এ বিচারাধীন। কিন্তু ভিক্টর প্রার্থী হোন না হোন, কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি ঘুম উড়িয়েছে তৃণমূলের ভোট ম্যানেজারদের। সঙ্গে অনুন্নয়ন, শিক্ষার বেহাল দশা, স্বাস্থ্য পরিষেবার জীর্ণদশা ইত্যাদিতে মানুষের ক্ষোভ তো আছেই। আরেক কাঁটা, তৃণমূল নেতাদের একাংশের ‘কাটমানি সিন্ডিকেট’। টিকিট পাওয়া নিয়ে তাঁদের ‘কামড়াকামড়ি’ও ওপেন সিক্রেট।

চাকুলিয়া বিধানসভা আসনে এসআইআর-এ ১৩টি অঞ্চলে ৭৪ হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন। শাসক ও বিরোধী- সব শিবিরই এই ইস্যুকে ক্যাশ করতে মরিয়া। এই কেন্দ্রের দিকে নজর আছে হুমায়ুন কবীর ও আইএসএফ-এরও। তেমনটা হলে তৃণমূলের চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন। চাকুলিয়ার পাটহাটি মোড়ে একটি ওষুধের দোকানে পানীয় জলের বোতল কিনতে কিনতে স্থানীয়দের উষ্মা কানে এল।

পাটহাটি থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পথ ডালখোলা পর্যন্ত। আড্ডায় রফিকুল ইসলাম বলছিলেন, ‘কে বলল ২৫ কিলোমিটার? মনে হবে ৪০ কিলোমিটার।’ *এরপর দশের পাতায়*

মজলিশপুর থেকে চাকুলিয়া পাটহাটি পর্যন্ত বেহাল রাস্তা।

তৈলমর্দন করলে পুরস্কার বরাবরের

শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর হলে স্থিরচিত্র প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা ও বন্যপ্রাণপ্রেমী সব্যসাচী চক্রবর্তী। সেখানেই 'ফেলুদা'র সঙ্গে খোলামেলা আড্ডা দিলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

■ প্রশ্ন : গোয়েন্দা-নির্ভর সিনেমা, ওয়েব সিরিজের প্রতি আকর্ষণ বরাবরের। অনেকেই ফেলুদা-ব্যোমকেশ তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের অন্য চরিত্রগুলো নিয়েও একের পর এক কাজ করে যাচ্ছেন। কেউ কেউ নতুন চরিত্রও তৈরি করছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ সিনেমা বা সিরিজ দেখতে গিয়ে হতাশ হন দর্শকরা। হয়, আসল গল্পে 'এক্সপেরিমেন্টাল চেঞ্জ' আনতে গিয়ে পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার মূল স্বাদটাই বদলে ফেলছেন, নয়তো অভিনেতা চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না। আপনার কী মত?

■ উত্তর : আমি পরিচালক, নির্মাতা কিংবা লেখক নই। শুধু এটুকুই বলব, সবাই চেষ্টা করছেন ভালো করার। কয়েকজন সফল হচ্ছেন, কয়েকজন হচ্ছেন না।
গোয়েন্দা সিনেমা, ওটিটি সিরিজ নিয়ে লোকের মধ্যে উৎসাহ সদ্য তৈরি হয়েছে। উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সময়ে কি এসব ছিল? যতদিন না সোনার কেল্লা, জয় বাবা ফেলুনাথ হয়েছে- ততদিন বাংলা সিনেমা জগতে গোয়েন্দা নিয়ে তেমন উৎসাহ কারও ছিল না।
সত্যজিৎ রায়ের পর বহুবছর কেউ এসব করেননি। এরপর সন্দীপ রায় সিনেমা করাতে হঠাৎ করে সবার টনক নড়ল যে, আমরাও করতে পারি। তারপর থেকে সবাই গোয়েন্দা হওয়ার চেষ্টা করছেন। গোয়েন্দা-নির্ভর ছবি করলেই যে হিট হবে, এমন একটা ধারণা নিয়ে সবাই মাঠে নামলেন। চেষ্টা চালাচ্ছেন। কেউ সফল, কেউ ব্যর্থ। এগুলো ট্রেন্ড।
কখনও ট্রেন্ড ছিল মারদাঙ্গার ছবি, কখনও প্রেম, কখনও অ্যাডভেঞ্চার, আবার কখনও ট্রেন্ডে এসেছে গোয়েন্দা ছবি।

■ প্রশ্ন : বাংলা সিনেমা, ধারাবাহিকে উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা হাতেগোনা। অভিনয়ে প্রতিষ্ঠা হওয়ার স্বপ্ন দেখার মানুষের অভাব নেই। কিন্তু দূরত্ব আর কিছুক্ষেত্রে অবশ্যই ইন্ডাস্ট্রিতে পাত্তা না পাওয়া, সুযোগ না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। আপনিও কী সহমত?

■ উত্তর : এটা ভীষণ কমপ্লিকেটেড। অভিনয়টা শিখতে হয়। অনেকেই ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার মতো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, নাটক করেছেন। যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, সেট-আলো করেছেন, প্রপস করেছেন, প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারপর তাঁরা থিয়েটার করেছেন। দীর্ঘদিন থিয়েটার করার পর সিনেমায় সুযোগ পেয়েছেন।
একজন হঠাৎ খুব সুন্দর চুল আর চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে এসে বললেন আমাকে সুযোগ দিন, সেটা হয় না। সুযোগের যোগ্য হলে, তাঁরা অবশ্যই পাবেন। বহু মিস ইন্ডিয়া, মিস ইউনিভার্স সিনেমা করতে এসেছেন এবং চলেও গিয়েছেন। কারণ, অভিনয় করতে হলে সেটা ভালোমতো জানতে হবে।

■ প্রশ্ন : নতুন প্রজন্ম রাজনীতিতে আগ্রহ হারাচ্ছে। বাবা-মায়েরা কলেজে পা রাখার আগে সাবধান করে দেন, যেন পার্টিতে নাম না লেখায়। কারণ কী? কুৎসিত আক্রমণ, দুর্নীতি, নৈতিকতা না থাকা নাকি মারপিট?

■ উত্তর : এটা বহুদিন থেকেই হয়ে আসছে। রাজনীতি প্রতিদিন নোংরা হয়ে যাচ্ছে। শুধু আমাদের দেশ নয়, প্রায় সবদেশেই। তাই কোনও অভিভাবক চান না, তাঁর সন্তান রাজনীতি করুক আর কোনও বাচ্চাকেও কী হতে চাও জিজ্ঞেস করলে, কখনও বলে না, আমি রাজনীতিবিদ হতে চাই। রাজনীতি পরিষ্কার হতে পারে না।

■ প্রশ্ন : পান থেকে চুন খসলেই ট্রোলিং। সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল মারাত্মক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। ভোটের আগে একটি রাজনৈতিক দল তো মাইনে দিয়ে ট্রোল আর্মি তৈরি করেছে। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

■ উত্তর : আমি তো সোশ্যাল মিডিয়াতে নেই। কাজেই ট্রোলিং নিয়ে কিছু জানি না। আমি সোশ্যাল মিডিয়া বুঝি না, আমি খুব বোকা একটা লোক।

■ প্রশ্ন : টলিউডে নাকি একটি নির্দিষ্ট মতের বিরুদ্ধে গেলে কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করা হয়। অনির্বাণ ভট্টাচার্যের মতো বলিষ্ঠ অভিনেতা বসে আছেন। গ্রুপিজম জাঁকিয়ে বসেছে। সংস্কৃতি জগতেও তৈলমর্দন পুরস্কারপ্রাপ্তির মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী বলবেন?

■ উত্তর : তৈলমর্দন করে পুরস্কার বরাবরই ছিল। নির্দিষ্ট মতের বিরুদ্ধে গেলে কাজ কেড়ে নেওয়া হয়, এটা ভুল। যিনি ব্যক্তিগতভাবে ঝগড়া করেছেন, তিনি কাজ পাননি। সিপিএম সমর্থক, কংগ্রেস সমর্থক- সবাই তো কাজ করছেন। ফেডারেশনের সঙ্গে অনির্বাণ ভট্টাচার্যের ঝামেলা হয়েছে, তাই ব্ল্যাকলিস্টেড। এখানে কোনও গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতে জোর করে রাজনীতি ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে।

■ প্রশ্ন : আপনি নিজেও শখের ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার। উত্তরবঙ্গে বন্যপ্রাণের বৈচিত্র্য রয়েছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল, অভয়ারণ্য। প্রচুর পর্যটক আসেন। অথচ বন্যপ্রাণ আজ বিপন্ন। জঙ্গলে একের পর এক রিসর্ট, বহুতল বিল্ডিং। নদীর চর দখল করে আবাসন। প্রশাসন ব্যর্থ?

■ উত্তর : ব্যর্থতা সর্বত্র আছে। সবাই আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিল, কী হল তাতে? আমার মতে, মানুষ যেটা ভাবে সেটা হয় না। প্রশাসন নিজের তরফে যথেষ্ট চেষ্টা করছে, খামতিও নিশ্চয় আছে। প্রশাসনের ওপরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা রাজনৈতিক নেতা। আর নেতারা সমঝে পা ফেলেন। কারণ, তাঁরা জনতার ওপর নির্ভরশীল। কাজ একদম হচ্ছে না, বলা যাবে না। ১০০ শতাংশ কাজ হওয়া মুশকিল, তবে সবাইকে খারাপ বলতে পারি না।

সিকিমকে রেল মানচিত্রে জুড়তে আরও এক ধাপ

সুড়ঙ্গের খননকাজ সম্পূর্ণ

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৫ মার্চ : সিকিমকে দেশের মূল ভূখণ্ডের রেল মানচিত্রে যুক্ত করার লড়াইয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল বড় সাফল্য পেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ১২ মার্চ সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৮ নম্বর সুড়ঙ্গের খননকাজ বা 'ব্রেকথ্রু' সফলভাবে শেষ হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের হেডকোয়ার্টার মালিগাঁও থেকে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, প্রকৃতির বাধা জয় করে রেল ও নির্মাণকারী সংস্থা ইরকন ইন্টারন্যাশনালের যৌথ প্রচেষ্টায় কৌশলগত এই মাইলফলক অর্জন সম্ভব হয়েছে।

রেল সূত্রে খবর, ৮ নম্বর টানেল নির্মাণ অত্যন্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ ছিল। কেন কঠিন সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁদের বক্তব্য, মূল টানেলের দৈর্ঘ্য ৪.১৪৮ কিলোমিটার। এছাড়া এর সঙ্গে ১.০১০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি অতিরিক্ত 'অ্যাডিট' বা সংযোগকারী টানেল খনন করা হয়েছে। ভূপ্রকৃতিগতভাবে এই অঞ্চলের মাটি ও পাথর অত্যন্ত দুর্বল ও আবহাওয়াভেদে ভঙ্গুর। ফলে ধসের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্মাণকর্মীরা খননকাজ চালিয়েছেন।

পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক এনএইচ-১০ করিডরের ঠিক নীচ দিয়ে বা পাশ দিয়ে এই নির্মাণকাজ চালানো তাঁদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। পাহাড়ি ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ শেষ করা একারণেই একটি বিশেষ মাইলফলক বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের দাবি।

মোট ৪৪.৯৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেবক-রংপো রেলপথের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৪১.৫৫ কিলোমিটার। বাদবাকি ৩.৪১ কিলোমিটার রেলপথের অংশ সিকিমের। অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই রেলপথের প্রায় ৮৬ শতাংশ অর্থাৎ ৩৮.৬২৩ কিলোমিটার অংশ টানেলের মধ্যে দিয়ে যাবে। ২.২৪ কিলোমিটার অংশ রেলসেতুর ওপর দিয়ে এবং বাকি অংশে স্টেশন ইয়ার্ড নির্মিত হচ্ছে।

সেবক বাদে আরও চারটি নতুন স্টেশন তৈরির কাজও প্রায় শেষের পথে। এই নতুন চারটি স্টেশন হল রিয়াং, মেল্লি, রংপো ও তিস্তা বাজার। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের দাবি অনুযায়ী, ইতিমধ্যে ১২টি টানেলের ভেতর ৩২.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ লাইনিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। রেললাইন বিছানোর কাজ হয়েছে ২১ কিলোমিটার।

সবমিলিয়ে সিকিমকে দেশের মূল ভূখণ্ডের রেল মানচিত্রে যুক্ত করার পাশাপাশি যাতায়াতের বাধা দূর করতে ও কৌশলগত কারণে আগামীদিনে সেবক-রংপো রেলপথ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে তা একপ্রকার নিশ্চিত। এখন ২০২৭ সালের মধ্যে এই রেলপথে ট্রেন ছোটার আশায় সকলে।

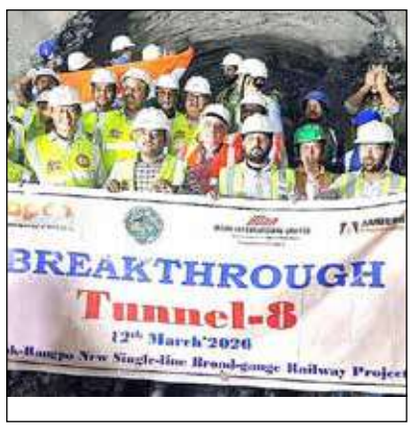

সেবক-রংপো রেলপথের সুরঙ্গ। সাফল্যের উদযাপন কর্মীদের।

> **রেল ও নির্মাণকারী সংস্থা ইরকন ইন্টারন্যাশনালের যৌথ প্রচেষ্টায় এই মাইলফলক অর্জন সম্ভব হয়েছে।**
>
> **কপিঞ্জলকিশোর শর্মা**
> মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

আয় তবে সহচরী... *রবিবার কোচবিহারের পারডুবিতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে উপচে পড়া ভিড়

সৌভাগ্যের আশায় ময়ূরের পালক লুট

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : শান্ত, নির্জন সবুজ চা বাগান। আর সেই সবুজের বুক চিরে হঠাৎ পেখম মেলে নাচছে জাতীয় পাখি ময়ূর। এই মোহময়ী রূপের টানেই এখন জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে উপচে পড়ছে ভিড়। তবে শুধু চোখের শান্তি নয়, এই ভিড়ের নেপথ্যে রয়েছে অন্য এক কারণ, ময়ূরের পালক সংগ্রহ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাথায় থাকা ময়ূরের পালক বাড়িতে রাখলে সংসারে ফেরে শুভ সময়। মূলত এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পালকের খোঁজে সকাল থেকে সন্ধে চা বাগানের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বহু মানুষ। তবে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান থেকে ময়ূর শিকারের কোনও অভিযোগ এখনও বন দপ্তরের কাছে আসেনি। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের অতিরিক্ত বনাধিকারিক (এডিএফও) দীপেন তামাং বলেন, 'এই চা বাগানে প্রচুর সংখ্যায় ময়ূর আছে। তবে ময়ূরের পালক কে বা কারা কীভাবে সংগ্রহ করছে সেসম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

জলপাইগুড়ি শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান অবস্থিত। শহরের বাইরে ও বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল সংলগ্ন হওয়ায় এই বাগানের পরিবেশ খুবই শান্ত। শহরের মানুষ প্রায়ই বাইক নিয়ে এই চা বাগানের মনোরম পরিবেশ উপভোগ করতে আসেন। মাঝেমধ্যে বাগানের যে কোনও রাস্তায় ময়ূরের দলের উপস্থিতি দেখা যায়। রবিবার শহরের বাসিন্দা অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় চা বাগানের শান্ত পরিবেশের কথা শুনে বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন। ময়ূরের নাচ দেখতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে ময়ূরের নাচ দেখতে পেরে ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে বলে জানালেন।

তবে বিপত্তি অন্য জায়গায়। নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের সময় বা পেখম মেলে নাচার সময় চা গাছে লেগে অনেক সময় ময়ূরের পালক খসে পড়ে। সেই পালক বাইরে থেকে আসা অনেকেই বাড়িতে নিয়ে যান। চা বাগানের শ্রমিকরা বাগান শ্রমিক পঞ্চু মুন্ডার কথায়, 'বাইরে থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০ জন বেড়াতে আসেন। ময়ূরের ছবি তোলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ময়ূরের পালক খুঁজতে চা বাগানের ভেতর ঢুকে পড়েন। অনেকে পড়ে থাকা পালক সংগ্রহ করে নিয়ে যান।'

যদিও এভাবে পালক সংগ্রহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনবিরোধী বলে প্রকৃতিপ্রেমীরা জানাচ্ছেন। জলপাইগুড়ি নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাবের কোঅর্ডিনেটর ভাস্কর দাসের বক্তব্য, 'ময়ূর জাতীয় পাখি। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুসারে একে শিকার, আহত করা ও কোনও দেহাংশ নিয়ে যাওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। বন দপ্তরের কাছে আবেদন, তারা যেন ডেঙ্গুয়াঝাড় সহ জেলার সর্বত্র ময়ূর সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে। ময়ূরের পালক শুভ, এসব অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমরা প্রচার চালাব।'

জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে ময়ূরের নৃত্য।

বিস্মৃত 'দরদি রিকশাওয়ালা'

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৫ মার্চ : একসময় রিকশার চাকায় ঘুরত সংসারের হাল, আর সেই আয়ের পয়সা জমিয়ে অসহায় পড়ুয়াদের হাতে তুলে দিতেন বইখাতা। চার দশক ধরে পতিরামের পোল্লাপাড়া এলাকার 'দরদি রিকশাওয়ালা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন স্বপন অধিকারী। আজ সেই চাকা থমকে গিয়েছে। একসময় যাঁকে নিয়ে সংবাদপত্রের শিরোনাম হত, আজ চরম অর্থকষ্ট আর অবহেলায় তাঁর চিকিৎসাটুকুর সামর্থ্য নেই। জীর্ণ ঘরে এখন কেবল শোনা যায় অসহায় দীর্ঘশ্বাস।

দীর্ঘ ৪০ বছর রিকশা চালিয়েছেন স্বপন। অভাবের সংসারেও নিজের উপার্জনের একটা বড় অংশ বিলিয়ে দিতেন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য। স্থানীয়দের স্মৃতিতে আজও অমলিন সেইসব দিন, যখন নিজের পকেট থেকে বইখাতা কিনে দিয়ে বহু শিশুর পড়াশোনার পথ সহজ করেছিলেন তিনি। গত চার মাস ধরে স্বপনের একটি পায়ে মারাত্মক সংক্রমণ ছড়িয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য বড় চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার ক্ষমতা নেই পরিবারের। সংক্রমণ এতটাই ভয়াবহ আকার নিয়েছে যে, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন দ্রুত তাঁর পায়ের একটি আঙুল কেটে বাদ দিতে হবে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে স্বপন বলেন, 'রিকশা চালিয়ে বহু স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বই দিতাম। এখন আমার পাশে কেউ নেই।'

প্রতিবেশীরা বলছেন, সমাজ ও প্রশাসনের উচিত এই সহৃদয় মানুষটির পাশে দাঁড়ানো, যাতে শেষ বয়সে অন্তত চিকিৎসাটুকু পান।

কর্মখালি

Vacancy for Siliguri local candidate for office @ Adv. Chamber. Min. Class 12 pass. Bengali. Age 28-35 years. Contact 8637372499.

বিক্রয়

তিন কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে টি.বি.হসপিটাল পাড়ায়, দশ ফিট পাকা রাস্তা পাশে। M - 7908604517. (C/120846)

অ্যাফিডেভিট

আমি Fajle Shekh কিন্তু আমার ছেলে Asad Sekh -এর জন্ম শংসাপত্রে বাবার নাম আছে Fajal Sekh তুফানগঞ্জ জে এম কোর্টে ২/১/২৬ -এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Fajle Shekh ও Fajal Sekh একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

আমি Sukhlal Das কিন্তু আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে বাবার নাম Shuklal Das ও আধার কার্ডে Suklal Das আছে। তুফানগঞ্জ জে এম কোর্টে ১২/৩/২৬ -এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sukhlal Das, Shuklal Das ও Suklal Das একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

Corrigendum

Walk-In-Interview will be held on 25 March 2026 at Quality Control Laboratory, Tea Board, Tea Park, Siliguri - 735135 from 11.30 a.m for engaging one Accountant purely on contract & temporary basis. Details available at the vacancy section of Tea Board's website **www.teaboard.gov.in**

অ্যাফিডেভিট

আমি Md. Abdul Hakim পিতা Md. Kafiruddin ঠিকানা ময়নাগুড়ি জেলা জলপাইগুড়ি, আমার পুত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিতে আমার ও আমার পুত্রের নাম ভুল থাকায় গত 27/02/2026 J.M জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করছি আমার পুত্র Md. Julkar Nayeem ও Mohammad Julkar Nayeem, আমি Abdul Hakim, Md. Abdul Hakim এবং Mohammad Abdul Hakim যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER TUFANGANJ
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide this office Memo no. 220, Dated. 15.03.2026, NIT-220(A) 2025-26. Last date of bid submission are 30-03-2026 intending tenderers may contact this Office for details.

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Tufanganj

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ মন যে করে উড়ু উড়ু, দুপুর ১২.৩০ শক্তি, বিকেল ৪.০০ অগ্নি, সন্ধে ৭.৩০ টাইগার, রাত ১০.১৫ লাঠি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আমার শপথ, বেলা ১১.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ২.০০ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ, বিকেল ৫.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত ৮.০০ অভিমন্যু, ১০.৩০ মিলন তিথি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দাদু নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধে ৭.০০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.৪৫ তোকে ছাড়া বাঁচব না
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মেঘ কালো
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতারক
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.১৮ দ্য ওয়ারিয়র, দুপুর ১.৪০ হনুমান, বিকেল ৫.০২ সোলজার, সন্ধে ৭.৫৫ ভুল ভুলাইয়া, রাত ১১.০৩ ভিভেগম
জি সিনেমা : বেলা ১১.০৩ অন্দাজ, বিকেল ৪.২৭ দবং-টু, সন্ধে ৬.৫৫ পুষ্পা-টু, রাত ১১.৩০ ভোলা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.১৮ মুঝসে দোস্তি করোগে,

পুষ্পা-টু সন্ধে ৬.৫৫ জি সিনেমা

দুজনে বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

বিকেল ৩.০৮ পেয়ার তো হোনা হি থা, সন্ধে ৬.৫০ যোদ্ধা, রাত ৯.৩৩ রাম অবতার
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৩৮ আগ, দুপুর ১.২৫ জুনুন, বিকেল ৪.০৪ ক্ষত্রিয়, সন্ধে ৭.৫০ বীরাসত, রাত ১১.১৮ আঘাজ

চেজিং দ্য রেইনস দুপুর ১২.৫৪ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। কোনও আত্মীয়কে সংসারের গোপন কথা বলে সমস্যা হতে পারে। আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বৃষ : অত্যধিক বিলাসিতার কারণে সঞ্চয়ে টান পড়তে পারে। চাকরির সুবাদে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। মিথুন : সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়তি আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। কর্কট : আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের সন্ধান পেতে পারেন। সিংহ : অংশীদারি ব্যবসায় এখন বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। কন্যা : ভারী জিনিস তুলতে যাবেন না। কোমরে চোট লাগতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারীর কারণে লোকসানের সম্ভাবনা। তুলা : সামাজিক কাজের মাধ্যমে যশ ও প্রতিপত্তি বাড়বে। মায়ের হস্তক্ষেপে দাম্পত্যে সমস্যা মিটে যাবে। নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। বৃশ্চিক : জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। ধনু : সংসারের ব্যাপারে অন্য কাউকে নাক গলাতে দেবেন না। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও কাগজ হাতে পেয়ে আনন্দ। মকর : সৃষ্টিশীল কাজের পুরস্কার হিসেবে কোনও নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। কুম্ভ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তির যোগ। মীন : গোপন শত্রু থেকে সাবধান। প্রেমে সমস্যা কেটে যাবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর আশা করতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ২৫ ফাল্গুন, ১৬ মার্চ ২০২৬, ১ চত, সংবৎ ১২ চৈত্র বদি, ২৬ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫১ অঃ ৫।৪২। সোমবার, দ্বাদশী দিবা ৭।৫৯। ধনিষ্ঠানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।২৫। শিবযোগ দিবা ৮।৩৬। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৫৯ গতে গরকরণ রাত্রি ৮।৬ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ন ৪।৫৯ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৫৯ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, শেষরাত্রি ৫।২৫ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৭। ৫৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৭।৫৯ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।২০ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ২।৪৪ গতে ৪।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে নৈর্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, দিবা ৭।২০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ৮।৪৯ গতে পুনর্যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৫।২৫ গতে যাত্রা মধ্যম। শুভকর্ম- দিবা ৮।৪৯ গতে নাকরণ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ দিবা ৭।৫৯ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাহাড়ের তিন কেন্দ্রে অনীতের প্রার্থী ঘোষণা

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই রাজ্যে প্রথম প্রার্থীতালিকা জানিয়ে দিল পাহাড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। রবিবার সন্ধ্যায় দলের সভাপতি অনীত থাপা পাহাড়ের তিনটি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। কালিম্পংয়ের বর্তমান বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা পুনরায় প্রার্থী হয়েছেন। দার্জিলিং আসনে বিজয়কুমার রাই এবং কার্সিয়াংয়ে অমর লামাকে প্রার্থী করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের বিজয়কুমার রাই গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর অধীনে আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব সামলেছেন। সেখান থেকে এবার তিনি দার্জিলিংয়ে বিজিপিএমের প্রার্থী। রাজনীতিতে এই প্রথম শিক্ষাবিদ বিজয়কুমারকে দিয়েই দার্জিলিং আসন বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে বিজিপিএম। অন্যদিকে কার্সিয়াং আসনের প্রার্থী অমর লামা দলের সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে রয়েছে বিজিপিএম। পূর্ব ঘোষণামতো তৃণমূলের সঙ্গে জোটে থাকায় রাজ্যের শাসকদল পাহাড়ের তিনটি আসনে প্রার্থী দিচ্ছে না, বরং অনীতের প্রার্থীদের সমর্থন করছে।

বার্ষিক সভা

বাগডোগরা, ১৫ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সূচনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শংকরলাল দত্ত।

হিড়িক

প্রথম পাতার পর

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) ও শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের যৌথ উদ্যোগে একটি ইন্ডোর ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের জন্য জায়গা পরিদর্শন করেন। মেয়র এদিন শালুগাড়া বিএসএফ রোডের পাশে নেপালি কবি ভানুভক্তের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

এদিকে, বর্ধমান রোডে উড়ালপুলের কাজ এখনও শেষ হয়নি। তার আগেই কাজ শেষে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখানে পোস্টার দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'তৃণমূল শহরের বাসিন্দাদের সমস্যা মেটাতে পারেনি। ভোট ঘোষণার আগে কাজ শেষের পোস্টার সাঁটা রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

বাতাসি বাজারের ব্যবসায়ী ও রাধাগোবিন্দ মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীদের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে এদিন সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের শিলান্যাস হয়। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ জানান, বাতাসি বাজারের ব্যবসায়ীদের দাবি মেনে প্রকল্পটির কাজ শুরু করা হয়েছে। এরফলে বাজারের ব্যবসায়ী ছাড়াও মন্দিরে আসা ভক্তদের পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে তিনি আশাবাদী।

মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা বিধাননগরে বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর বাড়ির পাশের একটি রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন। রোমার বক্তব্য, 'গত পাঁচ বছর বিধায়ককে এলাকায় দেখা যায়নি। সেজন্য নিজের বাড়ির রাস্তাটাও বেহাল। আমরা এটি সংস্কার করব।' পালটা দুর্গার বক্তব্য, 'আমাদের কাজই করতে দেওয়া হয়নি। কাজের নামে ভোট ঘোষণার দিন রাজনীতি করা হচ্ছে।' সবমিলিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাসকে কেন্দ্র করে দাবি ও পালটা দাবি নিয়ে এদিন রাজনৈতিক মহলে যথেষ্টই চর্চা চলে।

শৌচালয়ের গন্ধে দুর্ভোগ

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১৫ মার্চ : গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে বলঞ্চা প্রাথমিক বিদ্যালয়। পড়ুয়ার সংখ্যা ৩৫০। শিক্ষক ৭ জন। স্কুলের বাইরে কয়েকজন খুদেকে দেওয়ালের আড়ালে প্রস্রাব করতে দেখা গেল। কেউ কেউ আবার বাঁশঝাড়ের আড়ালে শৌচকর্ম সারছে। চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া মহম্মদ সফিক জানাল, 'স্কুলের শৌচালয়ের অবস্থা খারাপ। দুর্গন্ধে যেতে পারছি না। তার চেয়ে বাঁশঝাড় ভালো।'

২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে সারাদেশে নাগরিক চেতনা এবং পরিচ্ছন্নতার অভাব নিয়ে কথা হচ্ছে। সেখানে 'মানুষ গড়ার কারখানা'র এমন বেহাল দশা কেন? শুধু বলঞ্চা প্রাথমিক স্কুল নয়। চাকুলিয়া পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুল ঘুরে দেখা গেল মোটের ওপর ছবিটা একই। স্কুল চত্বরে শৌচালয় থাকলেও তা ব্যবহারের অযোগ্য। দরজা নেই, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আবর্জনা জমে রয়েছে চারদিকে। অভিযোগ, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেও উত্তর মিলছে না। শিক্ষক ও অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ।

- স্কুল চত্বরে শৌচালয় থাকলেও তা ব্যবহারের অযোগ্য
- দরজা নেই, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, জমে রয়েছে আবর্জনা
- সমস্যা মেটানোর আবেদন করলেও উত্তর না মেলায় ক্ষুব্ধ শিক্ষক ও অভিভাবকরা

শৌচালয় থাকলেও ছাদ ফাটা। ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় পড়ুয়াদের ব্যবহার করতে বারণ করা হয়েছে।

অজিত দাস
প্রধান শিক্ষক, ঘোরধাপ্পা প্রাথমিক বিদ্যালয়

চাকুলিয়া সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নওসিন বেগ বলেন, 'স্কুলের শৌচালয় সংস্কারে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।' স্কুল শিক্ষক রাখি সরকার বললেন, 'স্কুলের ৭ জন শিক্ষকের মধ্যে আমি একমাত্র মহিলা। স্কুলের শৌচালয় বেহাল। ফলে আমাকে অন্যের বাড়িতে যেতে হয়। এ অবস্থা স্কুলে বেশিদিন চলতে পারে না।' প্রধান শিক্ষক সম্বিত দাসের সংযোজন, 'নির্বাচন এলে শৌচালয় সংস্কার হয়। কিছুদিন না যেতেই আবার নষ্ট হয়ে যায়। পরে সংস্কারের দাবি জানিয়ে কোনও লাভ হয় না। বরাদ্দের অভাবে আমরা সংস্কার করতে পারি না।'

একই অবস্থা গোদাশিমুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মোট পড়ুয়া ৪০০ জন। শিক্ষক ৩ জন। ২৫০ থেকে ৩০০ জন পড়ুয়া নিয়মিত ক্লাস করে। প্রত্যেককেই শৌচালয় ব্যবহার করতে হয়। প্রধান শিক্ষক ইনতেজার আলম বলেন, 'এই অবস্থায় পড়ুয়ারা বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়। বিশেষত ছাত্রীদের জন্য লজ্জাজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। ফলে অনেক অভিভাবক সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে দ্বিধাগ্রস্ত। পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। উপস্থিতিও কমছে।' ঘোরধাপ্পা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজিত দাসের বক্তব্য, 'শৌচালয় থাকলেও ছাদ ফাটা। ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় পড়ুয়াদের ব্যবহার করতে বারণ করা হয়েছে।' বেররাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসার গনি বলেন, 'স্কুলের শৌচালয় পরিত্যক্ত। আবেদন করে লাভ হয়নি।'

নরেশচন্দ্র সিংহ নামে এক অভিভাবক বলেন, 'স্কুলের শৌচালয় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেই। পড়ুয়ারা নিত্য দুর্ভোগ সহ্য করছে। দ্রুত না মেরামত করলে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।' চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম বললেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তবে অভিভাবক ও শিক্ষকরা এই আশ্বাসে সন্তুষ্ট নন। তাঁরা বলছেন, আগেও এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি।

কোন দুলটা আমাকে মানাবে বল তো? মালদায় রবিবার সন্ধ্যায় কেনাকাটায় মগ্ন দুই তরুণী। ছবি : অরিন্দম বাগ

ছক বানচাল

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ মার্চ : টমেটোর আড়ালে গোরু পাচারের ছক কষেও শেষরক্ষা হল না। রবিবার ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশের তৎপরতায় বানচাল হল গোরু পাচারের ছক। এদিন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের গান্ধি মোড় এলাকায় একটি পণ্যবাহী গাড়ি থেকে ৬টি গোরু উদ্ধার হয়। গাড়ির চালক আলতাফ হোসেন ও কমল বর্মন রায়কে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জামিন মঞ্জুর হয়।

দুটি দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ মার্চ : দুটি এলাকায় রেললাইনের ধারে দুই ব্যক্তির দেহ পাওয়া গেল। কলকাতায় মোদির জনসভা থেকে ফেরার পথে আলিপুরদুয়ারগামী বিশেষ ট্রেন থেকে পড়ে নাগরাকাটার বাসিন্দা জিতু ওরাওঁয়ের মৃত্যু হয়। এদিকে, শনিবার গভীর রাতে কান্তিভিটা লেভেল ক্রসিং এনসি ১৬-এর কাছে ইয়াকুব খান (৬০)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

নিগমের বাসে বকেয়া জরিমানার পাহাড়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর বহু বাসকে জরিমানা করা হয়েছে। ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য দিনের পর দিন নিগমের বহু বাসকে জরিমানা করা হলেও, এনবিএসটিসি এখনও সেই জরিমানা জমা দেয়নি বলে অভিযোগ। চালান এবং বকেয়ার পাহাড় জমলেও এনবিএসটিসি-র এব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ নেই। বকেয়ার পাহাড় কাঁধে নিয়েই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ট্রাফিক আইন ভাঙা বাসগুলো বিভিন্ন রুটে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ।

এই দৌরাত্ম্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ শিলিগুড়ি-কোচবিহার রুটের একটি বাস (নম্বর ডিব্লউবি ৬৩ এ ৮৭৫৮)। গত ছয় বছরে অন্তত পনেরোবার ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য এই বাসটিকে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা করা হলেও এখনও অবধি বকেয়া না মিটিয়েই বাসটি প্রতিদিন রাস্তার দখল নিচ্ছে বলে অভিযোগ। একই ছবি নিগমের আরও বহু বাসের। কালিয়াগঞ্জ-শিলিগুড়ি রুটের একটি বাসকে (নম্বর ডিব্লউবি ৬৩ এ ৯৪১৬) অতিরিক্ত গতির কারণে ২০২২ সালের ৯ অগাস্ট পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। 'এম পরিবহণ' অ্যাপের তথ্য বলছে, সেই টাকা আজও বকেয়া। একই হাল জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটের একটি বাসেরও (নম্বর ডিব্লউবি ৬৩ এ ০১০৪)। যত্রতত্র পার্কিংয়ের দায়ে

ট্রাফিক আইন ভাঙার অনেক নজির

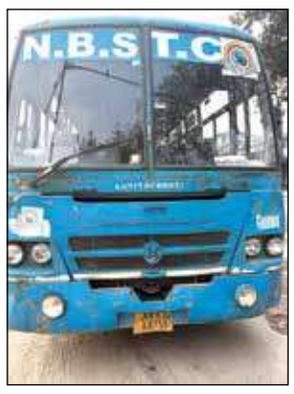

২০২২ সালের ৬ মে এই বাসটিকে পাঁচশো টাকা জরিমানা করা হলেও এখনও সেই বকেয়া শোধ করা হয়নি। আবার এই রুটেরই অপর একটি বাসকে (নম্বর ডিব্লউবি ৬৩ এ ০০৯৯) ২০২৪ সালের ১ মে জরিমানা করা হয়েছিল। সেই জরিমানাও এখনও বকেয়া আছে।

এই প্রসঙ্গে এনবিএসটিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'কোনও বাসকে ফাইন করা হলে আমার মোবাইলে নোটিফিকেশন আসে। আমি সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের জরিমানার টাকা জমা করতে বলি। এক-দু'দিনের মধ্যেই জরিমানার টাকা জমা দেওয়া হয়।'

দীপঙ্করের এই দাবির সঙ্গে যদিও 'এম পরিবহণ' অ্যাপের তথ্য এবং বাস্তবের বিস্তর ফারাক। বকেয়ার পাহাড় জমা সত্ত্বেও কেন এনবিএসটিসির-র বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি সেই প্রশ্নও উঠেছে।

এনবিএসটিসি-র বাসের দৌরাত্ম্যে ক্ষুব্ধ যাত্রীরাও। নিত্যযাত্রী বিপ্লব দাসের কথায়, 'বাসগুলো অত্যন্ত বেপরোয়া গতিতে চলে। এত গতির জন্য বাসে উঠতেই ভয় লাগে। অতিরিক্ত গতি এবং অন্যান্য ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য বাসগুলোকে জরিমানা করা হলেও যদি এনবিএসটিসি সেই ফাইন জমা না দেয় এবং কোনও ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তাহলে তো ওই বাসগুলোর চালকদের সাহস আরও বেড়ে যাবে।' চালকরা যাতে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি না চালান, সেই কারণে নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন করা হয় বলে এনবিএসটিসি-র তরফে জানানো হয়েছে।

ভোটবাজারে কর্মহীন শিল্পীরা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : ভোটের বাদ্যি বাজলেই একসময় যাঁরা দম ফেলার ফুরসত পেতেন না, ডিজিটাল যুগের দাপটে আজ তাঁদের অধিকাংশই ব্রাত্য। প্রার্থীর নাম আর প্রতীক আঁকার তুলি-রং এখন কার্যত বাক্সবন্দি। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে শিলিগুড়ির দেওয়াল লিখনশিল্পী থেকে শুরু করে স্থানীয় ছোট প্রিন্টিং প্রেসের মালিকদের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ। প্রচারের ধরন বদলে যাওয়ায় কাজ হারিয়ে ধুঁকছেন আশিঘর বা দেশবন্ধুপাড়ার অভিজ্ঞ শিল্পীরা।

শিলিগুড়ির আশিঘরের বাসিন্দা সনাতন রায় দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে দেওয়াল লিখনের কাজ করছেন। আগে ভোটের মাসখানেক আগে থেকেই দিনরাত এক করে কাজ আসত সব দল থেকে। অথচ এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। সনাতনের আক্ষেপ, 'এখনও পর্যন্ত বামপন্থী দল ছাড়া আর কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।' একই পরিস্থিতি ৩০ বছর ধরে এই পেশায় থাকা দেশবন্ধুপাড়ার সৌমেন বর্মনেরও। বেসরকারি সংস্থার কর্মী সৌমেনের কাছে নির্বাচনের মরশুম ছিল উপরি আয়ের বড় সুযোগ, যা এবার শূন্যই।

শিল্পীরা মনে করেন, ডিজিটাল প্রচার অনেক বেশি সাশ্রয়ী। দেওয়াল খুঁজে পাওয়া, শিল্পী ও রঙের খরচ এবং ভোট শেষে সেই দেওয়াল মুছে ফেলার ঝক্কি অনেক বেশি। সেই জায়গায় ফ্লেক্স বা ব্যানারে প্রচার অনেক সহজ।

কিন্তু বাস্তবে সমস্যা আরও গভীরে। স্থানীয় প্রিন্টিং প্রেসের মালিকদের অভিযোগ, তৃণমূল বা বিজেপির মতো বড় দলগুলির প্রচারসামগ্রীর সিংহভাগই এখন সরাসরি কলকাতা বা ভিনরাজ্য থেকে তৈরি হয়ে আসছে। ফলে স্থানীয় বাজারের ঝুলি শূন্যই থাকছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং বিজেপি নেতা রথীন বসু- দুজনেই স্বীকার করে নিয়েছেন, পতাকা ও ফ্লেক্সের মতো সামগ্রী মূলত দলের রাজ্য দপ্তর থেকে পাঠানো হচ্ছে।

বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী অভিজিৎ দাস বা দেশবন্ধুপাড়ার দীপেন দত্তরা চাতক পাখির মতো অর্ডারের অপেক্ষায় থাকলেও বড় কাজ এখনও পর্যন্ত জোটেনি। গত নির্বাচনেও যেখানে ভিনরাজ্যের এজেন্সি মারফত কাজ আসত, এবার তা অধরা। তবে ব্যতিক্রমী পথে হাঁটছে সিপিএম। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শরদিন্দু চক্রবর্তীর দাবি, তাঁরা স্থানীয় শিল্পীদের প্রাধান্য দিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রচার সামগ্রী তৈরি করাচ্ছেন। ডিজিটাল বিপ্লব আর 'সেন্ট্রালাইজড' প্রচারের এই যুগে শিলিগুড়ির প্রান্তিক শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব সত্যিই সংকটে।

ছাপা হচ্ছে পোস্টার, ব্যানার। শিলিগুড়িতে।

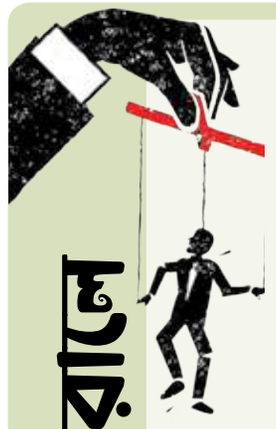

নিজের চা বাগানে ব্যস্ত প্রাক্তন প্রধান

একসময় এলাকার পরিচিত রাজনৈতিক মুখ ছিলেন নারায়ণ সিংহ। তবে বহুদিন আগেই সক্রিয় রাজনীতির ময়দান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন তিনি।

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৫ মার্চ : ১৯৯৮ থেকে ২০০৩, এতগুলো বছর চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন নারায়ণ সিংহ। বাম আমলে এলাকায় বিরোধী শিবিরের অন্যতম মুখ ছিলেন কংগ্রেসের নারায়ণ সিংহ। বুথ স্তরে কংগ্রেসের ভালো সংগঠক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। তবে বর্তমানে রাজনীতির কোলাহল থেকে দূরে সরে নিজের চা বাগান দেখাশোনা করতেই অধিকাংশ সময় কাটান। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, 'প্রাক্তন প্রধান এখন সারাদিন নিজের চা বাগান নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। রাজনীতি থেকে দূরে থেকে নিরিবিলি জীবন কাটাচ্ছেন তিনি।'

নারায়ণ বলছেন, 'একসময় মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছে নিয়েই রাজনীতিতে এসেছিলাম। প্রধান থাকাকালীন এখনকার মতো উন্নয়নমূলক কাজ করার তেমন সুযোগ ছিল না। তবে রাস্তা, সেচ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ আরও কিছু কাজ করতে পেরেছিলাম। মানুষ আজও সেই কাজের কথা মনে রেখেছেন। তবে ধীরে ধীরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছি।'

কিন্তু রাজনীতি থেকে সরে গেলেন কেন?

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধান থাকাকালীন এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নারায়ণ। তবে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দলীয় রাজনীতির প্রতি তাঁর অনীহা বাড়তে থাকে। সেই কারণেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। নারায়ণের কথায়, 'দল ঠিকভাবে পরিচালনা না হওয়ার কারণে এক সময় দলের প্রতি অনীহা তৈরি হয়। তারপর থেকে ধীরে ধীরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিই। পরে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তাব এলেও সেদিকে পা বাড়াইনি।'

চোপড়া ব্লকের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক রায় বলছেন, 'নারায়ণ অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। প্রধান পদে কার্যকাল শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরে যান। আমরা বহুবার তাঁকে সামনে আনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারপর আর সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরতে চাননি। তবে তিনি আজও আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।'

ঘিরনিগাঁওয়ের নারায়ণ সিংহ।

রাজনীতিতে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে নারায়ণ বলছেন, 'বর্তমানে সেরকম কোনও পরিকল্পনা নেই।' তবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো বলেই জানিয়েছেন নারায়ণ। তাঁর কথায়, 'রাজনীতি আলাদা বিষয়। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক আলাদা। এলাকার উন্নয়নের জন্য সবারই একসঙ্গে কাজ করা উচিত।'

স্থানীয় সিপিএম নেতা তথা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি মকলেশ্বর রহমান বলেন, 'নারায়ণ নিতান্তই সহজ সরল মানুষ। ঝুটঝামেলা পছন্দ করেন না। ২০০৩ সালে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি নিজেকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরিয়ে নেন। তারপর থেকে তিনি কোনও দলের সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেই।'

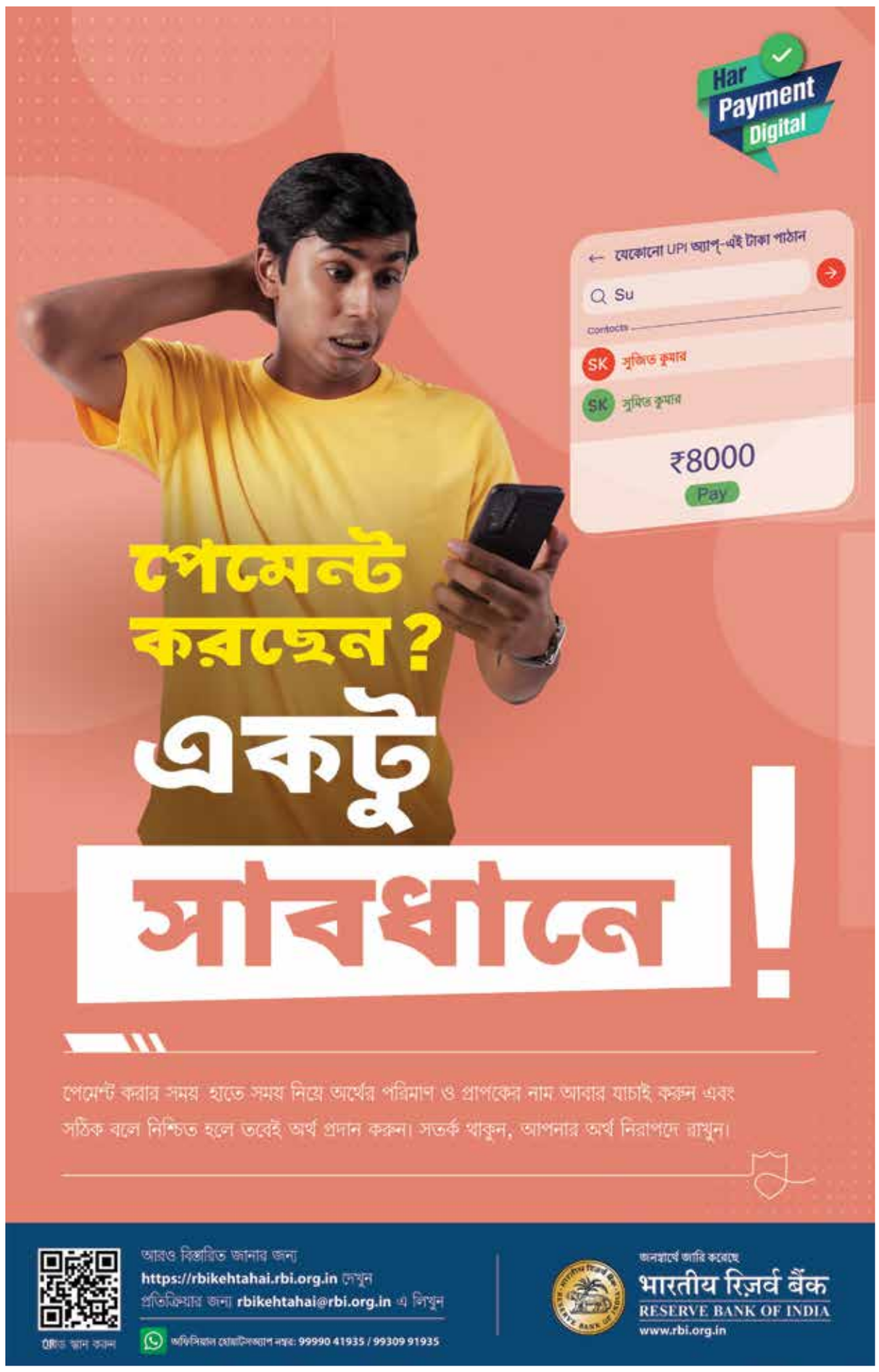

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত, ধৃত

নকশালবাড়ি, ১৫ মার্চ : মাদক হাতবদলের আগেই নকশালবাড়িতে গ্রেপ্তার হলেন কালিয়াচকের এক তরুণ। রবিবার রাতে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের অভিযানে নকশালবাড়ি রথখোলা এলাকায় দুই নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে থেকে হাবুল কাসেম নামে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছে থাকা একটি স্কুলব্যাগের ভেতর থেকে এক কেজির উপরে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ, যার বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকার উপরে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, মালদা থেকে নকশালবাড়িতে পাচারের উদ্দেশ্যে মাদক নিয়ে আসছিলেন হাবুল। তবে হাতবদলের আগেই পুলিশের অভিযানে তিনি ধরা পড়ে যান। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ

চোপড়া, ১৫ মার্চ : ইদের শুভেচ্ছা সংক্রান্ত ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে চোপড়ায়। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের চোপড়া ব্লক কমিটির উদ্যোগে ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় এগুলি লাগানো হয়েছিল। সংগঠনের চোপড়া ব্লকের সভাপতি সোমনাথ সিংহের অভিযোগ, 'শনিবার রাতে চোপড়ার হাতিঘিসা ও দাসপাড়ায় শুভেচ্ছাবার্তার ফ্লেক্স ছিঁড়ে নষ্ট করা হয়েছে। রবিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসে।' এদিন চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ মার্চ : রবিবার ফাঁসিদেওয়ার রূপনদিঘি এলাকায় চাষের জমি থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হবে। স্থানীয়দের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে একটি বেসরকারি কলেজের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে ওই ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মৃত ব্যক্তি ভবঘুরে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৎপর প্রশাসন

চোপড়া, ১৫ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই কার্যকর হয়েছে নির্বাচনি বিধি। চোপড়া ব্লকে ময়দানে নেমেছে প্রশাসন। রবিবার ব্লকের বিভিন্ন সরকারি অফিস, সরকারি জায়গা থেকে রাজনৈতিক দলগুলির ব্যানার, ফেস্টুন ও ফ্লেক্স সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি সম্পত্তি বা অফিস চত্বরে কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যানার, পোস্টার বা ফ্লেক্স রাখা যাবে না। তাই সেগুলি দ্রুত খুলে ফেলার কাজ চলছে।

শিলান্যাস

চোপড়া, ১৫ মার্চ : রবিবার চোপড়ার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্সিগছ এলাকায় পেভার্স ব্লক বসিয়ে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন বিধায়ক হামিদুল রহমান। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, মুন্সিগছ থেকে মধুসূদন পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে প্রায় ১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বৈঠক

চোপড়া, ১৫ মার্চ : ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার সদর চোপড়ার দলীয় কার্যালয়ে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। নির্বাচন ঘোষণা হতেই নড়েচড়ে বসেছে ব্লক কংগ্রেস। চোপড়ার ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনি প্রচার ঘিরে দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সাঁঝবাতির রূপকথা।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের পার পতিরামে ছবিটি তুলেছেন অরিজিৎ সরকার।*

অকেজো পানীয় জল পরিশোধন যন্ত্র

লক্ষাধিক টাকার জল কিনছে মেডিকেল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কয়েকদিন আগে প্রায় কোটি টাকা খরচ করে পানীয় জলের পিউরিফায়ার বসানো হয়েছে। কিন্তু সেগুলি সঠিকভাবে কাজ না করায় এখনও বাইরে থেকে জল কিনছে কলেজ এবং হাসপাতাল উভয় অফিস। এই জন্য প্রতি মাসে লক্ষাধিক টাকা খরচ হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, এত টাকা খরচ করে পানীয় জল পরিশোধন যন্ত্র বসানো হলেও কেন প্রতি মাসে বাইরে থেকে জল কিনতে হচ্ছে?

মেডিকেলের সুপার তথা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'কিছু পিউরিফায়ার খারাপ হয়ে থাকতে পারে। বাকিগুলি চলছে।'

ছ'মাস আগেই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য নামী সংস্থার ৭২টি জল পরিশোধন যন্ত্র কেনা হয়েছে। যেগুলির এক একটিতে ৭৫-৮০ লিটার পর্যন্ত জলধারণ ক্ষমতা রয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রতিটি জল পরিশোধন যন্ত্রের দাম এক লক্ষ টাকারও বেশি। এগুলি কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেগুলির অধিকাংশই খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। খোদ হাসপাতাল সুপারের অফিসের কর্মীদের জন্য বসানো জল পরিশোধন যন্ত্র থেকেও এক ফোঁটা জল পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, জল পরিশোধন যন্ত্রটি ধুলোয় ঢেকে গিয়েছে। সেটিতে পানীয় জলের লাইন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও জল আসছে না।

অফিস কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ২০ লিটারের জলের জার কিনে অফিস চলছে। এই যন্ত্রটি বসানোর পরে একদিনও জল পাওয়া যায়নি। ফলে সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে ২০ লিটারের জলের জার কিনে অফিসের কর্মীদের পিপাসা মেটাতে হচ্ছে।

শুধু সুপার অফিসই নয়, হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ, ফিমেল মেডিসিন বিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগে বসানো জল পরিশোধন যন্ত্রও কাজ করছে না। এমনকি কয়েকদিন আগে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির তরফে বসানো ওভারহেড পিউরিফায়ার রিজার্ভারও অচল হয়ে রয়েছে। ফলে সেখান থেকেও রোগী এবং পরিজনরা পানীয় জল নিতে পারছেন না। যার জেরে প্রতিদিন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রোগীদের জন্যও ভরসা ওই ২০ লিটারের পানীয় জলের জার। সে না হলে রোগী এবং পরিজনরা নিজেদের মতো করে বাইরে থেকে জল কিনে নিচ্ছেন। অথচ সরকারি হাসপাতালে ন্যূনতম পরিষেবার মধ্যে পানীয় জল, বিশ্রামাগার থাকা বাধ্যতামূলক।

- মেডিকেলে প্রায় কোটি টাকা খরচ করে পানীয় জলের জল পরিশোধন যন্ত্র বসানো হয়েছে
- সেগুলি সঠিকভাবে কাজ না করায় এখনও বাইরে থেকে জল কিনছে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

কিছু পিউরিফায়ার খারাপ হয়ে থাকতে পারে। বাকিগুলি চলছে।

ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

শিলিগুড়ির কয়লা ডিপোয় পুলিশ মোতায়েন

বিজেপির ট্রেনে 'ঢিল'

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিনেই উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়িতে। রবিবার কলকাতা থেকে বিজেপির ব্রিগেড সমাবেশ সেরে ফেরা কর্মীদের দুটি স্পেশাল ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠল। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ আলিপুরদুয়ারগামী একটি বিশেষ ট্রেন শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে জংশনের দিকে যাওয়ার সময় ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কয়লা ডিপো এলাকায় সিগন্যালের জন্য দাঁড়ালে হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। আবার বিকেল সাড়ে তিনটের দিকে আরও একটি স্পেশাল ট্রেন ফালাকাটার দিকে যাওয়ার সময় সেটিকে লক্ষ্য করেও পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে।

ট্রেনে থাকা বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, ট্রেনের জানলা লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো পাথর ছোড়া হয়। এর ফলে তাঁদের বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। যদিও কয়লা ডিপো এলাকার বাসিন্দাদের পালটা দাবি, ট্রেন থেকে বিজেপি কর্মীরাই প্রথমে মহিলাদের লক্ষ্য করে কটূক্তি করে এবং বাসিন্দাদের বাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। এদিকে, ঘটনার সময়ের বেশ কয়েকটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। পরিস্থিতি সামাল দিতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ও জিআরপির বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এনজেপির এডিআরএম অজয় সিং বলেন, 'ঘটনার তথ্য আমরা সংগ্রহ করছি। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ হবে।'

এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে তীব্র রাজনৈতিক তর্জা দেখা গিয়েছে। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছেন। শংকরের কথায়, 'কাশ্মীর, দিল্লিতে একটা সময় সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার সংস্কৃতি ছিল। সেখানে সেই সংস্কৃতি বন্ধ হলেও পশ্চিমবঙ্গে এখনও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার সংস্কৃতি রয়েছে। এই সংস্কৃতি বন্ধ করতে হলে সরকার বদল করতে হবে।' যদিও গৌতম বলছেন, 'বিজেপির লোকেরা হয়তো সেই ট্রেনে পাথর মেরেছে। কেননা, সেখানে তৃণমূলের কেউ নেই। আর কোথায়, কখন বিজেপির স্পেশাল ট্রেন যাচ্ছে তা তৃণমূলের জানা নেই। সবকিছুকেই বিজেপি ইস্যু করে নাটক করে। শিলিগুড়িতে এমন ঘটনা হয় না, আমরা কাউকে করতে দিই না।'

কয়লা ডিপোয় পুলিশের টহল। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

আলিপুরদুয়ারগামী প্রথম ট্রেনে ছিলেন ফালাকাটার বিজেপির বিধায়ক দীপক বর্মন। তিনি বলেন, 'পাথরের আঘাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এটা রাতে হলে আরও বড় বিপদ হতে পারত।' এদিকে, এদিন সকালের ঘটনার পর কয়লার ডিপো এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ সাজিদ অভিযোগ করেন, 'মহিলাদের দেখে ট্রেন থেকে অশালীন আচরণ করা হয়। ট্রেন থেকে নেমে বিজেপি কর্মীরা আমাদের বাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। আমাকে ট্রেনে তুলে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল।' গুলাবসা বেগমের কথায়, 'যখন পাথর ছোড়া হচ্ছিল তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে দেই। এতদিন ধরে এখানে রয়েছি, কখনও এমনটা হয়নি।'

জোড়া ঘটনার পর আরও একটি স্পেশাল ট্রেন বিজেপি কর্মীদের নিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যায়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সে সময় কয়লা ডিপো এলাকায় বিশাল পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল।

অভিনব প্রতিবাদ তৃণমূলের

নকশালবাড়ি, ১৫ মার্চ : বাঙালির চিরন্তন খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় অভিনব কায়দায় বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'মাছভাত' বিক্ষোভ। এদিন প্রায় ১০০টি পরিবারের সদস্যদের পাত পেড়ে মাছভাত খাইয়ে বিজেপির খাদ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়।

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষের অভিযোগ, বিজেপি শাসিত বিহার ও দিল্লিতে যেভাবে মাছ, মাংসের দোকান বন্ধের চেষ্টা চলছে, তাতে বাঙালিরা আতঙ্কিত। তিনি দাবি করেন, এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বহিরাগত নেতারা মাছে ভাতে বাঙালির ঐতিহ্যেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। সাধারণ মানুষকে এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতেই এই সচেতনতামূলক ভোজ ও বিক্ষোভের আয়োজন। লোকসভা ভোটের মুখে বাঙালির হেঁশেল ও খাদ্যাভ্যাসকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের এই কর্মসূচি রাজনৈতিক মহলে আলোচিত হয়েছে।

শিলিগুড়িতে হালখাতার পসরা। রবিবার ছবিটি তুলেছেন দীপ্তেন্দু দত্ত।

সাসপেন্ডেড স্বপন ফের তৃণমূলে

মালবাজার, ১৫ মার্চ : গুচ্ছ গুচ্ছ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত স্বপন সাহা আবার তৃণমূলে। ভোটের আগে মাল পুরসভার অপসারিত চেয়ারম্যানকে দলে ফেরানো হল। দলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ তাঁকে চিঠি দিয়ে সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। যাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির ভূরিভূরি অভিযোগ, ঘাড়ে মামলার পাহাড়, তাঁকে দলে ফেরানোয় ভোটে তৃণমূল চাপে আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মালবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর জন্য মহুয়া তাঁকে দায়িত্ব নিতে বলায় এই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। অথচ ডুয়ার্স সফরে এসে এর আগে স্বপনকে মুখ্যমন্ত্রী দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর রবিবার সন্ধ্যায় সেই স্বপনকে লাটাগুড়ির বাড়িতে ডেকে নিয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী।

ওইসময়ই স্বপনের হাতে তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহারের চিঠি তুলে দিয়ে তাঁকে সোমবার থেকেই দলের কাজ করতে নির্দেশ দেন মহুয়া। পরে তিনি বলেন, 'রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে ওঁকে আমি সাসপেন্ড করেছিলাম। এখন রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশেই সাসপেনশন তুলে নিলাম।' এই খবর ছড়িয়ে পড়তে মালবাজারে স্বপন অনুগামীরা উচ্ছ্বসিত হয়ে আতশবাজি পোড়াতে শুরু করেন।

আতসবাজি পুড়িয়ে স্বপন অনুগামীদের উচ্ছ্বাস। রবিবার মালবাজারে।

বিরোধী শিবির অবশ্য এই খবরে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে। মাল পুরসভায় নানা দুর্নীতির অভিযোগে মামলার আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, 'আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক নিজের দুর্নীতি ঢাকতে স্বপন সাহাকে দলে ফেরালেন। না হলে বুলুর দুর্নীতি ফাঁস হয়ে যাবে।' বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল কমিটির সভাপতি নবীন সাহার কথায়, 'প্রমাণিত হয়ে গেল, তৃণমূল ও দুর্নীতি এক মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ।' অন্যদিকে, মালবাজারে তৃণমূলে স্বপনের বিরোধী শিবিরে অসন্তোষের আভাস দেখা যাচ্ছে। সাসপেন্ড করার পর স্বপনকে মাল পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ ছাড়তে বাধ্য করেছিল তৃণমূল। তখন চেয়ারম্যান করা হয়েছিল উৎপল ভাদুড়িকে। এখন উৎপলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে দলের কর্মীদের মধ্যে। চর্চা চলছে, তবে কি উৎপলকে সরিয়ে স্বপনকে আবার চেয়ারম্যান করা হবে?

তৃণমূলের মাল টাউন ব্লক সভাপতি পুলিন গোলদারের কথায়, 'দলের সিদ্ধান্তই শেষ কথা। দল নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করে ওঁকে সুযোগ দিয়েছে।' পুলিন তৃণমূলে স্বপনের বিরোধী বলে পরিচিত। তবে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমিত দে বলেন, 'স্বপনদা দলে ফেরায় অক্সিজেন পেয়েছি আমরা। সেটা বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে।'

স্বপন অবশ্য বলেন, 'দল আমাকে সমস্ত কর্মসূচি থেকে বিরত থাকতে বলেছিল। সেই নির্দেশ আমি পালন করেছি। সাসপেন্ড হলেও আমি কখনও দলের বিরুদ্ধে একটি মন্তব্যও করিনি। পুনরায় আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। সোমবার থেকে দলের সমস্ত কর্মসূচিতে আমি যোগ দেব।'

দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একাধিক সমস্যা

চিকিৎসকের অভাবে বন্ধ দন্ত বিভাগ

দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পড়ে নষ্ট হচ্ছে যন্ত্রপাতি।

চোপড়া, ১৫ মার্চ : চিকিৎসকের অভাবে প্রায় আট মাস ধরে দন্ত বিভাগ বন্ধ রয়েছে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মাসের পর মাস এভাবে দন্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় চিকিৎসা সরঞ্জাম অযত্নে পড়ে নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ। দ্রুত দন্ত বিভাগ চালু করার দাবি উঠেছে। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, চিকিৎসক বদলির কারণে আপাতত পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। এদিকে, পরিষেবা বন্ধ থাকায় গ্রামীণ এলাকা থেকে অনেকে চিকিৎসা করাতে এসে ঘুরে যাচ্ছেন।

এলাকাবাসীর দাবি, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র চিকিৎসক ও নিয়মিত পরিষেবা না থাকায় সাধারণ মানুষ দাঁতের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিএমওএইচ ডাঃ রণজিৎ সাহা বলছেন, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসক পেয়ে যাব।'

এদিকে, দন্ত বিভাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেখানে চোখের চিকিৎসা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। সেই ঘরের এক প্রান্তে দাঁতের চিকিৎসার যন্ত্রপাতি পড়ে রয়েছে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় সেগুলি অকেজো হয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

পাঁচ বছর আগে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন ডেন্টিস্ট কাজে যোগ দিলেও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাবে দন্ত বিভাগ শুরুতে চালু করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে নিয়মিত দাঁতের চিকিৎসা পরিষেবা চালু হয়। এরইমধ্যে গত বছর জুলাই মাসে ওই চিকিৎসকের বদলির পর পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা নাইমুল হকের কথায়, 'এখানে অনেক আগেই দাঁতের ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিল। মাঝে প্রায় পাঁচ বছর কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না। স্বাভাবিকভাবে মানুষ পরিষেবা পায়নি। পরে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হলেও হঠাৎ করে চিকিৎসকের বদলির কারণে পরিষেবা থমকে পড়েছে। সাধারণ মানুষের দাঁতের সমস্যা হলে ইসলামপুর দৌড়াতে হচ্ছে।'

শাহনাজ বেগম বলেন, 'আমি একবার আউটডোরে দাঁতের ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। দু'দিন আগে গিয়ে জানতে পারি চিকিৎসক না থাকায় পরিষেবা বন্ধ রয়েছে।'

বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসক পেয়ে যাব।

ডাঃ রণজিৎ সাহা

বিএমওএইচ

বিপজ্জনক অবস্থায় পরিত্যক্ত ভবন

চোপড়া, ১৫ মার্চ : চোপড়ার দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনকে কেন্দ্র করে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। ৬ থেকে ৭ কক্ষবিশিষ্ট এই ভবনটি বর্তমানে কার্যত মারণফাঁদে পরিণত হয়েছে। ভবনের দেওয়াল ও ছাদ এতটাই শোচনীয় যে তা যে কোনও মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

এদিকে, এই বিপজ্জনক ভবনের গা ঘেঁষেই বর্তমানে আউটডোর পরিষেবা চলছে। এমনকি ইন্ডোর ভবনের করিডরের সঙ্গে এই ভাঙা অংশের সংযোগ থাকায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় নাইমুল হকের কথায়, 'দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় পরিত্যক্ত ভবনটি ভেঙে

পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।'

বিএমওএইচ ডাঃ রণজিৎ সাহা জানিয়েছেন, ভবনটির বিপজ্জনক অবস্থার কথা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক বলেন, 'ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এর আগেও একটি ভবন করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত ঘরের জায়গা সাফাই করলে পরবর্তীতে ঘরের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলছেন, 'জায়গাটি নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ায় সমস্যা রয়ে গিয়েছে। জেলা প্রশাসনের কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অনুমতি মিললেই পুরোনো ভবন ভাঙার পাশাপাশি ওই জায়গায় একটি প্রতীক্ষালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য নতুন ভবন করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

'খুনি' বাবার ঔদ্ধত্যে বাকরুদ্ধ কিশোরী

কোচবিহার, ১৫ মার্চ : চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। খুব অস্ফুটে সে বাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এটা করতে পারলে?' যন্ত্রণাবিদ্ধ গলা আরও খাদে নামে। বাবার দিকে তাকিয়ে আরও আস্তে বলে, 'মাকে আমার থেকে সারাজীবনের জন্য কেড়ে নিলে?'

ঘটনাস্থল কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ড। সময় রবিবার দুপুরবেলা। 'খুনি' বাবা রঞ্জিত রায়কে এই দুটো প্রশ্ন করার পরেই কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃত নার্স ছন্দা রায়ের বছর পনেরোর মেয়ে দীপ্তা (নাম পরিবর্তিত)। বাবার নির্লিপ্ত মুখ দেখে মেয়ে দীপ্তা প্রশ্ন করে, 'মাকে মেরে ফেলে ভালো আছ তুমি?' হাসপাতালের বেডে শুয়ে রঞ্জিত উত্তর দেয়, 'এখন আমি খুব ভালো আছি।' রঞ্জিতের ঔদ্ধত্য দেখে ও নির্লজ্জ জবাব শুনে উপস্থিত সকলে শিউরে ওঠেন।

বুকের ভেতরে জমে থাকা তীব্র যন্ত্রণা আর ক্ষোভের উত্তর পেতেই রবিবার বাগডোগরা থেকে দুই মামা মিঠুন ও চন্দন রায়ের হাত ধরে হাসপাতালে এসেছিল দীপ্তা। প্রথমে সে আসতে চায়নি। পরে দীপ্তা মত বদলায়। হয়তো ভেবেছিল বাবার চোখেমুখে অনুশোচনা দেখে তার কষ্ট হয়তো একটু লাঘব হবে। কিন্তু হাসপাতালে বাবাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখে দীপ্তা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। বাবার এই নির্লজ্জ এবং উদ্ধত উত্তর শুনে ঘৃণায় দু'পা পিছিয়ে আসে দীপ্তা। রঞ্জিত দীপ্তাকে কাছে ডাকলেও, দীপ্তা বাবার কাছে যায় না।

মায়ের সহকর্মী শিউলি দে-কে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে অস্ফুটস্বরে কিশোরী বলে, 'আমি তোমার কাছে থাকব না। আমার মাকে তুমি সারাজীবনের জন্য আমার থেকে কেড়ে নিয়েছ।'

কোচবিহার শহরে মৃত নার্সের ভাড়াবাড়িতে ফরেন্সিক দল। রবিবার।

স্ত্রীকে খুন করার কথা রঞ্জিত নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর চোখেমুখে অনুশোচনার লেশমাত্র নেই। 'কেন খুন করলেন। ডিভোর্সও তো দিতে পারতেন।' প্রতিবেদকের প্রশ্নের উত্তরে রঞ্জিত বলেন, 'কী জ্বালায় যে খুন করেছি, তা কেউ বুঝবে না। ওকে ছেড়ে দিতে পারব না, তাই শেষ করে দিলাম।'

মেয়ের কথায় রঞ্জিতের ভয়ংকর রূপ সম্পর্কে জানা যায়। বছর দুয়েক আগে রঞ্জিত সন্দেহের বশে তার গলায় গামছা পেঁচিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল বলে দীপ্তা জানিয়েছে।

এদিন হাসপাতালেই মৃতার মেয়ে ও দাদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কোতোয়ালি থানার তদন্তকারী অফিসার কাজল দাস। রঞ্জিতকে কেন এখনও হেপাজতে নেওয়া হচ্ছে না? এই প্রশ্নের উত্তরে কাজল বলেন, 'অভিযুক্তের দেহের ২৫-৩০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। চিকিৎসক ফিট ঘোষণা না করা পর্যন্ত তাকে পুলিশ কাস্টডিতে নেওয়া সম্ভব নয়।' অন্যদিকে, রবিবার দুপুরে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ওই ভাড়াবাড়িতে পৌঁছায় ফরেন্সিক দল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ঘটনাস্থল থেকে মোবাইল, চাবির গোছা, ব্যাগ ও পোড়া চুল সংগ্রহ করেন তাঁরা। তদন্তের স্বার্থে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেছেন মৃতার দাদা মিঠুন।

আত্মঘাতী

আলুর দাম না পাওয়ায় অবসাদে আত্মঘাতী হলেন পূর্ব বর্ধমানের রামনগরের এক কৃষক। পরিবারের দাবি, এই বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। সামনে বোনের বিয়েও ছিল। তদন্ত করছে পুলিশ।

বৃষ্টির পূর্বাভাস

সারা সপ্তাহ ধরে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবার পর্যন্ত আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগ চলবে।

শমীকের দাবি

রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠিত হলে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে সরকার পরিচালিত হবে। এমনটাই জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বাম বিরোধিতায় রাইটার্স থেকে নবান্নে সরেছিল সচিবালয়।

নাবালিকা ধর্ষণ

লজেন্স দেওয়ার নাম করে ১০ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। হাড়োয়া থানা এলাকার ঘটনায় তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নাবালিকার মায়ের দাবি, অভিযুক্তকে দাদা ডাকত মেয়ে।

বিচারাধীনরা অনিশ্চিতই

অসাংবিধানিক বলে অভিযোগ বিরোধী শিবিরের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ মার্চ : বিবেচনাধীন ৬০ লক্ষ ভোটারকে অনিশ্চিত রেখেই ভোট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটের দিনের আগেও যদি কেউ যোগ্য বলে বিবেচিত হন, তাঁকে ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে কমিশনকে। যদিও এদিন পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের ভোট ঘোষণার সূত্রে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, 'আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিনের আগে পর্যন্ত নিষ্পত্তি হওয়া নামের তালিকায় যাঁরা থাকবেন তাঁদের নাম অতিরিক্ত তালিকা হিসেবে প্রকাশ করবে কমিশন।' যেসব নামের নিষ্পত্তি হবে না, সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি জ্ঞানেশ কুমার। স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবেচনাধীন ৬০ লক্ষের তালিকা থেকে যাঁদের নিষ্পত্তি হবে না, তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা নির্বাচনের প্রাথমিক শর্ত। অসম্পূর্ণ বা ঝুলে থাকা ভোটার তালিকা নিয়ে ভোট হতে পারে না। সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে সুপ্রিম কোর্টই। এই প্রসঙ্গে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ না করে নির্বাচন ঘোষণা করা অসাংবিধানিক। এতে নির্বাচন কমিশন অপ্রয়োজনীয় ভাবে আরও বেশি আইনি জটিলতার মুখে পড়বে।' ফলে নিষ্পত্তি না হয়ে ঝুলে থাকা ভোটারদের কাছে কমিশন নয়, সুপ্রিম কোর্টই শেষ ভরসা।

রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা তৈরির আগেই রবিবার বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা করে দিল কমিশন। ২৮ ফেব্রুয়ারি যে অসম্পূর্ণ ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন, তাতে তথ্যগত অসংগতির কারণে ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম ছিল। এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য এবং কমিশনের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে এই ৬০ লক্ষের নিষ্পত্তির দায়িত্ব দিয়েছিল জুডিশিয়াল অফিসারদের। তারপর নানা টালবাহানায় গত শুক্রবার পর্যন্ত মাত্র ১৫ লক্ষের কিছু বেশি নামের নিষ্পত্তি করা গিয়েছে।

> ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ না করে নির্বাচন ঘোষণা অসাংবিধানিক। এতে নির্বাচন কমিশন অপ্রয়োজনীয়ভাবে আরও বেশি আইনি জটিলতার মুখে পড়বে।
>
> -বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্যে দু'দফায় ভোট হবে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। এদিন কমিশন যে ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে তা অনুযায়ী প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল যে ১৫২টি বিধানসভার ভোট তার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৬ এপ্রিল। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল যে ১৪২টি বিধানসভার ভোট সেগুলির মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল। ৯ এপ্রিলের মধ্যে যাঁদের নাম নিষ্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে না, তাঁরা আদৌ ২৬-এর বিধানসভায় ভোটাধিকার পাবেন কি না, সেই প্রশ্নে এদিন কোনও মন্তব্য করেননি জ্ঞানেশ।

গত শুক্রবার পর্যন্ত ২১ দিনে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৫ লক্ষের কিছু বেশি। গড়ে দৈনিক নিষ্পত্তি ১ লক্ষের কিছু কম। দৈনিক ১ লক্ষ নথির নিষ্পত্তি হলেও ৯ এপ্রিলের মধ্যে সর্বাধিক আরও ২৫ লক্ষ বিচারাধীন নামের নিষ্পত্তি হতে পারে। ফলে সাকুল্যে ৬০ লক্ষের তালিকা থেকে ৪০ লক্ষ বা তার কিছু বেশি নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে তখন বাকি পরে থাকবে আরও ২০ লক্ষ নাম। এঁদের ভোটাধিকার এখন প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

ও মাঝি রে... রবিবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

নন্দীগ্রামকেই শুভেন্দুর পছন্দ, ভবানীপুরে প্রার্থী নিয়ে সংশয়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ মার্চ : বিধানসভা যুদ্ধের রণদামামা বাজতেই মেদিনীপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে বড়সড় রাজনৈতিক চাল চাললেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর হুঙ্কার দিলেও, নিজের লড়াইয়ের ময়দান হিসেবে কিন্তু সেই 'নন্দীগ্রাম'কেই বেছে নিতে চাইলেন বিরোধী দলনেতা। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, 'নন্দীগ্রাম আমার ভদ্রাসন, আমার আত্মিক সম্পর্ক। দল চাইলে আমি ওখানেই লড়ব।' শুভেন্দুর এই মন্তব্যে রাজনীতির অন্দরমহলে একটাই প্রশ্ন, তবে কি ভবানীপুরের কঠিন পিচ থেকে সচেতনভাবেই পা সরাচ্ছেন শুভেন্দু?

গত কয়েক মাস ধরে জল্পনা তুঙ্গে ছিল যে, ভবানীপুরে মমতার খাসতালুকে দাঁড়িয়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন শুভেন্দু। বিশেষ করে ভোটার তালিকা থেকে ৪৫ হাজার নাম বাদ যাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে 'মেটিয়াবুরুজে পালানোর' কটাক্ষও করেছিলেন তিনি। কিন্তু ভোট ঘোষণার দিনেই সুরবদল। শুভেন্দুর দাবি, দল যদি তাঁকে দ্বিতীয় কোনো আসনে (যেমন ভবানীপুর) লড়তে বলে, তবে তিনি নন্দীগ্রামকে রেখেই লড়বেন। অর্থাৎ, একুশের ভোটে মমতা যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন, সেই পথে হাঁটতে নারাজ পোড়খাওয়া রাজনীতিক শুভেন্দু।

> নন্দীগ্রাম আমার ভদ্রাসন, আমার আত্মিক সম্পর্ক। দল চাইলে আমি ওখানেই লড়ব।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, একুশে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হয়ে হারতে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই 'ভুলের' পুনরাবৃত্তি চান না শুভেন্দু। নিজের গড় নন্দীগ্রাম সুরক্ষিত রেখেই তিনি অন্য কোনো ময়দানে নামতে চান। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, 'এক ভোট হলেও ভবানীপুরে আমিই জিতব।' এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দুর 'ভদ্রাসন' প্রেম আসলে কোনো সেফ গেম নাকি বড় কোনো মাস্টারস্ট্রোক, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

আক্রমণের ঝাঁঝ কমেনি মাঠ বদলানোর জল্পনা তৈরি হলেও আক্রমণের ধার কিন্তু বজায় রেখেছেন শুভেন্দু। মমতাকে 'কম্পার্টমেন্টাল মুখ্যমন্ত্রী' বলে কটাক্ষ করে তিনি জানান, ভবানীপুরে যেই দাঁড়াক, পরাজয় নিশ্চিত। তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি ভবানীপুর এতই 'সেফ' হয়, তবে খোদ বিরোধী দলনেতা সেখানে একা লড়ার সাহস দেখাচ্ছেন না কেন?

নির্বাচনের আবহে বঙ্গ রাজনীতি এখন সরগরম। শেষ পর্যন্ত পদ্ম শিবির ভবানীপুরে শুভেন্দুকেই বাজি ধরে, নাকি নন্দীগ্রামের লড়াকু নেতা তাঁর পুরনো গড়েই মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন, নজর এখন সেদিকেই।

ইদের আগে নিউ মার্কেটে কেনাকাটা। ছবি : রাজীব মণ্ডল

এসআইআর চাপে চর্চায় ডিএ'র প্রলেপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ মার্চ : বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই রাজ্য রাজনীতিতে এখন স্নায়ুর লড়াই। ৬০ লক্ষাধিক 'অ্যাডজুডিকেটেড' ভোটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো চাপে ঘাসফুল শিবির। নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, এই ভোটারদের ভাগ্য বিচার করবেন বিচারকরা। কিন্তু বিধানসভা ভোটের আগে এই স্বল্প সময়ে কতজনের সুরাহা হবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম সংশয়। তৃণমূলের অন্দরমহল সূত্রে খবর, 'বেগতিক' পরিস্থিতি সামাল দিতেই এবার তড়িঘড়ি ডিএ-র তাস খেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দীর্ঘদিন ধরে ডিএ-র দাবিতে সরব সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের আন্দোলন এড়িয়ে চলেছে নবান্ন। এমনকি আইনি লড়াইয়েও বাধার প্রাচীর তুলেছিল সরকার। কিন্তু ভোটের ময়দানে ১০ লক্ষাধিক কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সমর্থন হারানো যে আত্মঘাতী হতে পারে, তা বুঝেই এবার বকেয়া ডিএ মেটানোর পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে রোপা ২০০৯ অনুযায়ী বকেয়া ২৫ শতাংশ চলতি মাস থেকে এবং বাকি ৭৫ শতাংশ সুপ্রিম কোর্ট ঘোষিত কমিটির সঙ্গে বিবেচনা করে কিস্তিতে দেওয়া হবে, এমনটাই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এখনও পর্যন্ত নবান্ন থেকে এই বিষয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। তবে শুধু ডিএ ঘোষণাই নয়, ভোটের দিন ঘোষণার ঠিক আগেই পুরোহিত ও ইমামদের ভাতাও বাড়ানো হয়েছে।

আসলে ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ পড়া এবং ৬০ লক্ষ নামের ভাগ্য ঝুলে থাকায় রাজ্যের ভোট-ভাগ্য নিয়ে সন্দিহান শাসকদল। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ফের একবার 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি'-কেই হাতিয়ার করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বৃদ্ধি থেকে শুরু করে যুবসাথী বা কিষান বন্ধু, সমাজের সর্বস্তরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আদতে 'অ্যাডজুডিকেটেড' জট থেকে হওয়া সম্ভাব্য ক্ষতি সামাল দেওয়াই এখন শাসক শিবিরের প্রধান লক্ষ্য। তবে ডিএ ও রকমারি ভাতার প্রলেপ ভোটের বাক্সে কতটা কাজ করবে, তার উত্তর দেবে সময়।

শশীর বাড়িতে হামলায় ধৃত বেড়ে ৯

কলকাতা, ১৫ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেডের সভার দিন গিরিশ পার্কের ঘটনায় ক্রমশ ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে বিজেপি ও তৃণমূল। ইতিমধ্যেই একে অপরকে দুষে উভয়েই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ জন। এরই মধ্যে এই অশান্তির ঘটনায় পুলিশকে দায়ী করে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। ভোটের সময় কোনওভাবে যাতে এই পরিস্থিতি পুনরাবৃত্তি না হয়, তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। শনিবারের ঘটনার সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী না নামানোর জন্য যে আধিকারিকরা দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার দাবি করেছে গেরুয়া শিবির। যদিও কমিশনের যুক্তি, এই ঘটনা আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার আগে তাই এই বিষয়ে পদক্ষেপ করতে পারে পুলিশ প্রশাসন। এই ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে তৃণমূলও।

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করানো হলে ১৯ মার্চ পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বিজেপির দাবি, ধৃতদের মধ্যে ৬ জনই তাদের দলেরই কর্মী। পুলিশ পক্ষপাতিত্ব করছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু হয়েছে। অবৈধভাবে জমায়েত, খুনের চেষ্টা, সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা সহ একাধিক ধারা যুক্ত করা হয়েছে।

এরই মধ্যে কমিশনের সঙ্গে সমন্বয় রাখা দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া কমিশনকে চিঠিতে জানিয়েছে, গিরিশপার্কে আগে থেকে পুলিশ মোতায়েন ছিল। অশান্তি হতে পারে বলে পুলিশের কাছে আগেই খবর ছিল। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হওয়ার বিষয়ে বার বার স্মরণ করিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। একই দাবি রেখেছে বিজেপিও।

প্রার্থী তালিকা প্রকাশে তৎপরতা সব দলের

কলকাতা, ১৫ মার্চ : রাজ্যে দু'দফায় বিধানসভার ভোট ঘোষণা হতেই প্রার্থী তালিকা নিয়ে তৎপর শাসক ও বিরোধীরা। এদিন পর্যন্ত শাসক বিরোধী কোনও তরফই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ নিয়ে দিনক্ষণ চূড়ান্ত করতে পারেনি কেউই। তবে শাসক-বিরোধী শিবির সূত্রে ইঙ্গিত আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের জন্যে জোরদার চেষ্টা শুরু করেছে তৃণমূল বিজেপি ও বামেরা।

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, অভিষেককে সঙ্গে নিয়েই দলের প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যেই প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তালিকা প্রকাশের মতো বিষয়ে মমতা দিনক্ষণে বিশ্বাসী। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে আগামী বুধ বা বৃহস্পতিবার ঘাসফুল শিবিরের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ হতে পারে। একদিকে শাসকদল তৃণমূল যেমন তাদের প্রার্থী তালিকায় বড়সড় রদবদল ঘটিয়ে 'নতুন মুখ' আনতে চাইছে, অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও তাঁদের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে দফায় দফায় বৈঠক করেছে। সম্প্রতি দিল্লিতে অমিত শা'র উপস্থিতিতে বৈঠকে ১৫০ জন প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন নির্বাচন কমিশন প্রথম দফায় যে ১৫২টি আসনে ভোট ঘোষণা করেছে বিজেপির চূড়ান্ত হওয়া ১৫০ আসন মোটের ওপর সেই বিধানসভা ক্ষেত্রেরই। রবিবার ভোট ঘোষণার পরেই এদিন সন্ধ্যায় রাজারহাটের একটি বেসরকারি হোটেলে ওই ১৫০ জনের তালিকা ছাড়া বাকি আসনের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে প্রাথমিক তালিকা তৈরি করতে বৈঠকে বসেছে বিজেপি। সূত্রের খবর, সোমবার প্রথম দফার ১৫০ জনের তালিকা প্রকাশ করতে পারে বিজেপি। এর পাশাপাশি বামেদের প্রার্থী তালিকা নিয়ে জট এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বিশেষত, আইএসএফ কাঁটায় অন্তত ১০-১২টি আসন এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে বাকি বাম শরিকদের সঙ্গে আসন সমঝোতা মোটের ওপর সেরে ফেলেছে সিপিএম। আলিমুদ্দিন সূত্রের খবর, সোমবার প্রথম দফায় ১৬০টি আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারে বামেরা। আইএসএফ এবং সিপিআইএমএল-এর সঙ্গে জট পাকিয়ে থাকা ১০-১২টি আসন ছাড়া বাকি আসনের প্রার্থী শীঘ্রই ঘোষণা করার কথা জানানো হয়েছে। তবে কংগ্রেসের তালিকা এখনও বিঁশবাও জলে। প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীকাল রাজ্যসভার নির্বাচনের পর এআইসিসির স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে তালিকা নিয়ে আলোচনা হবে। সে ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি হলে আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে প্রথম দফা তালিকা প্রকাশ করতে পারে কংগ্রেস।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন প্রাক্তন বিচারপতি বসুর

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ মার্চ : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর কড়া মেজাজ দেখেছে রাজ্যবাসী। এবার রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে নবান্নকে অস্বস্তিতে ফেললেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। রবিবার অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস-এর রাজ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন থেকে তাঁর প্রশ্ন, 'যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো মেডিকেল কলেজ গজিয়ে তোলার সার্থকতা কোথায়? এতে সাধারণ মানুষ আদৌ উপকৃত হচ্ছেন তো?'

সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি মনে করিয়ে দেন, জীবন ও স্বাস্থ্যের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। রাজ্যের ভূমিকা হওয়া উচিত একজন 'মডেল এমপ্লয়ার'-এর মতো। কিন্তু বর্তমানে যা চলছে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতি বসু বলেন, 'রাজ্যে অজস্র সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আর মেডিকেল কলেজ খোলার হিড়িক পড়েছে। কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো আছে কি না, তা নিয়ে মানুষকে ধোঁয়াশায় রাখা হচ্ছে।' এমনকি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের উদাহরণ টেনে সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

চিকিৎসক মহলের একাংশের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা ফুটে ওঠে যখন তিনি বলেন, বর্তমানে ডাক্তারদের সামাজিক সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালে। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে পরবর্তী প্রজন্মকে কেউ আর এই পেশায় আসতে উৎসাহ দিচ্ছে না। বন্ড সংক্রান্ত মামলার টালবাহানা এবং আরজি কর কাণ্ডের ন্যায়বিচার নিয়েও এদিন নিজের স্পষ্ট অবস্থান জানান তিনি।

> জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ গঠন হয়েছে। আপনারা ভালো জানেন, সেখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা কেমন। পরিকাঠামো চালাতে পরিষেবা প্রয়োজন।
>
> -বিশ্বজিৎ বসু

বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখার কথা বললেও, সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটা এদিন তাঁর বক্তব্যে ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ঝাঁঝালো।

পুরোহিত ও মোয়াজ্জিনদের ভাতা বৃদ্ধি

কলকাতা, ১৫ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ঠিক আগে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের পুরোহিত ও মোয়াজ্জিনদের মাসিক সম্মানী ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে এখন থেকে তাঁরা প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সমাজের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বন্ধন বজায় রাখতে এই মানুষগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।' এদিকে 'যুবসাথী' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের কয়েক লক্ষ শিক্ষিত বেকারের অ্যাকাউন্টে এদিনই ১,৫০০ টাকা করে পাঠানো হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, ৭৪ লক্ষ আবেদনের মধ্যে যাচাই শেষে ৫৪ লক্ষ যোগ্য তরুণ-তরুণীকে এই ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর পুরোহিত, মোয়াজ্জিন ও বেকার তরুণদের জন্য এই জোড়া পদক্ষেপ ভোটের আগে শাসকদলের জনভিত্তি আরও মজবুত করার কৌশল।

পুকুরে মৃত ২

অন্ডাল, ১৫ মার্চ : বিয়ের পরে অষ্টমঙ্গলার অনুষ্ঠানে আনন্দে মেতে উঠার বদলে নেমে আসে শোকের ছায়া। পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হলো দুই তরুণের। রবিবার দুপুরে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডাল থানার ভাদুর গ্রামে। মৃত দুই তরুণের নাম সায়ন দাস মোদক (২৪) ও সুপ্রিয় দাস মোদক (২৬)।

টেপা পুতুল ফেরাতে উদ্যোগ

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১৫ মার্চ : বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল পোড়ামাটির ঘোড়া ও টেরাকোটা শিল্প। তেমনি আরেকটি হল টেপা পুতুল। যা একসময় টেপা পুতুলশিল্পীদের রুজি-রোজগারের প্রধান অবলম্বন ছিল। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে প্লাস্টিকের ব্যবহারের ফলে সেই ঐতিহ্যবাহী টেপা পুতুল হারিয়ে গিয়েছে। আজকের প্রজন্ম জানেনই না যে টেপা পুতুল জিনিসটা কী। উলটে জিজ্ঞেস করলে মুখ টিপে হাসাহাসি করে।

সেই টেপা পুতুলকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন বাঁকুড়ার কয়েকজন শিল্পী। এই নিয়ে রবিবার বাঁকুড়া ২ নং ব্লকের নড়রা গ্রামে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি ১০০ জন ছেলেমেয়ে। এই উদ্যোগ নিয়েছেন জেলার বিশিষ্ট শিল্পী কুমারেশ দাস। 'সাতরং' নামে তাঁর একটি আঁকাজোকার স্কুলও

বাঁকুড়ার পোড়ামাটি শিল্পের অন্যতম নিদর্শন।

রয়েছে এখানে। সেখানেই এই কর্মশালায় পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির কারিগর বিখ্যাত মৃৎশিল্পী ভূতনাথ কুম্ভকার, স্বনামখ্যাত শিল্পী দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বেশ কয়েকজন শিল্পী প্রশিক্ষণ দিলেন এইসব ভবিষ্যৎ প্রতিভদের।

উদ্যোগী কুমারেশ দাস বলেন, 'বাঁকুড়ার এই মাটির তৈরি টেপা পুতুল একসময় সারা রাজ্যের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভীষণ কদর ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন মেলায় বাচ্চা ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের খেলার অন্যতম উপকরণ ছিল এই টেপা পুতুল।' এই পুতুলের এতটাই চল ছিল যে শিল্পীরা সারা বছর ধরে এই টেপা পুতুল তৈরিতে ব্যস্ত থাকতেন। রুজি-রোজগারের পথও ছিল অসংখ্য পরিবারের। চৈত্র মাসের গাজন মেলায় টেপা পুতুল কেনার ভিড় দেখা যেত চোখে পড়ার মতো। সেই টেপা পুতুল ফিরিয়ে এনে একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন বলে জানান কুমারেশ দাস।

ভারতবিখ্যাত পোড়ামাটির শিল্পী ভূতনাথ কুম্ভকার হাতেকলমে শিক্ষার্থীদের কাদামাটির তালকে হাতের আঙুল ও সরু কুঁচিকাঠি দিয়ে কীভাবে অপরূপ করে তোলা যায় তার প্রাথমিক পাঠ দিতে দিতে বলেন, 'আমার বিশ্বাস, প্লাস্টিকের পুতুল এই টেপা পুতুল-এর গরিমার কাছে হার মানবে।' শিল্পী দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা সমবেতভাবে চেষ্টা করছি যাতে পোড়ামাটির ঘোড়ার মতো বাঁকুড়ার এই পোড়ামাটির টেপা পুতুল ভারতজোড়া সুনাম কুড়িয়ে আনতে পারে।' একে হারিয়ে যেতে দেব না বলে দয়াময়বাবু বলেন, 'আমরা নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন করব।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৯৫ সংখ্যা, সোমবার, ১ চৈত্র ১৪৩২

চিন্তার কথা

নির্বাচনি হিংসার রেকর্ড বাংলার বরাবরই। ফলে ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসীর দুশ্চিন্তা শুরু হল। ভাবনাটা এমন যেন, মানে মানে নির্বাচন পার হলে হয়। তবে প্রশ্নটা থেকেই যায় যে, ভোটপর্ব শেষ হলেই কি শান্তি নিশ্চিত হবে? গত কয়েক দফায় নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়েছিল বাংলা। নতুন সরকার শপথগ্রহণের পর সেই উত্তেজনার প্রশমন হবে- এমন নিশ্চয়তাও কিন্তু মিলছে না।

বাংলায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সর্বশেষ ব্রিগেড ভাষণ সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে। তিনি আক্ষরিক অর্থেই বেছে বেছে হিসাব নেওয়া হবে বলে বার্তা দিয়েছেন। সেই বার্তায় ব্রিগেডে উপস্থিত জনতা যেভাবে আন্দোলিত হয়েছে, তাতে আশঙ্কার মেঘ জমছে ঈশান কোণে। বাংলায় সত্যিই যদি ক্ষমতাসীন দল পালটে যায়, তাহলে বদলার ওই বার্তা রূপায়িত হলে শুধু বিরোধী শিবির ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, অশান্তির আঁচে ভুগবে সাধারণ মানুষও।

২০১১ সালে বাংলায় ক্ষমতাসীন হয়েই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্লোগান দিয়েছিলেন, বদলা নয়, বদল চাই। প্রাথমিক কিছুদিন সংযমের পর সেই স্লোগান কার্যত প্রহসন হয়ে গিয়েছিল। বদল নিশ্চয়ই হয়েছে। সেই বদল সাধারণ মানুষের কতটা উপকারে এসেছে, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু বাংলার মানুষ সাক্ষী যে, বদলার পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছিল রাজ্যজুড়ে। মুকুল রায়ের নেতৃত্বে বিরোধীশূন্য বাংলা গঠনের যে সংকল্প তৃণমূল নিয়েছিল, তা কার্যত বদলার নামান্তর।

অর্থবল, পেশিবল সহ নানা কৌশল ব্যবহার করে বিরোধীদের দুরমুশ করেছিল তৃণমূল বাহিনী। বদলা নয়, বদল চাই স্লোগানের জন্মদাত্রী কিন্তু কার্যত সেই তাণ্ডবে কখনও লাগাম টানার চেষ্টা করেননি। প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেড ভাষণে যা বলে গেলেন, তা কিন্তু প্রথম থেকেই বদলা নেওয়ার বার্তা। এটা ঘটনা, বাংলার মানুষের একাংশ ও তৃণমূল বিরোধী দলগুলির কর্মী-সমর্থকরা মারাত্মকভাবে এখনকার শাসনে অসন্তুষ্ট।

ফলে বদলা নেওয়ার জিগির যে তাঁদের উল্লসিত করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু বদলাজনিত অশান্তি কোনওভাবেই উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে না। বরং হিংসার পরিবেশ রাজ্যের শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাছাড়া সমাজে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, তা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের পক্ষে অনুকূল নয়। আরেকদিক থেকে দেখলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার যে কখনও শুধু শাসকদলের নয়- এই মৌলিক বিষয়টিকেই আঘাত করে বদলার মতো অপরাধ।

নির্বাচিত হওয়ার পর সরকার দেশের বা রাজ্যের সমস্ত জনগণের। সেখানে যদি বিরোধী বলে কাউকে হেনস্তা করা হয়, তবে তা গণতন্ত্রের মৌলিক শর্তকে লঙ্ঘন করে। প্রধানমন্ত্রী হয়তো বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম, মাফিয়াগিরিতে জড়িতদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু সেজন্য তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা কিন্তু কার্যত বর্তমান শাসকদলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তাকে ইঙ্গিত করে। ক্ষমতায় এলে সেই বার্তাকে কার্যকর করার ইঙ্গিত পেয়ে গেল পদ্ম বাহিনী।

সবচেয়ে বড় কথা, মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর মতো সাংবিধানিক পদাধিকারীদের মুখে বদলার মতো হিংসার কথা শোভনীয় নয়, বাঞ্ছনীয় নয়। অনুচিতও বটে। এধরনের বক্তব্য গণতান্ত্রিক বাতাবরণ, বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার বিপরীত। সেসবের তোয়াক্কা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কখনও করেননি। দুর্ভাগ্যজনক হল প্রধানমন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল পদে থেকেও সেই একই পথে হাঁটলেন নরেন্দ্র মোদি।

তাঁর মুখে বেছে বেছে হিসাব নেওয়ার বার্তা সরাসরি বদলা নিতে প্ররোচিত করবে বিজেপির নেতা ও কর্মী বাহিনীকে। আবার যদি বিজেপির বদলে তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরে আসে, তাহলে এই বার্তার ভিত্তিতে প্রতিহিংসার বাতাবরণ তৈরি হতে পারে। যার পরিণাম আরও ভয়াবহ। দুর্নীতি, অনিয়ম ইত্যাদি অভিযোগে বিদ্ধ বর্তমান শাসকদল সেক্ষেত্রে অক্সিজেন পেয়ে ফের বিরোধীশূন্য বাংলা গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যা কোনও অবস্থাতেই বাংলার জন্য সুখকর হবে না।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

শান্তির আড়ালে যুদ্ধ-যন্ত্রের মুনাফার ফাঁদ

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তির দাবির আড়ালে লুকিয়ে আছে মার্কিন অস্ত্র ব্যবসার কোটি কোটি ডলারের এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র।

সুজন কুমার দাস

এআই।

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির অস্থির রঙ্গমঞ্চে 'শান্তি' শব্দটি অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যবহৃত এবং বহুলাংশে বিভ্রান্তিকর একটি পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের তাবড় নেতারা, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরা যখন একে একে দম্ভভরে দাবি করেন যে, তাঁরা বিশ্বজুড়ে চলমান সংঘাত থামিয়ে দিয়েছেন, তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত সাধারণ মানুষের মনে আশার আলো জাগে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তো আরও একধাপ এগিয়ে ভারত ও পাকিস্তান সহ আরও অন্তত সাতটি যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব দাবি করে নিজেকে কার্যত অদ্বিতীয় শান্তির দূত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এমনকি এই তথাকথিত শান্তিস্থাপনের জন্য তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পর্যন্ত পাওয়ার দাবি করেছেন। কিন্তু প্রচারের আলো সরিয়ে পর্দার আড়ালে থাকা তথ্য-উপাত্তের নির্মোহ কাটাছেঁড়া করলে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভয়ংকর বাস্তব বেরিয়ে আসে। যে আগ্রাসী নীতিকে আমরা 'শান্তিস্থাপন' বলছি, তা আসলে একটি বিশাল ও সুপরিকল্পিত 'ওয়ার মেশিন' বা সর্বগ্রাসী যুদ্ধ-যন্ত্রের অত্যন্ত সাময়িক একটি বিরতি মাত্র। বস্তুতপক্ষে, আমেরিকা যুদ্ধকে কেবল বিদেশনীতি হিসেবে নয়, বরং অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে একে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 'অর্থনৈতিক ইঞ্জিন' বা নিজেদের মুনাফা লোটার প্রধানতম উৎস হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

যুদ্ধ যে আধুনিক বিশ্বের কত বড় এবং লাভজনক একটি ব্যবসা, তার সবচেয়ে নগ্ন প্রমাণ পাওয়া যায় আমেরিকার প্রথম সারির প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণকারী কোম্পানিগুলোর শেয়ার সূচকের দিকে তাকালে। যখনই বিশ্বের কোনও প্রান্তে বড় সংঘাতের দামামা বাজে, তখন মুদ্রাস্ফীতিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান তলানিতে ঠেকলেও, রকেট গতিতে আকাশচুম্বী হতে থাকে লকিহড মার্টিন, রেথিয়ন বা জেনারেল ডায়নামিক্স-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপুল মুনাফা। এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ তথ্য হল, ২০০১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত— যে সুদীর্ঘ সময় আমেরিকা আফগানিস্তান ও ইরাকের মাটিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল— তখন শুধুমাত্র লকিহড মার্টিনের শেয়ারের দাম অভাবনীয়ভাবে প্রায় ৯০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি সাম্প্রতিক ধ্বংসাত্মক ইউক্রেন যুদ্ধের সময় যখন সামগ্রিক অর্থনৈতিক মন্দার জেরে সাধারণ শেয়ার বাজার বা নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ৭ শতাংশ নীচে নেমে গিয়েছিল, ঠিক সেই একই সময়ে এই দানবীয় অস্ত্র কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম এক ধাক্কায় ৩০ থেকে ৪২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সোজা অর্থ হল, বিশ্বের বুকে লাশের স্তূপ ও রক্তক্ষরণ যত বাড়ে, আমেরিকার এই কর্পোরেট জায়েন্টদের পকেট তত দ্রুত ভারী হয়।

আমেরিকার এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধকেন্দ্রিক অর্থনীতির শিকড়ে যেতে হলে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই অস্থির দিনগুলোতে। ১৯৪১ সালের আগে আমেরিকার সামরিক শক্তি তুলনামূলকভাবে অনেকটাই নগণ্য ছিল; এমনকি বিশ্বের সামরিক র‍্যাংকিংয়ে তাদের অবস্থান ছিল পর্তুগালেরও নীচে। কিন্তু পার্ল হারবারে জাপানের আচমকা আক্রমণ আমেরিকার ঘুমন্ত জাতীয়তাবাদ এবং শিল্পখাতকে এক লহমায় এক হিংস্র ও আগ্রাসী রূপ দান করে। তৎকালীন মার্কিন সরকার যুদ্ধকে ব্যবসায়ীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে অত্যন্ত সুচতুর একটি 'জিনিয়াস' কৌশল অবলম্বন করে, যাকে বলা হয় 'গ্যারান্টিড প্রফিট কনট্রাক্ট'। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, মারণাস্ত্র তৈরিতে কোম্পানির যত টাকা খরচ হবে, তার সবটাই সরকার দেবে এবং সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ মুনাফাও নিশ্চিত করবে। এই 'জ্যাকপট' অফারের লোভে ফোর্ড, জেনারেল মোটরস বা বোয়িং-এর মতো কোম্পানিগুলো রাতারাতি সাধারণ গাড়ি বা বিমান বানানো ছেড়ে কারখানায় শুধুই ট্যাংক আর বোমারু বিমান বানাতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, ১৯৪৫ সাল নাগাদ আমেরিকার সামগ্রিক অর্থনীতির প্রায় ৪০ শতাংশ জিডিপি আসছিল কেবল প্রতিরক্ষা খাত থেকে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এক অদ্ভুত জটিলতা তৈরি হয় দেশটিতে। ডলারে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু বাস্তব কোনও শত্রু না থাকলে উৎপাদিত এই বিপুল পরিমাণ মারণাস্ত্র বিক্রি করা অসম্ভব। তাই ১৯৪৭ সালের পর থেকে 'কমিউনিজম'-এর কাল্পনিক জুজু দেখিয়ে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরম শত্রু হিসেবে দাঁড় করানো হয়। তাত্ত্বিক ভাষায় একে বলা হয় 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট' বা সম্মতি উৎপাদন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মতামতকে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শুরু হয় প্রপাগান্ডার খেলা। হলিউডের সিনেমা থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়— সবখানে এমন এক তীব্র ভয়ের আবহ তৈরি করা হয়, যাতে একজন সাধারণ নাগরিক ভীত

বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার আড়ালে আমেরিকা আদতে এক বিশাল 'ওয়ার মেশিন' বা যুদ্ধ-যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যতই নিজেকে শান্তির দূত হিসেবে দাবি করুন না কেন, বাস্তব হল, যুদ্ধই মার্কিন অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে হালের ইউক্রেন কিংবা সম্প্রতি ইরানের ওপর মার্কিন হামলা- সবকিছুর পেছনেই রয়েছে লকহিড মার্টিনের মতো অস্ত্র নির্মাণকারী সংস্থাগুলোর বিপুল মুনাফার হিসাব।

ততদিনে আমেরিকার প্রায় ১৩ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই বিশাল অস্ত্রশিল্পের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় যদি বিশ্বে পুরোপুরি শান্তি ফিরে আসে, তবে কোটি কোটি মানুষ বেকার হয়ে যাবে এবং পুরো অর্থনীতি ধসে পড়বে। ফলে, শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়াটা আমেরিকার রাজনীতিকদের কাছে একটি 'অর্থনৈতিক হুমকি' হিসেবে দেখা দেয়।

যুদ্ধ টিকিয়ে রাখার এই বিশেষ ব্যবস্থাটিকে সমাজবিজ্ঞানী সি রাইট মিলস তাঁর 'পাওয়ার এলিট' তত্ত্ব দিয়ে অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটি মূলত এমন এক অদৃশ্য দুষ্টচক্র যেখানে প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনি তহবিলে কোটি কোটি টাকা অনুদান দেয়, নেতারা ওই কোম্পানিগুলোর স্বার্থে বিশাল সামরিক বাজেট পাশ করেন। আর অবসরপ্রাপ্ত সামরিক জেনারেলেরা ওই কোম্পানিগুলোতে উচ্চপদে যোগ দিয়ে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। এই অশুভ ত্রিভুজ সম্পর্কের কারণেই আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাজেট বর্তমানে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন হয়ে নিজেই তার ট্যাক্সের টাকা অস্ত্রের পেছনে খরচ করার অনুমতি দেয়।

ভয়াবহ ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল এই নীতিহীন মুনাফালোভী ব্যবসার এক চরম উদাহরণ। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে চলা সেই যুদ্ধে আমেরিকা প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ৪৫ টন বোমা ফেলেছে। ফলাফল হিসেবে ৪ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু এবং ভিয়েতনামের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া আমরা দেখেছি। অন্যপক্ষে বেল হেলিকপ্টার বা রেথিওন-এর মতো কোম্পানিগুলো কয়েকশো কোটি ডলারের মালিক হয়েছে। সাদ্দাম হোসেনকে এক সময় অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা এবং পরবর্তীতে তাকেই 'সন্ত্রাসী' বানিয়ে ইরাক আক্রমণ করা— সবই ছিল এই মুনাফা সন্ধানী অস্ত্র ব্যবসার ছক। ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার পরও কেন আমেরিকা আরও ১০ বছর খামোখা আফগানিস্তানে অবস্থান করল? উত্তরটা কোনও সামরিক কৌশলে নেই, লুকিয়ে আছে বিপুল পরিমাণ ডলারের অঙ্কে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'ফরএভার ওয়ার', যেখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্য বিজয় নয়, বরং যুদ্ধের প্রক্রিয়াটিকেই দীর্ঘস্থায়ী করা। এই বিপুল অর্থের সিংহভাগই গেছে আমেরিকার প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের পকেটে। ঠিক একই চিত্র আজ প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে বর্তমান ইউক্রেন বা মধ্যপ্রাচ্য সংকটেও। যখনই মনে হচ্ছিল সংঘাত হয়তো প্রশমিত হবে, ঠিক তখনই সম্পূর্ণ নতুন ফ্রন্ট খুলে আমেরিকা সরাসরি ইরানের ওপর বিধ্বংসী আক্রমণ শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের প্রাণহানি আর ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এখানে কেবল গৌণ বিষয়; মুখ্য উদ্দেশ্য হল যুদ্ধকে জিইয়ে রেখে কারখানার চাকা সচল রাখা।

ভারতের ক্ষেত্রেও আমেরিকার এই রক্তপিপাসু 'যুদ্ধ-যন্ত্র' বর্তমানে চিন ও পাকিস্তান—উভয় দেশের জুজুকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ব্যবহার করছে। রাশিয়ার ওপর দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা নির্ভরতা কমিয়ে ভারত এখন আমেরিকার অন্যতম বড় অস্ত্র গ্রাহক। এক হাত দিয়ে পাকিস্তানকে অত্যাধুনিক এফ-১৬ যুদ্ধবিমান দিয়ে অন্য হাত দিয়ে ভারতের কাছে সেই ভয়ের নিখুঁত বিপণন করেছে ওয়াশিংটন। এই কৌশলী ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে আমেরিকা নিশ্চিত করেছে যেন দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের অস্ত্রের বাজার কখনোই থমকে না যায়। যদিও 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তবে এর মূল নিয়ন্ত্রণ ও মেধাস্বত্ব থাকছে আমেরিকার হাতেই। অন্যদিকে, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে আমেরিকার ভূমিকা ছিল মূলত 'ব্যবহার ও পরিত্যাগ' নীতির। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের নামে পাকিস্তানকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে আমেরিকা দেশটিকে কার্যত একটি 'ভাড়াটে রাষ্ট্রে' পরিণত করেছে। যখনই মার্কিন স্বার্থ উদ্ধার হয়েছে, তখনই তারা পাকিস্তানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলস্বরূপ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা আজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং দেশটি চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। আমেরিকার এই যুদ্ধ-যন্ত্র আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে শান্তি নয়, বরং সংঘাতই তাদের অর্থনীতির মূল জ্বালানি। শান্তির লেবাসে যে রাজনীতিকরা আমাদের সামনে ভাষণ দেন, তাঁদের সিদ্ধান্তের সুতো বাঁধা থাকে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের হাতে। এটি একটি অন্তহীন লুপ— যেখানে সংঘাত মুনাফা তৈরি করে, আর সেই মুনাফা নতুন কোনও সংঘাতের বীজ বপন করে। যতদিন না বৈশ্বিক অর্থনীতির এই কাঠামো পরিবর্তন করা যাচ্ছে, ততদিন 'বিশ্ব শান্তি' কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকবে।

(লেখক অর্থনীতির অধ্যাপক)

আজ

১৮৮০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক রাজশেখর বসু।

১৯৪৯

সংগীতশিল্পী কবীর সুমনের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

মোজতবা খামেনেইকে এখন আর সরাসরি কেউ দেখাতে পারছেন না। শুনেছি উনি আর বেঁচে নেই। যদি বেঁচেই থাকেন, তাহলে আশা করি নিজের দেশকে বাঁচাতে দারুণ কিছু করবেন। ইরান সমঝোতা করার জন্য রাজি হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি যা, তাতে এখন আর ওদের সঙ্গে সমঝোতা করার প্রশ্ন ওঠে না।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

রাজস্থান থেকে উত্তরপ্রদেশের মথুরায় এসেছিলেন বরযাত্রীরা। বিয়ের মাঝে বর-কনেপক্ষের বচসা বাধে। তা গড়ায় হাতাহাতি, রক্তারক্তিতে। কেউ চেয়ার তুলে, কেউবা চ্যালাকাঠ নিয়ে একে অপরের ওপর চড়াও হন। বরযাত্রীদের কয়েকজন আহত। বিয়ে না করে ফিরে যান বর।

ভাইরাল/২

বেগুসরাই সফরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। হেলিকপ্টার নামার জন্য বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন হয়। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে পৌঁছোনোর কয়েক মিনিট আগে একটি ষাঁড় হেলিপ্যাডে ঢুকে পড়ে। সেটির তাণ্ডবে পুলিশকর্মীদের দৌড়োতে দেখা যায়।

জনমন
জনমত

টেকাটুলি বাজারে শৌচাগার চাই

টেকাটুলি বাজার খাগরাবাড়ি ২ নম্বর পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। স্থানীয় বাজার, উচ্চবিদ্যালয়, পঞ্চায়েত কার্যালয়, বাসস্ট্যান্ড সহ বেশ কয়েকটি নার্সারি স্কুল থাকায় সবসময়ই এই বাজারে মানুষজনের আনাগোনা লেগেই থাকে। কিন্তু তবুও বাজার সংলগ্ন এলাকায় কোনও শৌচাগারের বন্দোবস্ত নেই। ফলে অনেকেই প্রকাশ্যে শৌচকর্ম করছেন। এতে যেমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, তেমনি দৃশ্য দূষণও বাড়ছে। এলাকার বাসিন্দা হিসেবে এটা যতটা না দুর্ভাগ্যজনক, তার চেয়েও বেশি লজ্জাজনক।

তাই এই এলাকার একজন বাসিন্দা হিসেবে খাগড়াবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের প্রধান সহ টেকাটুলি বাজার ব্যবসায়ী কমিটিকে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার অনুরোধ করছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেকাটুলি বাজারে একটি শৌচাগার তৈরির ব্যবস্থা করা হোক।

ভূপেশ রায়, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

গঙ্গারামপুর স্টেশনে নেই ড্রপিং পয়েন্ট

গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে যাত্রী পরিবহণকারী টোটো, অটো, দ্বিচক্র, চারচক্র যানের জন্য কোনও নির্দিষ্ট ড্রপিং পয়েন্ট নেই। স্টেশন চত্বরের অনেক দূরে যাত্রী নিয়ে প্রবেশ করলেই চলছে পার্কিংয়ের নামে জোরপূর্বক টাকা আদায়। স্টেশন বিল্ডিংয়ের থেকে ১৫০/২০০ মিটার দূরে যাত্রী নিয়ে কোনও গাড়ি ঢুকলেই চলছে পার্কিং ফি'র নামে হয়রানি। বয়স্ক ও রোগীরা অনেক দূরে নেমে মালপত্র সহ দীর্ঘপথ হাঁটতে বাধ্য হচ্ছেন। অবিলম্বে এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাত্রীদের হয়রানি বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।

বিশ্বজিৎ গুহ, গঙ্গারামপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ডিজিটাল বিপ্লবের ছোঁয়া বাঙালির হেঁশেলেও

প্রথাগত রেস্তোরাঁর বদলে ক্লাউড কিচেন আজ বাংলার উদ্যোক্তাদের কাছে এক নতুন দিশা ও পথ।

মলয় চক্রবর্তী

এআই।

বাঙালির ভোজনবিলাসের চিরাচরিত ঠিকানা বলতে একসময় অভিজাত রেস্তোরাঁ কিংবা পাড়ার মোড়ের ঝাঁ চকচকে কেবিনকেই বোঝাত। সময়ের পাশাপাশি সেই ছবিতে আমূল বদল এসেছে। উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে সর্বত্রই এখন স্মার্টফোনের একটি টোকাতেই হাতের মুঠোয় হাজির হচ্ছে পছন্দের হরেক পদ। রেস্তোরাঁ খোলার জন্য এখন আর বিশাল জায়গার সংস্থান অথবা মোটা ভাড়ার চুক্তির প্রয়োজন পড়ছে না। জাঁকজমকপূর্ণ অন্দরসজ্জার দিন ফুরিয়ে নতুন স্বপ্ন বোনা হচ্ছে ডিজিটাল দুনিয়ায়। এই আধুনিক ব্যবস্থার নামই হল 'ক্লাউড কিচেন', যা বাঙালির হেঁশেলকে বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে।

আগে একটি রেস্তোরাঁ খোলার পরিকল্পনা করতে গেলে বিশাল পরিমাণ মূলধন আর এক আকাশ সাহসের প্রয়োজন হত। বর্তমানে সেই প্রথাগত ধারণা ভেঙে গিয়েছে। এখন স্রেফ একটি উন্নতমানের রান্নাঘর আর নামী কোনও ডেলিভারি অ্যাপের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পরিকল্পনা থাকলেই কেল্লা ফতে। উত্তরবঙ্গের ছোট ছোট শহরগুলোতেও এখন গৃহবধূ থেকে শুরু করে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ প্রজন্ম নিজেদের রান্নাঘরকে ছোটখাটো গবেষণাগারে রূপান্তর করছে। নলেন গুড়ের মিষ্টি থেকে শুরু করে হালের পিৎজা— সবই এখন ডিজিটাল পোর্টালে লভ্য। দোকানঘর বা আসবাবপত্রের বিপুল খরচ নেই বলে পুঁজি বিনিয়োগের সেই পুরোনো ভীতি এখন অতীত। এই ব্যবসায়িক মডেলটি আসলে এক ধরনের অর্থনৈতিক গণতন্ত্র তৈরি করেছে, যেখানে বড় হোটেলের পাশাপাশি এক সাধারণ রান্নার কারিগরও সমানে টক্কর দিচ্ছেন।

ক্লাউড কিচেন কেবল খাবার বিক্রির মাধ্যম নয়, এটি বাংলার অর্থনীতিতে এক নতুন কর্মসংস্থানের দিশারি। একজন ডেলিভারি বয় থেকে শুরু করে রান্নাঘরের সহকর্মী পর্যন্ত— একটি ছোট রান্নাঘরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে একটি নিটোল জীবিকাচক্র। মফসসলের যে তরুণরা আগে কাজের সন্ধানে বড় শহরের দিকে পাড়ি দিতেন, আজ তাঁরা নিজেদের এলাকাতেই সগৌরবে ব্যবসা দাঁড় করাচ্ছেন। অলিগলি থেকে উঠে আসা এই উদ্যোগগুলো কেবল কড়াইয়ের আঁচে রকমারি স্বাদের পসরা সাজাচ্ছে তা নয়, বরং বেকারত্বের অন্ধকার মুছে বহু পরিবারকে স্বনির্ভরতার পথ দেখাচ্ছে। গ্রাহকরাও বাড়িতে বসে রেস্তোরাঁ মানের খাবার পেয়ে খুশি। ফলে চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ছে স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

তবে সাফল্যের এই ঝকঝকে ছবির উলটো পিঠটাও গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। ক্লাউড কিচেনের জগতে টিকে থাকার লড়াইটা এখন অনেকটাই প্রযুক্তি বা অ্যালগরিদম নির্ভর হয়ে পড়েছে। এখানে অনেক সময় রান্নার স্বাদের চেয়েও বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়ায় ডেলিভারি অ্যাপের রেটিং বা ডিসকাউন্টের জটিল অঙ্ক। বড় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর বিশাল কমিশন আর বাজারের তীব্র প্রতিযোগিতার চাপে অনেক নতুন উদ্যোক্তা মাঝপথেই দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। তাই এই নতুন সময়ে টিকে থাকতে হলে কেবল সুস্বাদু রান্না জানলেই আর চলবে না। পণ্যের সঠিক প্যাকেটজাতকরণ থেকে শুরু করে আধুনিক ডিজিটাল মার্কেটিং— প্রতিটি বিষয়েই এখন বিশদ জ্ঞান রপ্ত করতে হচ্ছে। টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় রান্নার গুণমানের সঙ্গে ব্যবসায়িক কৌশল আর বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটানো একান্ত জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, ক্লাউড কিচেন কেবল একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ নয়, এটি বাঙালির নতুন প্রজন্মের উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক ডিজিটাল দলিল। বাঙালির পাতে নতুন স্বাদের বৈচিত্র্য এসেছে ঠিকই, কিন্তু স্থায়ী পরিচিতি লাভ করতে হলে লড়াইটা দীর্ঘ। প্রযুক্তির আধুনিকতার সঙ্গে যদি বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্যের স্বাদকে নিখুঁতভাবে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবেই এই ক্ষুদ্র হেঁশেলগুলো একদিন বড় বড় ব্র্যান্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৯৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। প্রতিবেশী একটি রাজ্য ৪। সংকীর্তনের পর ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়ার উৎসব ৫। বকবক করা, তিরস্কার করা ৭। মন্ত্র-এর কথ্যরূপ ৮। প্রশ্ন, জেরা ৯। পুরস্কার, ইনাম ১১। দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য বা ফিনকি ১৩। যে তরুণ বা তরুণী সুরা পরিবেশন করে ১৪। জাদু, ম্যাজিক, ধোঁকা ১৫। খাদ্যদ্রব্য, খোরাক, উপকরণ।

উপর-নীচ : ১। শেষ, মৃত্যুকালীন ২। অতিশয় মিষ্ট বা মনোহর ৩। তাঁবু, বস্ত্রগৃহ ৬। নৈপুণ্য, অসাধারণ কর্ম ৯। তর্কাতর্কি, ঝগড়া ১০। শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদে সমর্থ ১১। উপায়চিন্তা, খোঁজখবর, কৌশল, ফন্দি ১২। বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মুনিবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৩৯৩

পাশাপাশি : ১। মতবাদ ৩। তামাম ৫। দিকদিগন্ত ৭। কচড়া ৯। চামচা ১১। চকমকানি ১৪। কলমি ১৫। সরসিজ।

উপর-নীচ : ১। মহর্লোক ২। দরদি ৩। তামাদি ৪। মহন্ত ৬। গরম ৮। চটক ১০। চালবাজ ১১। চণক ১২। মরমি ১৩। নিবাস।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছেলে হরিশের কপালে শেষ চুম্বন

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : গাজিয়াবাদের সেই ফ্ল্যাটে আজ শুধুই বুকচেরা নিস্তব্ধতা। ১৩ বছরের এক যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়ের অবসান ঘটল রবিবার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শেষপর্যন্ত স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিলেন ৩২ বছরের 'জীবন্মৃত' তরুণ হরিশ রানা। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মেধাবী ছাত্রটি এদিন পাড়ি দিলেন না ফেরার দেশে। শনিবার দিল্লির এইমসে তৈরি হয়েছিল এক হৃদয়বিদারক মুহূর্ত। স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা ছেলের কপালে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে মা নির্মলা দেবী বললেন, 'সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে চলে যা বাবা।' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাবা অশোক রানার চোখের জলও বাঁধ মানেনি। টানা ৪,৫৮৮ দিন ধরে ছেলেকে এই অবস্থায় দেখা যে কতটা কষ্টের, তা তাঁর কান্নায় ভেজা গলাই বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

২০১৩ সালে ছাদ থেকে পড়ে মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন হরিশ। তারপর থেকে ১০০ শতাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় বিছানায় দিন কাটছিল তাঁর। এক

দশকের বেশি সময় নল দিয়ে তরল খাবার খাইয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত শীর্ষ আদালত তাঁর কষ্ট লাঘব করতে 'প্যাসিভ ইউথানেশিয়া' (পরোক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যু)-র ঐতিহাসিক রায় দেয়। আদালতের বিশেষ নির্দেশে লাইফ সাপোর্ট খোলার আগে পরম আদরের সন্তানকে চোখের জলে শেষ বিদায় জানালেন পরিজনরা। দেশের বিচার ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় হরিশের এই প্রস্থান এক বড় নজির হয়ে রইল।

প্রয়াত অভিনেত্রী

মুম্বই, ১৫ মার্চ : 'লম্বি জুদাই' গানের সেই মধু আর নেই...। ৭২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মধু মালহোত্রা। আশি-নব্বইয়ের দশকে অভিনয় করেছেন একের পর হিট সিনেমায়। মুখ্য চরিত্রে সুযোগ না মিললেও পার্শ্ব চরিত্রে তাঁর অভিনয় দর্শক মনে দাগ কেটে ছিল।

র‍্যামসে ব্রাদার্সের প্রযোজনায় ১৯৭৫ সালে 'আন্ধেরা' ছবি দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল মধুর। সর্বাধিক পরিচিতি পেয়েছিলেন সুভাষ ঘাইয়ের 'হিরো' সিনেমার মাধ্যমে। সিনেমাটিতে লম্বি জুদাই গানে এক যাযাবরের চরিত্রে মধু মালহোত্রার অভিনয় দাগ কেটে গিয়েছে সিনেমাপ্রেমীদের মনে। স্ক্রিন ভাগ করেছেন অমিতাভ বচ্চন, ঋষি কাপুর, অনিল কাপুর, জ্যাকি শ্রফ, শাহরুখ খানের মতো তারকাদের সঙ্গে। মধু অভিনীত ছবিগুলি হল 'সত্তে পে সত্তা', 'দ্য গ্রেট গ্যাম্বলার', 'কর্জ', 'কিং আঙ্কেল', 'গুলাম'। ২০০০ সালে তাঁর অভিনীত শেষ ছবি 'ও বেওয়াফা থি'।

অনুপ্রবেশ ব্যর্থ, হত জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৫ মার্চ : নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হল জম্মু ও কাশ্মীরের উরি সেক্টরে। খতম হয়েছে এক পাকিস্তানি জঙ্গি। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে উরির বারামুলা জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অঞ্চলে অভিযান চালায় সেনা ও পুলিশের যৌথবাহিনী। শনিবার রাত থেকে রবিবার পর্যন্ত অভিযান চলেছে। সূত্রের খবর, অন্ধকার ও ঝোপঝাড়ের সুযোগ নিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছিল জঙ্গিরা। নিরাপত্তাবাহিনীর সতর্কতায় তা ব্যর্থ হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একে-৪৭ রাইফেল, পিস্তল ও প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। এলাকায় তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ফাস্ট্যাগ পাসের দাম বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : ফাস্ট্যাগ বার্ষিক পাসের দাম বাড়াল কেন্দ্র। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ফাস্ট্যাগ বার্ষিক পাস নিতে হলে অ-বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের এবার থেকে ৩০৭৫ টাকা করে দিতে হবে। আগে এই পাসের দাম ছিল ৩ হাজার টাকা। ১ এপ্রিল থেকে নতুন মূল্য কার্যকর হবে।

অবশেষে স্বস্তি... *যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরান থেকে ফেরানো হল ভারতীয় পড়ুয়াদের। রবিবার নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।*

কেরলে প্রার্থী ঘোষণা সিপিএমের

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ মার্চ : ভোটের দিন ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেরলে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিল শাসক সিপিএম। রাজ্যের ১৪০টি আসনের মধ্যে এবার ৮৬টি আসনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। তবে এদিন ৮১টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কান্নুরের ধর্মাদোম আসনে। ২০১৬ থেকে তিনি ওই আসনের বিধায়ক। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেকে শৈলজাকে পেরাভুরে প্রার্থী করা হয়েছে। ওই আসনের বর্তমান বিধায়ক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সানি জোসেফ। গতবার শৈলজা মাত্তান্নুর আসনে রেকর্ড ভোটে জিতেছিলেন। সিপিএমের এবারের প্রার্থী তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন ৫৬ জন বিদায়ি বিধায়কই। গতবার ৭৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল সিপিএম।

রবিবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, অসম, পুদুচেরির সঙ্গে কেরলেও ৯ এপ্রিল এক দফায় ভোট হবে। ভোটের ফল ঘোষণা হবে ৪ মে। তবে সিপিএম বেশিরভাগ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেও কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত সেই পথে হাঁটেনি। এই ব্যাপারে বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশন বলেন, 'প্রার্থীদের নাম বিভিন্ন পর্যায়ে চূড়ান্ত করা হবে। আসন নিয়ে কোনও বিবাদ নেই। কেউ কোনও জেদ ধরবে না। সাংসদদের বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করা হবে কি না সেটা ঠিক করবে হাইকমান্ড।' কেরলে এবার ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। সারা দেশে বামেদের একমাত্র ঘাঁটি কেরলে এবার ক্ষমতায় ফেরার হ্যাটট্রিক করতে মরিয়া সিপিএম তথা এলডিএফ। এবারও তাদের মুখ মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। গতবার কেরলের রাজনৈতিক ধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল বামেরা। শাসক এলডিএফের মূল প্রতিপক্ষ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ এবার অবশ্য খেলা ঘোরাতে মরিয়া।

তবে এলডিএফ-ইউডিএফের লড়াইয়ের মধ্যেই তৃতীয় শক্তি হিসেবে 'ভগবানের আপন দেশ'-এ দ্রুত উত্থান ঘটছে বিজেপির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কেরলে উলটপুরাণ ঘটাতে মরিয়া।

সংসদ চত্বরে চায়ের আড্ডায় ক্ষুব্ধ শা

গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ : সংসদে ঢোকার মুখে সিঁড়িতে ধর্নায় বসে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির চায়ের আড্ডা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। রবিবার গুয়াহাটিতে এক জনসভায় তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই ধরনের কাজ সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। শা বলেন, 'কখনো-সখনো উনি সংসদের দরজায় ধর্নায় বসে পড়েন। সেখানে বসেই চা-পকোড়া খান। জলখাবার খাওয়ার যথাযথ স্থান কোথায় হতে পারে সেটা উনি বোঝেন না? সংসদ আমাদের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। সেখানে বসে পড়া এবং প্রতিবাদ দেখানো গণতান্ত্রিক আচরণ নয়। কিন্তু আপনি প্রতিবাদের থেকে আরও দু-ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। আপনি চা-পকোড়া খাচ্ছেন। এটা সারা বিশ্বের সামনে ভারতের অবমাননা।' শা-র হুংকার, 'মোদি আর বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে রাহুল গান্ধি এখন ভারতের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছেন।' সম্প্রতি স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কে রাহুল গান্ধির সংসদে উপস্থিতির হার নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন অমিত শা। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'আমাদের বিরোধিতা করুন। সরকারের বিরোধিতা করুন। আপনার যত খুশি প্রতিবাদ করুন। কিন্তু আপনি তো সংসদে কথা বলেন না, পালিয়ে যান।'

> **সংসদ আমাদের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। সেখানে বসে পড়া এবং প্রতিবাদ দেখানো গণতান্ত্রিক আচরণ নয়। আপনি চা-পকোড়া খাচ্ছেন। এটা সারা বিশ্বের সামনে ভারতের অবমাননা।**
>
> অমিত শা

কাঁসিরামের জন্য ভারতরত্ন দাবি

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : প্রয়াত দলিত নেতা তথা বসপা-র প্রতিষ্ঠাতা কাঁসিরামকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়ার দাবিতে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন রাহুল গান্ধি। সমাজমাধ্যমে সেই চিঠি শেয়ার করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেছেন, 'ভারত সরকার যাতে সামাজিক ন্যায়বিচারের মহান যোদ্ধা এবং বহুজন চেতনার আলোকবর্তিকা শ্রদ্ধেয় শ্রী কাঁসিরাম জি-কে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করে আমি সেই দাবি জানাচ্ছি। এই সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান হবে কাঁসিরাম এবং সেই সমগ্র আন্দোলনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাঞ্জলি যা কোটি কোটি বহুজনকে অধিকার, অংশীদারিত্ব এবং আত্মসম্মানের পথ দেখিয়েছিল।' রবিবার ছিল কাঁসিরামের জন্মদিন। তাঁকে এদিন কংগ্রেসের তরফে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ২০২৭ সালে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোট। তার আগে কাঁসিরামকে সামনে রেখে বসপা সুপ্রিমো মায়াবতীর দলিত ভোটব্যাংকের দখল নিতে মরিয়া রায়বেরেলির সাংসদ।

সম্প্রতি লখনউয়ে একটি অনুষ্ঠানে কাঁসিরামকে শ্রদ্ধাও জানিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে তিনি এও বলেছিলেন, 'জওহরলাল নেহরু বেঁচে থাকলে কাঁসিরাম কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হতেন।' মোদিকে লেখা চিঠিতে রাহুল লিখেছেন, 'কাঁসিরামকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দিলে আমাদের দেশের প্রতি তাঁর প্রভূত অবদানকে স্বীকৃতি জানানো হবে।' শনিবারই রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের আচমকা কাঁসিরাম-প্রীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মায়াবতী। উত্তরপ্রদেশে দলিত ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২০ শতাংশ। মায়াবতী তা দখলে রাখতে মরিয়া।

বৃষ্টির মধ্যেই সাইকেল দৌড়। রবিবার গ্রেটার নয়ডায়।

রিলের বলি ২

আহমেদাবাদ, ১৫ মার্চ : এক হাতে স্টিয়ারিং, অন্য হাতে মোবাইলে ভিডিও তুলে রিল বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছিলেন এক তরুণ। বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি ছুটছে। ঘণ্টায় গতিবেগ ১২০ কিলোমিটার। গাড়িটি একসময়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই ছিল যে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে থাকা অবধ তিওয়ারির। তার বন্ধু দেবরাজ গোসাই মারা গিয়েছেন হাসপাতালে। অপর ব্যক্তি অক্ষয় প্রবীণভাই বাঘেলা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গুজরাটের জেটপুরে ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার।

দুর্ঘটনার কারণ

আহমেদাবাদ, ১৫ মার্চ : লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বিমানটি ১২ জুন আহমেদাবাদ থেকে ওড়ার কয়েক সেকেন্ড পরেই ভেঙে পড়েছিল মেঘানিনগরের বিজে মেডিকেল কলেজের ক্যান্টিনে। দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে পাইলটের ভুলকে দায়ী করা হয়। মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা কিন্তু তা নস্যাৎ করেছে। তাদের দাবি, বিমানে আগে থেকেই যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণেই দুর্ঘটনা। বিমানচালকের ভুলে হয়নি। বিমানটিতে শর্টসার্কিট, ধোঁয়া আগেও দেখা গিয়েছিল। বিমানের তারে সমস্যা ছিল।

আরাবল্লীর সংজ্ঞা ঠিক করবে কমিটি

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : দেশের অন্যতম প্রাচীন পর্বতমালা আরাবল্লীর সীমানা এবং সংজ্ঞা নিয়ে আইনি ধোঁয়াশা কাটাতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সেন্ট্রাল এমপাওয়ার্ড কমিটির (সিইসি) প্রস্তাব মেনে ১০ সদস্যের উচ্চপর্যায় বিশেষজ্ঞ কমিটির নামের তালিকায় সম্মতি জানিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফরেস্ট্রি রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশনের ডিরেক্টর জেনারেল কাঞ্চন দেবীর নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

আদালতে পেশ করা হলফনামায় মন্ত্রক জানিয়েছে, আরাবল্লীর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত দিক থেকে গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। কমিটির সদস্য তালিকায় রয়েছেন ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এফএসআই), জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই) এবং সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ও বর্তমান উচ্চপদস্থ আমলারা। এছাড়াও রয়েছেন তেজবীর সিং রানা ও তেযশ কানিতকারের মতো বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদরা।

সায় পরিবেশমন্ত্রকের

পরিবেশমন্ত্রক স্পষ্ট করেছে, প্যানেলের সদস্যদের নিয়ে তাদের আপত্তি নেই এবং নতুন কোনও নামও তারা প্রস্তাব করছে না।

কমিটি গঠনের নেপথ্যে রয়েছে আরাবল্লী অঞ্চল নিয়ে তৈরি হওয়া 'সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা'। এর আগে পাহাড়ের উচ্চতা ১০০ মিটার এবং দুটি পাহাড়ের মধ্যে ৫০০ মিটারের ব্যবধান সংক্রান্ত একটি মাপকাঠি সামনে এসেছিল। কিন্তু পরিবেশবিদদের আশঙ্কা, এই মানদণ্ড কার্যকর হলে আরাবল্লীর বিশাল অংশ আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে, যা অবৈধ খনন ও পরিবেশ ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করবে। গত ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট এই বিতর্কিত সংজ্ঞার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে জানিয়েছিল, পর্বতমালায় শুধু 'আইনসম্মত' খননকাজই চলতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হাই-পাওয়ার কমিটির মূল চ্যালেঞ্জ হবে এমন একটি অভিন্ন সংজ্ঞা তৈরি করা, যা উন্নয়নের চেয়ে পরিবেশগত ভারসাম্যকে বেশি গুরুত্ব দেবে। নতুন সংজ্ঞার ওপরই নির্ভর করছে রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি এবং গুজরাটের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও খনিশিল্পের ভবিষ্যৎ।

খামেনেই হত্যার বদলার হুংকার ইরানি সেনার

'খুঁজে বের করে মারব নেতানিয়াহুকে'

তেহরান ও তেল আভিভ, ১৫ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতে নতুন মোড়। এবার ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে হত্যার হুমকি দিল ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক সংগঠন 'ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস' (আইআরজিসি)। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর দু-পক্ষের লড়াই চরমে পৌঁছেছে। রবিবার আইআরজিসি-র পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে নেতানিয়াহুকে 'শিশু হত্যাকারী অপরাধী' হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'এই অপরাধী যদি জীবিত থাকে, তবে আমরা তাঁকে খুঁজে বের করে সর্বশক্তি দিয়ে হত্যা করব।'

কয়েক দিন ধরে আন্তর্জাতিক মহলে নেতানিয়াহুর মৃত্যু বা নিখোঁজ হওয়া নিয়ে গুঞ্জন চলছে। শুক্রবার তাঁর দপ্তরের পোস্ট করা একটি ভিডিও নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। নেটিজেনদের দাবি, এআই দিয়ে তৈরি ওই ভিডিওতে নেতানিয়াহুর ডান হাতে ছয়টি আঙুল দেখা গিয়েছে। এই 'ভুয়ো' ভিডিও ঘিরেই জল্পনা শুরু হয়, নেতানিয়াহু হয়তো আর বেঁচে নেই। মার্কিন পর্যবেক্ষক ক্যান্ডাস ওয়েন্স থেকে শুরু করে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, 'বিবি (নেতানিয়াহুর ডাকনাম) কোথায়?' যদিও ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এই সমস্ত দাবিকে 'ফেক নিউজ' বলে উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছে, নেতানিয়াহু সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

ইজরায়েলের বার্তার পরই নতুন করে হুংকার দিয়েছে ইরানি সেনা। তাদের দাবি, নেতানিয়াহুর পরিবার সহ পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আসলে ইহুদি রাষ্ট্রের সংকটকে সামনে এনে দিয়েছে। এদিকে খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া মোজতবা খামেনেইয়ের অবস্থান নিয়েও জল্পনা চলছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ দাবি করেছিলেন, মোজতবা আহত হয়েছেন। তবে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি সেই দাবি নস্যাৎ করে জানিয়েছেন, নতুন সর্বোচ্চ নেতা সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং নিজের দায়িত্ব পালন করছেন।

> **এই অপরাধী যদি জীবিত থাকে, তবে আমরা তাকে খুঁজে বের করে সর্বশক্তি দিয়ে হত্যা করব।**
>
> আইআরজিসি

এদিকে যুদ্ধের ১৬তম দিনে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত, বাহারিন এবং জর্ডনের ওপর লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ইরান। দুবাইয়ের আকাশে শোনা গিয়েছে বিকট বিস্ফোরণ। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি কেন্দ্র 'খার্গ দ্বীপ' লক্ষ্য করে ফের হামলার হুমকি দিয়েছেন। ট্রাম্পের কথায়, 'আমরা হয়তো মজার ছলে ওখানে আরও কয়েকবার হামলা চালাব।' ইরানও পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, তাদের জ্বালানি পরিকাঠামোয় আঘাত করা হলে আরব দেশগুলিতে থাকা মার্কিন ঘাঁটি এবং ব্যাংকগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হবে।

সংঘাতের এই আবহে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন বারুদের গন্ধে ভারী। ইরান এবং ইজরায়েল, দুই পক্ষই এখন একে অপরের শীর্ষ নেতৃত্বকে খতম করার নেশায় মত্ত। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, নেতানিয়াহুকে নিয়ে ইরানের সরাসরি হুমকি যুদ্ধকে বিপজ্জনক মোড়ে এনে ফেলেছে।

আমেরিকার হামলার জবাবে রবিবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়েছে ইরান। তেহরানের দাবি, ইরানের প্রধান তেল-ঘাঁটি খার্গ দ্বীপে হামলার জন্য দুবাইয়ের কাছে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি রাস আল-খাইমা ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় এদিন দুবাই মেরিনা, আল সুফৌ এবং ফুজাইরা তেল টার্মিনালে জোরালো ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ফুজাইরায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে তেল উত্তোলন থমকে গিয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমিরশাহি লক্ষ্য করে ১৮০০-র বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়েছে ইরান, যা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় বেশি।

প্যানিক বুকিংয়ের হার কমলেও গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে উদ্বেগ কাটছে না আমজনতার। রবিবার মীরাটে।

দু'দেশ বাদে সবার জন্য খোলা : আরাঘাচি

তেহরান, ১৫ মার্চ : বিশ্ব বাণিজ্যের লাইফলাইন হরমুজ প্রণালী নিয়ে বড়সড় চাল চালল ইরান। রবিবাসরীয় ঘোষণায় তেহরান সাফ জানিয়ে দিয়েছে, আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে যুক্ত জাহাজ বাদে বাকি সবার জন্য এই পথ খোলা। তবে এই 'ছাড়' যে নিতান্তই শর্তসাপেক্ষ, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি। তাঁর হুঁশিয়ারি— যদি আমেরিকা ইরানের তেল পরিকাঠামোয় আঁচড় কাটে, তবে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর তেল খনিও রেহাই পাবে না।

ইরানের অন্দরে রাজনৈতিক অস্থিরতার গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে আরাঘাচি জানিয়েছেন, নয়া সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেই সম্পূর্ণ সুস্থ। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিবের দাবিকে নস্যাৎ করে তিনি জানান, ইরানের শাসনব্যবস্থা স্বাভাবিক ছন্দেই চলছে। অন্যদিকে, তুরুপের তাস হিসেবে তেহরান হাতে রেখেছে ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডার। আরাঘাচি বলেন, 'এটি শুধু আলোচনার টেবিলে দর কষাকষির জন্য সামনে আনা হয়েছে।' তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পালটা চাল হিসেবে হরমুজে চিন, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর সম্ভাবনা নিয়ে পারদ চড়ছে আন্তর্জাতিক মহলে।

সংঘাতের আঁচ এখন লোহিত সাগরের প্রবেশদ্বার 'বাব আল-মান্দেব' প্রণালীতেও। ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা সরাসরি হুমকি দিয়েছে, তাদের 'আঙুল এখন ট্রিগারে'। একদিকে হরমুজ প্রণালীতে অচলাবস্থা, অন্যদিকে বাব আল-মান্দেব বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা— এই জোড়া ফলায় বিশ্ব বাণিজ্যের মেরুদণ্ড কার্যত ভেঙে পড়ার জোগাড়। তেলের বাজার থেকে পণ্য সরবরাহ, ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের জেরে এখন গোটা বিশ্বই যেন বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে।

> **ইজরায়েল ও আমেরিকার জন্য বন্ধ হরমুজ প্রণালী**

মৃত ৭ ভারতীয় পুণ্যার্থী

কাঠমান্ডু, ১৫ মার্চ : নেপালের গোর্খা জেলার মানাকামানায় ভগবতী দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে ফেরার পথে তীর্থযাত্রীদের বাস খাদে পড়ায় মৃত্যু হল সাত ভারতীয় পুণ্যার্থীর। মৃতদের দু'জন মহিলা। আহত ন'জন। বাসচালক ও সহকারী তাঁদের মধ্যে রয়েছেন। জেলাপুলিশের প্রধান সুরজ আরিয়াল জানিয়েছেন, পাহাড়ি রাস্তার ঢাল বেয়ে বাসটি খাদে পড়ে যায়। নিহতরা প্রত্যেকে ভারতীয়। তাঁরা মানাকামানায় পুজো দিতে গিয়েছিলেন। বয়স ৫৭ থেকে ৬০-এর মধ্যে। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহগুলি পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ডেপুটি পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আহতদের চিতওয়ান মেডিকেলে কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানা যায়নি। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বাসটি পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে নিচে নামার সময় একটি বিপজ্জনক বাঁকে মোড় নিতে গিয়ে পিছলে পড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থল কাঠমান্ডু থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে। সংকীর্ণ পাহাড়ি রাস্তা, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নেপালে প্রায়ই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

বিজয়ের জন্য ব্যাপক অফার বিজেপির

চেন্নাই, ১৫ মার্চ : তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী পদের সঙ্গে রাজ্যের ৮০টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার টোপ। এমন লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়ের টিভিকে-র সঙ্গে হাত মেলাতে মরিয়া পদ্মশিবির। চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা। বিজয়ের বিপুল জনসমর্থনকে কাজে লাগাতে বিজেপি তাঁর সঙ্গে জোট চাইছে। সূত্রের খবর, বিজয়ের নজর মুখ্যমন্ত্রীর পদে। তাই তিনি বিজেপির প্রস্তাবে এখনও সবুজ সংকেত দেননি। এদিকে বিজয়ের ওপর চাপ বাড়াতে কারুর পদপিষ্টের ঘটনায়

রবিবার একটানা সাত ঘণ্টা তাঁকে সিবিআই দপ্তরে জেরা করা হয়।

তামিলনাড়ুর সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিজয়কে এনডিএ-র ছাতার তলায় আনতে চাইছে বিজেপি। বিজয়ের দল বিজেপির সঙ্গে জোট গড়লে ও নির্বাচনে জয়ী হয়ে এনডিএ ক্ষমতায় এলে বিজয় হবেন উপমুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, বিজয়কে কবজা করতে বহু যোগসূত্র ব্যবহার করছে গেরুয়া শিবির। অন্ধ্রের অভিনেতা-উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণকে আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিজেপির মেগা অফার সত্ত্বেও টিভিকে-র অনুগামীরা এনডিএ-র সঙ্গে হাত মেলাতে চাইছেন না। তাঁদের বিশ্বাস, তাতে আঞ্চলিক স্তরে দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে।

পড়াশোনা

প্রাণী হরমোনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

প্রসেনজিৎকুমার বসাক, *শিক্ষক*
সাঁওতালপুর মিশন উচ্চবিদ্যালয়
আলিপুরদুয়ার

দশম শ্রেণির প্রথম অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রাণী হরমোন। এই অধ্যায়ের কিছু বহু বিকল্পভিত্তিক ও অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনা করা হল।

1. বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন :

1) গ্লুকাগন সম্পর্কিত নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয় তা শনাক্ত করো-
a) প্রোটিন ও ফ্যাট থেকে গ্লুকোজের সংশ্লেষ বৃদ্ধি করে
b) গ্লুকোজের জারণ হ্রাস করে
c) গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করে
d) ফ্যাটের ভাঙন ঘটায়

2) ইস্ট্রোজেন ক্ষরণে সাহায্যকারী হরমোনটি হল-
a) TSH b) ACTH
c) FSH d) ADH

3) একটি স্টেরয়েড হরমোনের উদাহরণ হল- a) অ্যাড্রিনালিন b) টেস্টোস্টেরন
c) গ্লুকাগন d) থাইরক্সিন

4) যে হরমোন অন্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে তাকে বলে-
a) লোকাল হরমোন b) ট্রপিক হরমোন c) স্টেরয়েড হরমোন d) গ্রোথ হরমোন

5) সঠিক জোড়টি নির্বাচন করো-
a) দুগ্ধ ক্ষরণ -অ্যাড্রিনালিন
b) ত্বকের রোম খাড়া- টেস্টোস্টেরন
c) BMR-থাইরক্সিন
d) বিপদকালীন হরমোন-প্রোল্যাকটিন

6) যে হরমোন শরীরের পেশি ও হাড়ের দৈর্ঘ্য বাড়ায়-
a) সোমাটোট্রফিক b) TSH
c) ভেসোপ্রেসিন d) GTH.

7) ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস বা বহুমূত্র রোগের কারণ হল -
a) ADH-এর কম ক্ষরণ

দশম শ্রেণি জীবনবিজ্ঞান

b) ADH-এর অতিক্ষরণ
c) ইনসুলিনের কম ক্ষরণ
d) ইনসুলিনের অতিক্ষরণ

8) একটি নিউরো হরমোন হল -
a) থাইরক্সিন b) ইনসুলিন
c) গ্লুকাগন d) অক্সিটোসিন

9) ভয় পেলে মানুষের কোন হরমোন ক্ষরণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়?
a) থাইরক্সিন b) অ্যাড্রিনালিন
c) GTH d) GH.

উঃ -1.1 b, 1.2 c, 1.3 b, 1.4 b, 1.5 c, 1.6 a, 1.7 a, 1.8 d, 1.9 b.

2) শূন্যস্থান পূরণ করো-

2.1 প্রাপ্তবয়স্কদের STH-এর অধিক ক্ষরণের ফলে_____ হয়।

2.2 প্রসবের সাহায্যকারী হরমোনটি হল_____।

2.3 _____একটি ক্যালরিজেনিক হরমোন।

2.4) ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙের রূপান্তরণে সাহায্য করে_____ হরমোন।

2.5) মহিলাদের মুখমণ্ডলে লোমের আধিক্য ঘটে _____বেশি ক্ষরণ হলে।

উঃ 2.1 অ্যাক্রোমেগালি, 2.2 অক্সিটোসিন, 2.3 থাইরক্সিন, 2.4 থাইরক্সিন, 2.5 গ্লুকোকরটিকয়েড।

3) নীচের বাক্যগুলি সত্য অথবা মিথ্যা নিরূপণ করো-

3.1) যে হরমোন উৎসগুলির মধ্যে কাজ করে তাদের আদর্শ হরমোন বলে।

3.2) মূত্রে জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনটি হল ADH।

3.3) ইনসুলিনের বিপরীত ক্রিয়াশীল হরমোনটি হল-সোমাটোস্ট্যাটিন।

3.4) নর-অ্যাড্রিনালিনের ক্রিয়ায় রক্তচাপ বেড়ে যায়।

3.5) ডিম্বাশয় নিঃসৃত একটি হরমোন হল অ্যান্ড্রোজেন।

উঃ 3.1 মিথ্যা, 3.2 সত্য, 3.3 মিথ্যা, 3.4 সত্য, 3.5 মিথ্যা।

4) একটি শব্দে উত্তর দাও-

4.1) বিসদৃশ্যটি বেছে লেখো-TRH, TSH, ACTH, GTH
উঃ TRH.

4.2) গলগণ্ড রোগের কারণ কী?
উঃ থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে সেই অবস্থাকে গলগণ্ড বলে।

4.3) হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলে কেন?
উঃ হরমোন উৎসস্থল থেকে দূরে গিয়ে বা স্থানীয়ভাবে রাসায়নিক বার্তা বহনের দ্বারা বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলে একে রাসায়নিক দূত বলে।

4.4) নীচের সম্পর্কযুক্ত একটি শব্দজোড় দেওয়া আছে। প্রথম জোড়টির সম্পর্ক বুঝে দ্বিতীয় জোড়টির শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও :
প্রোটিন ধর্মী : STH :: অ্যামাইনোধর্মী : _____।
উঃ থাইরক্সিন / অ্যাড্রিনালিন।

4.5) পশ্চাৎ পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন কোনটি?
উঃ ভেসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন।

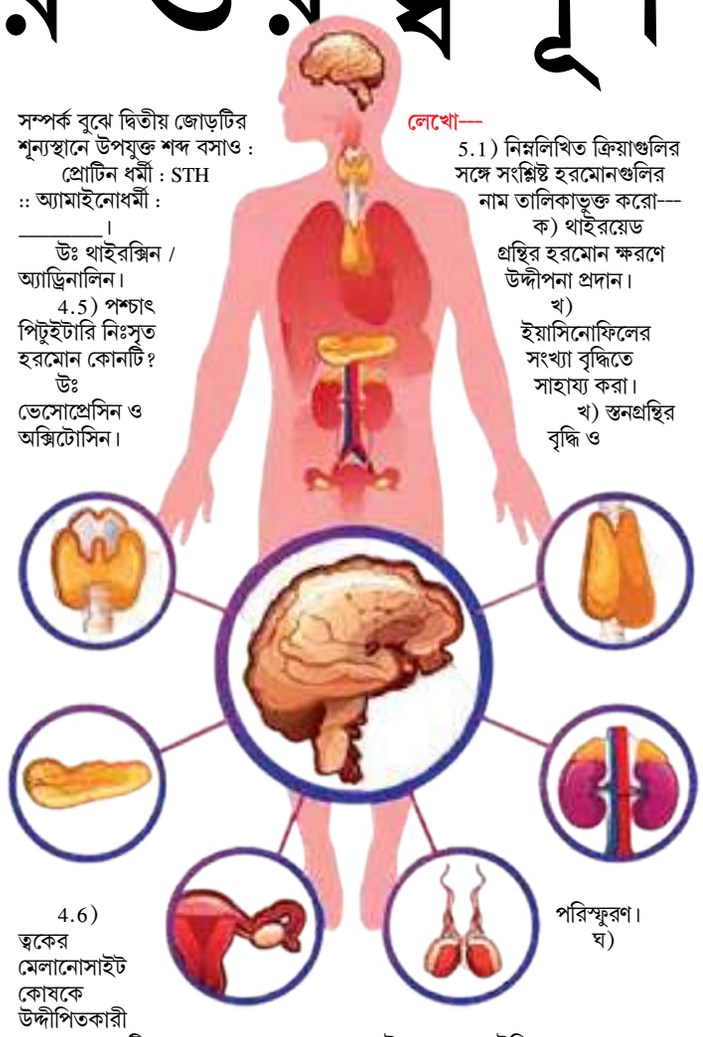

4.6) ত্বকের মেলানোসাইট কোষকে উদ্দীপিতকারী হরমোন কোনটি?
উঃ MSH/মেলানোসাইট সিমুলেটিং হরমোন।

5) নীচের প্রশ্নগুলি দু'-তিনটি বাক্যে লেখো—

5.1) নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হরমোনগুলির নাম তালিকাভুক্ত করো---
ক) থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা প্রদান।
খ) ইয়াসিনোফিলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।
খ) স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ।
ঘ) গ্লাইকোজেনোলাইসিসে সহায়তা করা।
উঃ ক) TSH, খ) অ্যাড্রিনালিন, গ) ইস্ট্রোজেন, ঘ) গ্লুকাগন।

5.2) গ্রেভস বর্ণিত রোগের কারণ কী?
উঃ থাইরয়েড গ্রন্থির অতিসক্রিয়তার ফলে স্থিতনেত্র সহ অস্বাভাবিকতাকে গ্রেভস বর্ণিত রোগ বলে।
ফলাফল - i) অক্ষিগোলক বেরিয়ে আসে ii) BMR বেড়ে যায় iii) দেহের ওজন কমে যায় ইত্যাদি।

5.3) কন বর্ণিত রোগের কারণ ও লক্ষণ উল্লেখ করো।
উঃ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স নিঃসৃত অ্যালডেস্টেরন ক্ষরণ বেশি হলে কন বর্ণিত রোগ হয়। লক্ষণ হল -রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি ও ক্যালসিয়াম পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে পেশিতে খিঁচুনি বাড়ে, রক্তচাপ বৃদ্ধি ঘটে ইত্যাদি।

5.4) কুশিং সিনড্রোম কী?
উঃ ACTH হরমোনের অধিক ক্ষরণের ফলে যে রোগ হয় তাকে কুশিং সিনড্রোম বলে। এই রোগে i) মূত্রের সঙ্গে গ্লুকোজ নির্গত হয় এবং ii) কোষস্থ প্রোটিন ধ্বংসে পেশি শিথিল হয়ে যায়।

5.5) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ডায়াবিটিস মেলিটাস ও ডায়াবিটিস ইনসিপিডাসের মধ্যে পার্থক্য করো।
ক) হরমোন ও রক্ত শর্করা।
খ) মূত্রে শর্করার উপস্থিতি ও পরিমাণ।
উঃ ডায়াবিটিস মেলিটাস ইনসুলিন কম ক্ষরণে ও রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে হয়ে থাকে, কিন্তু ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস ADH- এর কম ক্ষরণে, রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখে। ডায়াবিটিস মেলিটাসে মূত্রে শর্করা নির্গত হয়, কিন্তু ডায়াবিটিস ইনসিপিডাসে ঘনঘন মূত্রত্যাগের প্রবণতা দেখা যায়।

5.6) ইনসুলিন কীভাবে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ রাখে?
উঃ রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়লে ইনসুলিন গ্লাইকোজেনেসিস পদ্ধতিতে রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করে যকৃৎ ও পেশিকোষে জমা রাখে। আবার প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্য থেকে গ্লুকোজ উৎপাদনে বাধা দেয়। ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত থাকে। আবার, গ্লুকোজের পরিমাণ কমলে গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে পরিণত করে গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রাখে।

5.7) ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝো? উদাহরণ দাও।
উঃ কোনও একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ অন্য কোনও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, একে ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ বলে। TSH পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়। যখন বেশি থাইরক্সিন ক্ষরিত হয়, তখন পিটুইটারিকে প্রভাবিত করে TSH ক্ষরণ কমিয়ে দিয়ে থাইরক্সিন-এর মাত্রা বজায় রাখে।

5.8) স্ত্রীদেহে FSH ও LH-এর কাজ লেখো।
উঃ FSH- স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয়ের ডিম্বথলির বৃদ্ধি ও ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ করে।
LH- পরিণত ডিম্বথলিকে বিদীর্ণ করে ডিম্বাণু নিঃসরণ ও পীতগ্রন্থির বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বে সাহায্য করে।

5.9) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে টেস্টোস্টেরন ও প্রোজেস্টেরন-এর পার্থক্য নিরূপণ করো—
ক) উৎপত্তি এবং খ) কাজ
উঃ টেস্টোস্টেরন শুক্রাশয়ের লেডিগের অন্তর কোষ থেকে ক্ষরিত হয়, কিন্তু প্রোজেস্টেরন ডিম্বাশয়ের পীতগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়।
টেস্টোস্টেরন শুক্রাণু উৎপাদনে সাহায্য করে এবং প্রোজেস্টেরন গর্ভাবস্থায় জরায়ুর বৃদ্ধি ও প্রসবকার্যে সাহায্য করে।

আলো অধ্যায়ে প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

2.17) ক্যামেরায় গঠিত প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কীরূপ?
উ: ক্যামেরায় সদ ও অবশীর্ষ প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

2.18) পানীয় জলকে দূষণমুক্ত করতে কোন রশ্মি ব্যবহৃত হয়?
উ: পানীয় জলকে দূষণমুক্ত করতে অতিবেগুনি রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

2.19) এক্স-রশ্মির একটি ক্ষতিকারক দিক উল্লেখ করো।
উ: এক্স-রশ্মি জীবন্ত কোষকে ধ্বংস করে।

2.20) আলো কী প্রকার তরঙ্গ?
উ: আলো একপ্রকার তড়িৎচুম্বকীয় তির্যক তরঙ্গ।

3. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (SAQ)/ দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর(LAQ) : (প্রশ্নমান - 2/3)

3.1) তোমাকে একটি সমতল, উত্তল এবং অবতল দর্পণ দেওয়া হল। স্পর্শ না করে কীভাবে বুঝবে কোনটি কী প্রকৃতির?
উ: দর্পণগুলির কাছে একটি পরীক্ষাধীন বস্তুকে আনা হল। কোনও দর্পণ যদি বস্তুটির সমান সাইজের অসদবিম্ব তৈরি করে তবে বুঝতে হবে সেটি হল সমতল দর্পণ। প্রতিবিম্বটি যদি বিবর্ধিত, সমশীর্ষ এবং অসদ হয় তবে দর্পণটি হল অবতল দর্পণ। প্রতিবিম্বটি যদি খুব ছোট, সমশীর্ষ এবং অসদ হয় তবে দর্পণটি হল উত্তল দর্পণ।

3.2) অবতল দর্পণের প্রধান ফোকাস কাকে বলে?
উ: প্রধান অক্ষের সমান্তরালে কোনও রশ্মিগুচ্ছ ছোট উন্মেষবিশিষ্ট একটি অবতল দর্পণে আপতিত হয়ে প্রতিফলিত হওয়ার পর ওই রশ্মিগুলি প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়। প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত এই নির্দিষ্ট বিন্দুটিকে অবতল দর্পণের প্রধান ফোকাস বলে।

দশম শ্রেণি ভৌতবিজ্ঞান

3.3) কোনও বস্তুর প্রতিবিম্বের রৈখিক বিবর্ধন 1.5। এর অর্থ কী?
উ: কোনও বস্তুর প্রতিবিম্বের রৈখিক বিবর্ধন 1.5 বলতে বোঝায়, ওই বস্তুর প্রতিবিম্বের আকার ও বস্তুর আকারের অনুপাত 1.5। অর্থাৎ,বস্তুটির প্রতিবিম্ব (প্রতিবিম্ব দূরত্ব) বস্তু (বস্তু দূরত্ব) অপেক্ষা 1.5 গুণ বড় (বিবর্ধিত)।

3.4) দন্ত চিকিৎসকগণ অবতল দর্পণ ব্যবহার করেন কেন?
উ: অবতল দর্পণের মেরু ও ফোকাসের মধ্যে কোনও বস্তু রাখলে বস্তুর একটি অসদ, সমশীর্ষ ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। দাঁত পরীক্ষার সময় এই দর্পণ দাঁতের বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করে। এর ফলে দাঁতের বিভিন্ন অংশ ভালোভাবে দেখা যায় ও দাঁতের রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়। তাই দন্ত চিকিৎসকগণ অবতল দর্পণ ব্যবহার করেন।

3.5) উপাক্ষীয় রশ্মি কাকে বলে?
উ: গোলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের সঙ্গে যেসব রশ্মির নতি অত্যন্ত কম এবং যারা দর্পণের ওপর ওর মেরুর অত্যন্ত নিকটবর্তী অঞ্চলে আপতিত হয় তাদের উপাক্ষীয় রশ্মি বলে।

3.6) ভিউ ফাইন্ডার হিসেবে উত্তল দর্পণকে ব্যবহার করা হয় কেন?
উ: উত্তল দর্পণ একটি বস্তুর খর্বাকৃতি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। তাই সমান সাইজের একটি সমতল দর্পণ অপেক্ষা উত্তল দর্পণে একসঙ্গে অনেকগুলি বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ,উত্তল দর্পণের দৃষ্টিক্ষেত্র হয় অন্যান্য দর্পণ অপেক্ষা অনেক বেশি প্রশস্ত। দৃষ্টিক্ষেত্র বেশি হওয়ার জন্য গাড়ির পিছনে থাকা সমস্ত যানবাহনকে গাড়ির চালক অনায়াসেই দেখতে পায়। তাই ভিউ ফাইন্ডার হিসেবে উত্তল দর্পণকেই ব্যবহার করা হয়।

3.7) কোনও মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক কাকে বলে? প্রতিসরাঙ্ক কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?
উ: একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলো ও দুটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের জন্য প্রথম মাধ্যমে আপতন কোণের সাইন ও দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণের সাইন-এর অনুপাতকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বলা হয়।
প্রতিসরাঙ্কের মান–(i) মাধ্যমদ্বয়ের প্রকৃতি, (ii) উষ্ণতা ও (iii) আপতিত আলোর বর্ণ তথা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে।

3.8) আলোর প্রতিসরণের সূত্র দুটি বিবৃত করো।
উ: আলোর প্রতিসরণের সূত্র :-
(i) আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদতলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব সর্বদা একই সমতলে থাকে।
(ii) দুটি নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর ক্ষেত্রে আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক থাকে। এই ধ্রুবককে বলে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক।

ইংরেজি ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

সুবল চন্দ্র দেবনাথ, *শিক্ষক*
তপসিখাতা উচ্চবিদ্যালয়
আলিপুরদুয়ার

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ব্যাকরণ। এই অংশের 'Do as directed' অংশে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল Narration change বা Direct - Indirect Speech যেটাতে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে সহজেই নম্বর পাওয়া যায় এবং ইংরেজি বিষয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বর বাড়াতে সাহায্য করে। তাছাড়া, Narration Change শিখলে ইংরেজি ভাষায় সামগ্রিক দখল বৃদ্ধি পায়। তাই এই বিষয়টি নিয়মিত অনুশীলন করা জরুরি। আমি সব ধরনের বাক্যের Narration Change-এর সহজ পদ্ধতি উদাহরণ সহ আলোচনা করব।

Narration বা উক্তি হল ইংরেজি ব্যাকরণের একটি অংশ বা কৌশল, যার মাধ্যমে কোনও ব্যক্তির বক্তব্যকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করা হয়।

Narration দুই প্রকার --
(i) Direct Speech (Narration)
(ii) Indirect Speech (Narration)

Direct Speech : Direct Speech-এ বক্তার কথাগুলো হুবহু উদ্ধৃত করা হয়।

উদাহরণঃ He said, "I am ill" এখানে "I am ill" -- Direct Narration

Indirect Speech : Indirect Speech-এ বক্তার কথার মূলভাব নিজের ভাষায় প্রকাশ করা হয়। He said that he is ill. এখানে 'that he was ill' Indirect Speech.

নীচের বাক্যটি থেকে Narration change করার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নাওঃ

Rahul said to me, "I know Mr. Nath."

উপরের বাক্যে, 'said' verb-টি হল Reporting verb এবং 'know' verb-টি হল Reported verb. সঠিকভাবে Narration change-এর ক্ষেত্রে এই দুটি verb-এর নাম মনে রাখা খুব প্রয়োজন।

Narration Change (Direct to Indirect Speech) : অর্থ অনুযায়ী ইংরেজি ভাষায় বাক্য পাঁচ প্রকার। Narration Change করার সময়, প্রতিটি বাক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি বাক্যের Narration Change করতে পারলেই পরীক্ষায় সঠিকভাবে Narration Change করা যাবে।

1. Narration Change of Assertive Sentence (বিবৃতিমূলক বাক্য) :

Rules for changing Direct Speech (Narration) into Indirect Speech (Narration):

(i) যদি Reporting Verb Present অথবা Future Tense – এ থাকে, তাহলে, Direct Speech-টিকে Indirect Speech-এ পরিবর্তন করার সময় Reported Verb-এর Tense-এর কোনও পরিবর্তন হবে না।

(ii) Reporting Verb-টি যদি Past Tense-এ থাকে, তাহলে Indirect Speech-এ পরিবর্তন করার সময় Reported Verb-এর Tense-এরও অনুরূপ Past Tense-এ পরিবর্তন হবে।

(iii) Direct Speech-টি যদি কোনও অভ্যাসগত সত্য (Habitual truth) বা চিরন্তন সত্য (Universal truth) বোঝায় তাহলে Reported Verb-এর Tense-এর কোনও পরিবর্তন হয় না।

(iv) Direct Speech-টিকে Indirect Speech-এ পরিবর্তন করার সময় দুটি Clause-এর সংযোজক হিসেবে Conjunction 'that' বসে।

(v) Reporting Verb-টির পরে যদি 'to' থাকে, Indirect Speech-এ 'said to' পরিবর্তিত হয়ে 'told' হয়।

(vi) Direct থেকে Indirect Speech-এ change করার পর Inverted comma (" ") তুলে দিয়ে Full stop (.) দিতে হবে।

উপরে দেওয়া Rules-এর উপর ভিত্তি করে নীচে Examples দেওয়া হল।

Examples :

(1) Direct : Raghab says, "I do sums now."
Indirect : Raghab says that he does sums now.

(2) Direct : Suman said to me, "We are going to school now."
Indirect : Suman told me that they were going to school then.

(3) Direct : My mother said to me, "You did not do your homework."
Indirect : My mother told me that I had not done my homework.

(4) Direct : I said to my friend, "I walk for an hour every evening."
Indirect : I told my friend that I walk for an hour every evening.

(5) Direct : The holy man said, "Honesty is the best policy."
Indirect : The holy man said that honesty is the best policy.

Reporting Verb-টি যদি Past Tense-এ থাকে, তাহলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী Direct থেকে Indirect Speech-এ change করার সময় Tense-এর পরিবর্তন করতে হবে।

Change of Tenses :

দশম শ্রেণি ইংরেজি

(1) Present Indefinite Tense পরিবর্তিত হয় Past Indefinite Tense-এ, (2) Present Continuous Tense পরিবর্তিত হয় Past Continuous Tense এ, (3) Present Perfect Continuous Tense পরিবর্তিত হয় Past Perfect Continuous Tense-এ, (4) Past Indefinite Tense, Present Perfect Tense এবং Past Perfect Tense পরিবর্তিত হয় Past Perfect Tense-এ (5) Past Continuous Tense পরিবর্তিত হয় Past Perfect Continuous Tense-এ এবং (6) Future Tense (Shall/will) পরিবর্তিত হয় would বা should-এ (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই would হবে)।

The words expressing nearness of time and place are changed to the words expressing remoteness in the Indirect Speech. (কাছের স্থান ও কাল নির্দেশকারী শব্দগুলি Indirect Speech-এ দূরের স্থান ও কাল নির্দেশকারী শব্দে পরিণত হয়।)

(1) now হয় then, (2) today হয় that day, (3) ago হয় before, (4) this হয় that, (5) tonight হয় that night, (6) these হয় those, (7) tomorrow হয় the next day /the following day, (8) thus হয় so বা that way, (9) yesterday হয় the previous day, (10) last night হয় the previous night এবং (11) come হয় go (কখনো-কখনো)।

Note : মনে রাখতে হবে Direct Speech-এর 'it' Indirect Speech-এ অপরিবর্তিত থাকবে।

Change in Persons :

Rules : (1) Direct Speech-এর first person (I, we, our, us) Indirect Speech-এ বক্তার Person-এ পরিবর্তিত হয়।

Examples : Direct: You said, "I don't know." Indirect : You said that you didn't know.

(2) Direct Speech-এর Second person (you, your) Indirect speech-এ শ্রোতার person-এ পরিবর্তন হয়।

Examples : Direct : You said to me, "You are right." Indirect : You told me that I was right.

(চলবে)

বাংলায় নম্বর তোলার কৌশল

মৌমিতা বসাক, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

ছাত্রছাত্রীরা যারা আগামী বছর মাধ্যমিক দেবে তাদের জন্য রইল বাংলা বিষয়ে নিজেকে প্রস্তুত করার দিকনির্দেশ। তোমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে মাধ্যমিক অর্থাৎ বোর্ডের পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের গুরুত্ব বিদ্যালয়ের ইউনিট টেস্ট থেকে অনেক বেশি। আর তাই দশম শ্রেণিতে নিজেকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করতে হবে। বছরের প্রথম থেকেই যদি সঠিকভাবে শুরু কর তবে শেষমুহূর্তে পড়ার চাপ কমবে। অন্য সবক'টি বিষয়ের মতো বাংলাতেও প্রস্তুতি হতে হবে সঠিক এবং পরিপূর্ণ।

জেনে নাও নম্বর বিভাজন :

বাংলা বিষয়ের সিলেবাসে বলা যেতে পারে সাহিত্য সঞ্চয়ন- (গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক সংবলিত), পূণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ (কোনি), ব্যাকরণ ও নির্মিতি- এই তিন ভাগে বিভক্ত। দুটো ইউনিট টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সিলেবাস বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে অন্তর্ভুক্ত হবে। বাংলায় প্রশ্ন পদ্ধতি নতুন কিছু নয়, ইতিমধ্যে তোমরা নবম শ্রেণিতে সেভাবেই শিখে এসেছো। বহু বিকল্পনীয় প্রশ্নে ১ নম্বর, অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ১ নম্বর, ব্যাখ্যাধর্মী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ৩ নম্বর, রচনাধর্মী প্রশ্নে ৫ নম্বর, অনুবাদে ৪ নম্বর, সংলাপ অথবা প্রতিবেদন রচনায় ৫ নম্বর এবং সবশেষে প্রবন্ধ রচনায় ১০ নম্বর থাকবে।

খুঁটিয়ে পড়ো পাঠ্যবই :

তোমাদের মনে রাখতে হবে যেহেতু ৯০ নম্বরের একটা বড় অংশে বহু বিকল্পভিত্তিক ও অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন মিলিয়ে ৩৬ নম্বর থাকে তাই এক্ষেত্রে পুরো নম্বর তোলার জন্য মূল গ্রন্থ ভালো করে পড়তে হবে। নির্বাচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ও ব্যাকরণ সবগুলো খুঁটিয়ে পড়তে হবে, জানতে হবে, অপশনের অপেক্ষা করা যাবে না। টেক্সট বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতেই হবে। যে কোনও গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ প্রথমে দুই থেকে তিনবার রিডিং পড়তে হবে। এতে তোমাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকবে। নিজস্ব ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপর তোমরা কী বুঝলে সেটা খাতায় নিজের মতো করে লিখতে পার, এতে ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

শুদ্ধ বানানে জোর দাও :

শুদ্ধ বানান লেখা বাংলার একটি অতি সতর্কতার বিষয়। বানান ভুল লেখার সৌন্দর্য নষ্ট করে। অনেক প্রশ্নের উত্তর একটি মাত্র শব্দে বা কথায় হয়, সেখানে বানান ভুল হলে পুরো নম্বরটাই কাটা যায়। যেমন কবি বা লেখকের নাম, চরিত্রের নাম ইত্যাদি। পড়ার সঙ্গে বানানের দিকে নজর রাখতেই হবে।

প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর লিখবে :

সংক্ষেপে যথাযথ উত্তর লেখা চর্চার ব্যাপার। ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরগুলো এভাবেই লেখা উচিত। অনেক সময় দেখি ছাত্ররা বলে এত বড় লিখেছি অথচ নম্বর পাইনি- এর কারণই হল প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে সেই ব্যাপারটিকে আড়াল করে অনাবশ্যক কথায় উত্তর ভরা থাকে। 'প্রসঙ্গ বা তাৎপর্য উল্লেখ করো'-- এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর যথার্থ না হলে নম্বর ওঠে না। এটা অনুশীলন করা খুব দরকার।

নজর থাকবে সৌন্দর্যায়নে :

উত্তর লেখায় সৌন্দর্যায়নের আর একটি দিক বিশেষ করে বাংলার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ বিভাজন। আলাদা

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাতে আমরা যেমন অনর্গল কথা বলতে পারি, পড়তে পারি, ভাবনার অবকাশ পাই, তর্কবিতর্ক করতে পারি, রসিকতা করতে পারি- তখন লিখতেও পারি।

আলাদা প্রশ্নের আলাদা অনুচ্ছেদ একান্ত দরকার। শব্দ সংখ্যা হওয়া উচিত সংক্ষিপ্ত ও তথ্যসম্পন্ন বেশি গ্রহণযোগ্য। কবিতার উত্তর লেখার ক্ষেত্রে লাইন উদ্ধৃত করলে ভালো। যদিও এটা বাধ্যতামূলক নয়। ভুল স্থানে ভুল লাইন কোড করাও ঠিক নয়। সাধারণত বড় প্রশ্নের উত্তরে লাইন কোড করলে একঘেয়েমি দূর হয় এবং উত্তর দৃষ্টিনন্দন হয়।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাতে আমরা যেমন অনর্গল কথা বলতে পারি, পড়তে পারি, ভাবনার অবকাশ পাই, তর্কবিতর্ক করতে পারি, রসিকতা করতে পারি- তখন লিখতেও পারি। কেউ গুছিয়ে লিখতে পারে, কেউ পারে না- এটুকুই পার্থক্য। এই পার্থক্যটা যাতে না থাকে, সেই কারণে গোড়াতেই আমাদের চর্চা অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। নির্ভুল বানানে স্পষ্ট ভাষায় যথাযথ উত্তর লিখলে নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকে না।

ঈদের সাজে ফারসি ড্রেস

আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। তারপর মুসলিম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব ইদ। ইতিমধ্যে এই উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন বাজারে কেনাকাটা জমে উঠেছে। কারও পছন্দ ট্রেন্ডি ফারসি ড্রেস, আবার কারও পছন্দ হালকা কাজের সুতির গারারা, শারারা। পিছিয়ে নেই ছেলেরাও। তারাও নিজেদের পছন্দের পাঞ্জাবি, পাঠানি কিনতে বিভিন্ন দোকানে ভিড় করছে। আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

টাউন স্টেশন বাজারে ইদের কেনাকাটা। (নীচে) আলুপট্টিতে সাজ বাছাই। ছবি : সূত্রধর ও সঞ্জীব সূত্রধর

ফারসি ড্রেস

এবছরের ইদে বাজারে এসেছে ফারসি ড্রেস। ওপরে ছোট কুর্তা, তার নীচে ঘাগরা বা স্কার্টের মতো দেখতে চওড়া এবং ঢিলেঢালা প্যান্ট। সেইসঙ্গে রয়েছে ওড়না। ছোট থেকে বড় সববয়সি মেয়েরাই মজেছে এই ফারসি ড্রেসের প্রেমে। বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থানের বাজারে এই পোশাক চোখে পড়ছে।

মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী দীপক আগরওয়াল বলেন, 'এবছর বাজারে নতুন এই ফারসি ড্রেস এসেছে। এছাড়া সুন্দর পালাজো সেট, লং স্কার্ট দিয়ে লং টপ এবং ওড়নার সেটও ভালো বিক্রি হচ্ছে।'

কাশ্মীরি চুড়ি

শুধু জামা নয়, সঙ্গে চাই মানানসই গয়না। তরুণীদের একাংশের মতে, এই ধরনের পোশাকগুলির সঙ্গে কাশ্মীরি চুড়ি বেশ ভালো লাগে। কাচের চুড়ির মাঝে মাঝে ঘুঙুর লাগানো কিছু চুড়ি মিলিয়ে তৈরি হয় এই কাশ্মীরি চুরি। মহাবীরস্থানে কাচের চুড়ি ডজন বিক্রি হচ্ছে ৫০-৮০ টাকায়। আবার ১৫০-২০০ টাকায় ৪টি ঘুঙুর বসানো চুড়ি পাওয়া যাচ্ছে। সাজ কমপ্লিট করতে চাই মানানসই কাশ্মীরি কানের দুল।

ইদ উপলক্ষ্যে কেমন সাজবেন তা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছেন ভেনাস মোড় এলাকার বাসিন্দা সবনম খাতুন। কেনাকাটাও প্রায় শেষের পথে। এবছরের ট্রেন্ডি ফারসি ড্রেস কিনে ফেলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'প্রতিবছর ইদের আগে নতুন কিছু না কিছু জামাকাপড় আসে। এবছর ট্রেন্ডি ফারসি ড্রেস। এই ড্রেসের সঙ্গে কাশ্মীরি চুড়ি ও কানের দুল পরব। এই সবকিছু কিনে রেখেছি।'

- বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থানের বাজারে গেলে চোখে পড়ছে ফারসি ড্রেস
- ইদের সাজ সম্পূর্ণ করতে একাংশ তরুণীর পছন্দ কাশ্মীরি চুড়ি
- ছেলেদের জন্য পাঞ্জাবির পাশাপাশি রয়েছে পাঠানি, কুর্তা, জিনস প্রভৃতি

গারারা, শারারা

এক মাস রোজা রাখার পর ইদ তাঁদের কাছে খুশির উৎসব বলে জানান ইয়াসমিন খাতুন। ইদ উপলক্ষ্যে তাঁরা যেমন কিছু ভারী জামাকাপড় কেনেন তেমনি আবার হালকা সুতির গারারা, শারারা কেনেন। ইয়াসমিনের কথায়, 'ইদের সকালে নতুন জামাকাপড় পরে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, ইদি দিয়ে সেমাই খাই। তারপর রান্নার কাজ থাকে। সেই সময় সুতির হালকা জামা পরতে ভালো লাগে। পরে যখন আত্মীয়দের বাড়ি যাই তখন সেজেগুজে যাই।'

তিনি জানান, এবছর ইদ উপলক্ষ্যে তাঁর ১০টা জামা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি ভারী শারারা এবং সাতটি সুতির হালকা কাজের পোশাক। এর সঙ্গে মানানসই চুড়ি, জুতো, কানের দুল, মালা সবকিছু কিনেছেন তিনি। তবে মেয়ের জন্য ট্রেন্ডি ফারসি ড্রেস কেনার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। বিভিন্ন মার্কেটে গারারা, শারারাগুলি ১২০০-১৫০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

বিধান মার্কেটে শনিবার ইদের কেনাকাটা করতে এসেছিলেন সুপ্রিয়া বেগম। বাড়ির ছোটদের জন্য শারারা এবং ছেলেদের জন্য কুর্তা কিনেছেন তিনি। তিনি বললেন, 'আমার ইদের কেনাকাটা হয়ে গিয়েছে। বাড়ির ছোটদের কিছু কেনাকাটা বাকি ছিল, তাই বাজারে এসেছি।'

সাদা পাঞ্জাবি

ছেলেদের কেনাকাটাও চলছে জোরকদমে। শহরের বাসিন্দা ইতিহাস মনসুরির কথায়, 'নতুন পাঞ্জাবি তো কিনতেই হবে। সাদা পাঞ্জাবি কিনেছি। সেইসঙ্গে জিনস, শার্ট, টি-শার্টও কেনা হয়েছে। এখনও জুতো কেনা বাকি রয়েছে।' বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী রমেশ শা জানান, মেয়েদের জন্য ডিজাইনার ড্রেস রয়েছে। ছেলেদের জন্য রয়েছে পাঠানি, কুর্তা, জিনস, শার্ট, টি-শার্ট।

দামামা বাজতেই ময়দানে বিজেপি-তৃণমূল

গৌতমের 'স্বপ্নযাত্রা', শংকরের গোপন ছক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতেই ময়দানে নেমে পড়লেন শিলিগুড়ির দুই সম্ভাব্য হেভিওয়েট প্রার্থী বিজেপির শংকর ঘোষ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম দেব। তৃণমূল এবং বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা না করলেও, শিলিগুড়িতে বিধায়ক ও মেয়রের টক্কর কার্যত নিশ্চিত। রবিবার বিকেলে ভোট ঘোষণা হওয়ার পরই সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন শংকর। এবার ভোটের প্রচারে কৌশলগত কিছু পরিবর্তন আনতে চাইছেন বিজেপির এই সম্ভাব্য প্রার্থী। দলীয় সূত্রের খবর, বিজেপির সঙ্গে মিটিং-মিছিলে গেলে দলের নেতা-নেত্রীদের তৃণমূলের নেকনজরে পড়তে হয়, হুমকি আসে। তাই এবার বিধায়ক গোপন বৈঠকে জোর দিচ্ছেন। অন্যদিকে তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী গৌতমও ময়দানে নেমে পড়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ির উন্নয়ন নিয়ে আমার কিছু স্বপ্ন রয়েছে। সেই স্বপ্নের কথাই আমি মানুষের কাছে তুলে ধরব। তবে মানুষ তা কতটা গ্রহণ করবেন, সেটা জানি না।' অর্থাৎ শুধু বিরোধী প্রার্থীর বিরুদ্ধে সরব হওয়া বা রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, শহরের উন্নয়ন নিয়ে নিজের স্বপ্নের কথা তুলে ধরতে গৌতমও মানুষের দরজায় দরজায় যাবেন সেটা স্পষ্ট।

রবিবার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল যে আসনগুলিতে ভোট হবে, তার মধ্যে শিলিগুড়িও রয়েছে। ফলে সবমিলিয়ে ৩৬ দিন প্রচারের সুযোগ রয়েছে। আর তাই প্রার্থী ঘোষণা না হলেও সোমবার থেকেই পুরোদস্তুর প্রচারের ময়দানে নেমে পড়বেন বিজেপির শংকর এবং তৃণমূলের গৌতম। প্রার্থী ঘোষণা না হলেও শিলিগুড়ির তিনটি এবং সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে বর্তমান বিধায়কদেরই পুনরায় টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে বিজেপি। সেই সূত্রে শংকরের শিলিগুড়িতে প্রার্থী হওয়া শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় বাকি। তাই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই এদিন সন্ধ্যায় দলের কিছু নেতা-কর্মীকে নিয়ে গোপন বৈঠক সেরে ফেলেছেন শংকর। বিজেপি অবশ্য দাবি করেছে, শিলিগুড়িতে দলের হয়ে কাজ করা নেতা-নেত্রীদের হুমকির স্বীকার হতে হচ্ছে। ২০২১ সালেও যাঁরা শংকরের সঙ্গে হেঁটেছেন, তাঁদের পরবর্তীতে তৃণমূল হুমকি, ধমকি দিয়েছে। তাই এবার শিলিগুড়িতে বিজেপির বেশিরভাগ বৈঠকই গোপনে করা হবে। রবিবার ভোট ঘোষণার পরেই শংকর শিলিগুড়িতে এমন একটি বৈঠক করেছেন। তিনি বলেন, 'ঘরোয়া বৈঠকে বেশি জোর দিচ্ছি।'

অন্যদিকে, কয়েক বছর ধরেই গৌতম 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচি নিয়ে শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে জনসংযোগের কাজ করছেন। বিধানসভা ভোটে গৌতম প্রার্থী হবেন এটা অনেক আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। তবে, তিনি শিলিগুড়ি নাকি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে লড়বেন তা নিয়ে দোলাচল ছিল। অবশেষে দল তাঁকে শিলিগুড়ি থেকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। এর পরেই গৌতম শিলিগুড়ি বিধানসভার অধীনে থাকা পুরনিগমের ৩৩টি ওয়ার্ডে প্রাতর্ভ্রমণ, জনসংযোগে বেশি জোর দিয়েছেন। তিনি এদিন বলছেন, 'আমি সারাবছর জনসংযোগ করি। ভোট আসায় নতুন করে কিছু শুরু করছি, এমনটা নয়। রাজনীতির বাইরে বেরিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানোর ইচ্ছে রয়েছে। শিলিগুড়ির উন্নয়নে আমার যে স্বপ্ন রয়েছে, তা নিয়েই মানুষের কাছে যাব।'

শিলিগুড়ির উন্নয়নে তাঁর স্বপ্ন নিয়ে মানুষের কাছে যেতে চান মেয়র গৌতম দেব।

নির্বাচনে প্রচারের ক্ষেত্রে ঘরোয়া বৈঠকে জোর দিতে চান বিদায়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ।

পরিষেবা সম্প্রসারিত অগ্রসেন হাসপাতালে

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : রোগীদের সুবিধার্থে আরও প্রশস্ত করা হল মহারাজা অগ্রসেন হাসপাতাল। রবিবার হাসপাতালের পঞ্চমতলার উদ্বোধন করা হয়। উন্নত ক্যাথ ল্যাব, সিসিইউ, আইসিইউ, আইসোলেশন আইসিইউ সহ ক্রিটিক্যাল কেয়ারের সমস্ত ব্যবস্থা নতুন ফ্লোরে রয়েছে। আরও বেশি রোগীকে যাতে পরিষেবা দেওয়া যায় সেজন্য হাসপাতালের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন নতুন এই ফ্লোরের উদ্বোধন করেন সুলোচনা মানসি জাজোদিয়া ও প্রভুদয়াল আগরওয়াল (জাজোদিয়া)। রোগী পরিষেবার ক্ষেত্রে সুলোচনা বলেন, 'কোনও মানুষকে যাতে বিনা চিকিৎসায় না থাকতে হয় সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে রোগীদের আরও বেশি পরিষেবা কীভাবে দেওয়া যাবে সেজন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।' *ছবি : সূত্রধর*

অশোকের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : রবিবার হিলকার্ট রোডের একটি ভবনে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের লেখা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হল। বইটির নাম 'শ্রীলঙ্কা আরাগালায়া ও জেন জি আন্দোলন'। অশোক বলেন, 'এই বইয়ে শ্রীলঙ্কায় গণ অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় জেন জিদের পথে নেমে আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে। বেকারত্ব এবং বৈষম্যের কারণে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের কারণেই এই আন্দোলনগুলো সংগঠিত হয়েছে।' বইতে নিউ ইয়র্কের নির্বাচনের কথাও উল্লেখ রয়েছে বলে জানিয়েছেন অশোক। রাজনৈতিক বিশ্লেষক অর্ক ভাদুড়ি এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

যুব যাদব সমিতির সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : বর্ধমান রোডের একটি হোটেলে রবিবার দার্জিলিং জেলা যুব যাদব সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মেয়র এদিন সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

অন্যদিকে, বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষও এদিন শহরের কিছু তরুণ এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বাবার শ্রাদ্ধ মিটতেই গ্রেপ্তার ছেলে

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : বন্ধুর বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকা চুরি করে দক্ষিণ ভারতে আত্মগোপন করেছিলেন তরুণ। কিন্তু আচমকা বাবার মৃত্যুতে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে বাড়ি ফিরতেই পুলিশের জালে ওই তরুণ। রবিবার মংপু থেকে চুরির অভিযোগে নিকেশ তামাং নামে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চুরিতে ব্যবহৃত গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

গত বছরের ১৯ অগাস্ট ধৃত নিকেশ পবিত্রনগরে ভূষণ ছেত্রীর ভাড়াবাড়ি থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা নগদ চুরি করেন বলে অভিযোগ। নিকেশ ও ভূষণ আবার একে অপরের বন্ধু। ভূষণ পরিবহণ পেশার সঙ্গে যুক্ত। তিনি ওইদিন সকালে বাড়ি থেকে কাজে বেরোন। বিকেলে ফিরে দেখেন বাড়ির মূল দরজা ও আলমারির দরজা ভাঙা। এই ঘটনার পর ভূষণকে তাঁর প্রতিবেশী জানান, তাঁর বন্ধু নিকেশ চুরিতে জড়িত। প্রমাণ হিসাবে ওই প্রতিবেশী একটি ভিডিও দেখান ভূষণকে। সেখানে দেখা যায়, নিকেশ গাড়ি করে এসে ভূষণের বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করছেন।

ভিডিও দেখে মাথায় বাজ পড়ে ভূষণের। কারণ, একই পেশার সঙ্গে যুক্ত ও একই এলাকার বাসিন্দা নিকেশ যে এই কাজ করবেন তা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি। তবে ভিডিও দেখার পর তিনি ২৭ অগাস্ট প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে, চুরির পর মংপুর বাড়ি থেকে ব্যাগপত্র গুছিয়ে দক্ষিণ ভারতে চলে যান নিকেশ। সেখানে দেড়-দুই বছর কাজ করার পর ফেরার পরিকল্পনা ছিল তাঁর।

তবে চলতি মাসে হঠাৎ করেই বাবার মৃত্যু হওয়ায় বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন নিকেশ। সূত্র মারফত তাঁর বাড়ি ফেরার খবর পেতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশ। চারদিক থেকে বাড়ি ঘিরে রেখে পারলৌকিক কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষার পর সন্ধ্যার দিকে গ্রেপ্তার করা হয় নিকেশকে। ভিডিওতে গাড়ির নম্বর প্লেট দেখা যাওয়ায় সেটিকেও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

স্মৃতিতে জমাট কাঠি বরফ

পুরোনো দিনের কাঠি বরফ কেবল একটি খাবার নয়, এটি একটি সময়ের প্রতীক যা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় সরল ও অনাড়ম্বর শৈশবে, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : বছর পাঁচেকের সৃজনা ঘোষকে জিজ্ঞেস করা হল 'বরফ খাবে?' চোখ ঘুরিয়ে সে জিজ্ঞেস করল 'আইসক্রিম?' এখন আর কেউ বরফ খায় না। চকোলেট, ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি, পেস্তা সহ নানা ফ্লেভারের আইসক্রিমের এখন রমরমা। তবে একসময় দুপুর হতেই ঠ্যালাগাড়ির আইসক্রিমের ডাক শুনে বাড়ির বাইরে ছুটে বেরিয়ে আসত ছোটরা। ঝুঁকে ঠ্যালাগাড়ির ওই জাদুর বাক্সের ভেতর দেখতে চাইত কী কী গুপ্তধন রয়েছে সেখানে।

সেই বাক্স থেকে বেরিয়ে আসত ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকার বরফ। কাঠিওয়ালা রঙিন মিঠা বরফের সে কী অমৃত স্বাদ। আর ট্যাঁকে একটু বেশি পয়সা থাকলে কখনো-কখনো কেনা যেত কাগজে মোড়া বহুমূল্য কমলা রংয়ের বরফ।

তখন বরফ ফ্যাক্টরিগুলো থেকে গাড়ির বাক্সে বরফ ঢুকিয়ে শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত, স্কুল-কলেজের সামনে ঘুরে বেড়াতেন বিক্রেতারা। পছন্দসই ব্যবসার উপযোগী কিছু জায়গাও বেছে নিতেন। বছরের পর বছর সেই জায়গাগুলোতেই থাকত তাঁদের আস্তানা। তবে সেই বরফ আর বরফের ফ্যাক্টরিগুলো এখন আর নেই বললেই চলে। বরফওয়ালা কাকুরাও এখন আর নেই সবাই। যাঁরা আছেন তাঁরা হয়তো বা ব্যবসা পালটে নিয়েছেন অথবা নতুন ধরনের আইসক্রিম বিক্রি করে চলেছেন।

এনজেপি মেইন রোড, হাকিমপাড়া, শান্তিনগর, সেবক রোড সংলগ্ন এলাকা সহ শহরের আরও বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বরফের ফ্যাক্টরিগুলি। কোথাও ১৫ বছর আবার কোথাও ২০ বছর আগেই উঠে গিয়েছে ফ্যাক্টরিগুলি। এখন সেই জায়গায় উঠেছে বহুতল। এনজেপি মেইন রোড এলাকার ব্যবসায়ী সোমনাথ কুণ্ডু বলছিলেন প্রায় ১৫ বছর আগে একটি বরফের ফ্যাক্টরি ছিল এলাকায়। হাকিমপাড়ার ফ্যাক্টরিটিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন হল। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী দীনেশ পোদ্দার বললেন, সঠিকভাবে বলতে পারব না তবে বছর কুড়ি তো হবেই এই ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

হায়দরপাড়া এলাকা দিয়ে আপন মনে আইসক্রিমের ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন শংকর সরকার। দোকানের ওপর নির্দিষ্ট একটা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে এখন তাদের আইসক্রিম বিক্রি করছেন।

বাগরাকোটের সঞ্জীব দাস তো পেশাটাই পালটে ফেলেছেন। বলছিলেন, সবাই দেখলেই ছুটে চলে আসত। একদিন না বেরোলে পরের দিন সবাই জিজ্ঞেস করত কেন আগের দিন আসেননি। তবে যখন থেকে বিভিন্ন নামী আইসক্রিম কোম্পানির আইসক্রিমের বাজার শহরে রমরমা হল তখন আমরা পড়লাম মহা মুশকিলে। ১৮ বছর আগে গাড়ি বিক্রি করে দিই। বাড়িতেই একদম ছোট মুদির দোকান দিই। সেই দোকানকেই এখন একটু বড় করে চালাচ্ছি।

ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

হায়দরপাড়ার বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ্ব কাজল রায় বলছিলেন, 'আমাদের সময়ের পুরোনো আইসক্রিম বিক্রেতারা তো এখন বেঁচে নেই। পরবর্তীতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই পেশা বদলেছেন। লুকিয়ে ওই আইসক্রিম খাওয়ার মজাটা আর কখনোই পাওয়া যাবে না। সেই দিনগুলো আজও মনে পড়ে।'

এক সময়ের ইমোশন সেই বরফ এখন শুধু স্মৃতির পাতায়। বাজার এখন ছেয়েছে রকমারি আইসক্রিমে।

স্বীকৃতির দাবি

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : বায়োকেমিক চিকিৎসার সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে শিলিগুড়িতে সম্পন্ন হল সারা রাজ্য বায়োকেমিক মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন। তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন একটি ভবনে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত দু'দিনব্যাপী সম্মেলনটি রবিবার শেষ হয়। বর্তমানে হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক একই কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত। তবে বায়োকেমিকের স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতির কথা মাথায় রেখে এর জন্য আলাদা কাউন্সিলের দাবি তুলেছেন চিকিৎসকরা। অ্যাসোসিয়েশনের রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ অতনু চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক একসঙ্গে মিলিয়ে একটি কাউন্সিল তৈরি হয়েছিল। বায়োকেমিক যেহেতু একটি আলাদা পদ্ধতিতে প্র্যাকটিস হয় সেই কারণে বায়োকেমিককে আলাদা করে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে আমরা এনিয়ে আবেদনও করেছি।'

অগ্নিকাণ্ড

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : রবিবার ভোরে মাটিগাড়ার উপনগরীতে নিরাপত্তারক্ষীর ঘরে আগুন লাগে। ওই ঘরে যাতে ঠান্ডা হাওয়া না ঢোকে সেজন্য থার্মোকল লাগানো হয়েছিল। যার জেরে আগুনের শিখা অনেকটাই উঠে যায়। পরে দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় ওই সিকিউরিটি গার্ডের ঘর পুরোপুরি পুড়ে যায়। শর্টসার্কিট থেকে সিকিউরিটি গার্ডের ঘরে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের।

তার চুরিতে ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : শালুগাড়ার আকাশবাণী ট্রান্সমিটার সেন্টার এলাকায় লোহার ওয়্যার ও গেট চুরির ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম রাহুল ছেত্রী। বাড়ি ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত বিএসএফ রোড এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে চুরি হয়েছিল। শনিবার আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ওই রাতেই ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, নেশার টাকা জোগাতে ওই তরুণ এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার উদ্ধার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : পুলিশের চোখে ধুলো দিতে বারবার রুট বদল করেও শেষরক্ষা হল না। শনিবার গভীর রাতে দার্জিলিং মোড় থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ পুলিশের জালে ধরা পড়লেন দুই মাদক পাচারকারী। ধৃতদের নাম মহম্মদ সাদ্দাম ও রাজা মাহাতো, বাড়ি শিলিগুড়ির কয়লাডিপো এলাকায়। রবিবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, শহরের বিভিন্ন পেডলারদের কাছে ওই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার বিক্রি করে মাথাপিছু দুই লক্ষ টাকা আয়ের ছক কষেছিলেন ধৃতরা। পুলিশের নজরদারি এড়াতে মালদার কালিয়াচক থেকে সরাসরি শিলিগুড়ি না এসে তাঁরা বারবার যান বদল করেন। প্রথমে বাস ধরে মালদা থেকে রায়গঞ্জ এবং তারপর ইসলামপুরে আসেন তাঁরা। শেষে জংশন এলাকার কড়া পুলিশি পাহারার কথা মাথায় রেখে, গাড়ি ভাড়া করে সোজা দার্জিলিং মোড়ে নামার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সেখানে প্রধাননগর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, মাদকের নেশার জগতে প্রথমে পা রেখেছিলেন এই দুই তরুণ। পরে সেখান থেকেই তাঁরা পেডলার হয়ে ওঠেন। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কালিয়াচকের কোথা থেকে মাদক আনা হয়েছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

সবচেয়ে গভীর সুইমিং পুল

সুইমিং পুল সাধারণত দশ বা পনেরো ফুট গভীর হয়। কিন্তু দুবাইতে এমন এক সুইমিং পুল আছে যার গভীরতা প্রায় ষাট মিটার বা আস্ত একটি কুড়ি তলা বিল্ডিংয়ের সমান। এর নাম দেওয়া হয়েছে ডিপ ডাইভ দুবাই। এই পুলের নীচে আস্ত একটি নকল ডুবন্ত শহর তৈরি করা হয়েছে। ডুবুরিরা জলের নীচে গিয়ে পুরোনো অ্যাপার্টমেন্ট, লাইব্রেরি এমনকি একটি বিলিয়ার্ড খেলার ঘরও দেখতে পান। এই পুলের জল এতটাই পরিষ্কার যে মনে হবে শূন্যে ভাসছেন। প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লিটার জলে ভরা এই পুলটি স্কুবা ডাইভারদের কাছে এক স্বপ্নের জায়গা।

নীল রঙের গ্রাম

পাহাড়ের ঢালে একটা গোটা গ্রাম, যার প্রতিটি বাড়ি, স্কুল, গির্জা এমনকি রাস্তাও নীল রঙের। স্পেনের আন্দালুসিয়া পাহাড়ের কোলে থাকা জুজকার গ্রামটি এমনই অদ্ভুত। ২০১১ সালে একটি নামী হলিউড স্টুডিও তাদের স্মার্ফ সিনেমার প্রোমোশনের জন্য এই গ্রামের সবক'টি বাড়িকে নীল রঙে রাঙিয়ে দেয়। কথা ছিল প্রোমোশন শেষ হলে তারা আবার পুরোনো রং ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু নীল রঙের এই অদ্ভুত রূপ দেখে সারা বিশ্ব থেকে এত পর্যটক আসতে শুরু করেন যে গ্রামবাসীরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা এই নীল রং আর মুছবেন না।

জন্মের আগেই রাজা

সাধারণত রাজা মারা গেলে তাঁর ছেলে বা উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসেন। কিন্তু পারস্যের রাজা দ্বিতীয় শাপুর রাজা হয়েছিলেন তাঁর জন্মের আগেই। তাঁর বাবা মারা যাওয়ার সময় তাঁর মা গর্ভবতী ছিলেন। রাজসভায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কে হবে পরবর্তী রাজা। তখন মন্ত্রীরা এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা রানির গর্ভের ওপর রাজমুকুটটি আলতো করে বসিয়ে দেন এবং অনাগত শিশুটিকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। জন্মের আগে থেকেই রাজা হওয়ার এমন রেকর্ড বিশ্বের ইতিহাসে আর কারও নেই। মজার ব্যাপার হল, এই শিশুটি বড় হয়ে পারস্যের অন্যতম সেরা এবং শক্তিশালী এক শাসক হয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সত্তর বছর রাজত্ব করেছিলেন।

ফুসফুসের ভেতর জ্যান্ত গাছ

বুকে ব্যথা নিয়ে যখন রুশ তরুণ আরটিওম সিডোরকিন হাসপাতালে যান, তখন ডাক্তাররা এক্স-রে করে দেখেন তাঁর ফুসফুসে একটি বিশাল টিউমার রয়েছে। সবাই ভেবেছিলেন ক্যানসার। কিন্তু অপারেশনের সময় সার্জন যখন তাঁর ফুসফুস কাটেন, তখন তাঁর চোখ কপালে ওঠে। ফুসফুসের ভেতর কোনও টিউমার নেই, বরং সেখানে আস্ত একটি পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা পাইন গাছ জন্মেছে। ডাক্তাররা জানান, তরুণটি কোনওভাবে একটি পাইন গাছের বীজ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে চলে যায়। ফুসফুসের ভেতরের উষ্ণ এবং স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ পেয়ে সেই বীজ থেকে গাছ গজিয়ে যায়।

ছাব্বিশের মহারণে কোন ভবিষ্যৎ তৃণমূলের?

'লাস্ট ফ্রন্টিয়ার' নাকি রেকর্ড জয়

কলকাতা, ১৫ মার্চ : জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠক চলছিল দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে। কিন্তু কান পাতলে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল বাংলার রাজনৈতিক হৃৎস্পন্দন। আরও কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন থাকলেও, রবিবারের মেগা প্রেশারে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, গোটা দেশের নজর এখন শুধুই পশ্চিমবঙ্গের দিকে। একুশের বিধানসভায় যেখানে নজিরবিহীন আট দফায় ভোট হয়েছিল, সেখানে এবার মাত্র দুই দফায় (২৩ এবং ২৯ এপ্রিল) বাংলার ভাগ্যনির্ধারণ হতে চলেছে। আর নির্বাচন কমিশনের এই ঘোষণাতেই কার্যত ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদলের যাবতীয় রাজনৈতিক সমীকরণ। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি জোড়া দফায় ভোট করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারের পরিসর কমিয়ে তাঁকেই সবচেয়ে বড় চাপে ফেলার কৌশল নিল কমিশন?

তৃণমূলের প্রচার কৌশলের সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র মুখ মমতা নিজেই। উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে দক্ষিণবঙ্গের সাগর— গোটা রাজ্য তিনি কার্যত একাই চষে বেড়ান। আট বা সাত দফায় ভোট হলে প্রতিটি জেলার আনাচে-কানাচে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ পান তিনি। কিন্তু এবার প্রথম দফাতেই উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহল সহ অর্ধেকের বেশি আসনে ভোট। হাতে সময় অত্যন্ত কম। অন্যদিকে, বিজেপির হাতে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নেতাদের এক বিশাল বাহিনী, যাঁরা একইদিনে রাজ্যের একাধিক প্রান্তে প্রচারের ঝড় তুলতে পারেন। ফলে প্রচারের এই অসম লড়াইয়ের শুরুতেই কিছুটা ব্যাকফুটে ঘাসফুল শিবির। সরকার যে এমন নির্ঘণ্টের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তা তাদের আচরণেই স্পষ্ট।

ভোটের দিন ঘোষণা হতেই সরকারি হোর্ডিংয়ে ঢাকা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। রবিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

টানা পনেরো বছরের শাসনকাল। দুর্নীতি থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যুতে রাজ্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি যথেষ্ট প্রবল। যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশের ধারণা ছিল, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'কন্যাশ্রী'-র মতো একগুচ্ছ সামাজিক প্রকল্প এবং মহিলাদের ঢালাও সমর্থনের ওপর ভর করে তৃণমূল সহজেই এই বৈতরণি পার হবে। কিন্তু রবিবার দুপুর থেকে নবান্নের অতিসক্রিয়তা অন্য কথা বলছে। আচমকাই কি 'প্যানিক বাটন' টিপে দিয়েছেন মমতা? আদর্শ আচরণবিধি (এমসিসি) কার্যকর হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যেভাবে তড়িঘড়ি রাজ্য পুলিশে বড়সড়ো রদবদল (২৭ জন ইনস্পেক্টর ও ১২ জন আইসি বদলি) করা হল, তাতে বিরোধীদের দাবি, নির্বাচন কমিশনের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার আগেই নিজেদের 'পছন্দের' আধিকারিকদের জায়গামতো বসিয়ে নিতে মরিয়া ছিল শাসকদল।

শুধু পুলিশ নয়, যে ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের লাগাতার আন্দোলনকে এতদিন কার্যত পাত্তাই দেয়নি সরকার, ভোট ঘোষণার ঠিক মুখে সেই বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটানোর নির্দেশিকা জারি হল। সঙ্গে যুক্ত হল পুরোহিত ও মোয়াজ্জিনদের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, যদি সামাজিক প্রকল্প নিয়েই তৃণমূল এত আত্মবিশ্বাসী হত, তবে শেষমুহূর্তে সরকারি কর্মচারী এবং দুই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের মন পেতে এই মরিয়া পদক্ষেপ কেন? তবে কি দলের নিজস্ব সমীক্ষায় এমন কোনও রিপোর্ট উঠে এসেছে, যা দেখে তড়িঘড়ি এই ক্ষোভ প্রশমনের উদ্যোগ? এরই মধ্যে বিজেপির পালে নতুন করে হাওয়া লাগিয়েছে রবিবার খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাই ভোল্টেজ ব্রিগেড। 'কানায় কানায় পূর্ণ' সেই জনসমুদ্র দেখে মোদির হুংকার, 'বাংলা কী চাইছে, এই ভিড়ই বলে দিচ্ছে।'

একুশে স্বপ্নভঙ্গ হলেও, আসন্ন এই লড়াইকে পাখির চোখ করেছে গেরুয়া শিবির। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ধারণা, রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়াতেই এবার ভেঙে পড়বে মমতার দুর্ভেদ্য দুর্গ। পশ্চিমবঙ্গই এখন বিজেপির কাছে 'লাস্ট ফ্রন্টিয়ার'। যুদ্ধরেখা এখন স্পষ্ট। একদিকে মমতার জনমোহিনী প্রকল্প, শেষমুহূর্তের প্রশাসনিক মাস্টারস্ট্রোক এবং নিজস্ব ক্যারিশমা, অন্যদিকে মোদির 'গ্যারান্টি' এবং প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া। বাংলা কি এবার গেরুয়া-ঝড়ে মাতবে, নাকি যাবতীয় প্রতিকূলতা ও 'প্যানিক' উড়িয়ে রেকর্ড গড়ে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? আগামী ৪ মে ইভিএম খুললেই মিলবে সেই বহু প্রতীক্ষিত উত্তর।

ভেবেচিন্তে ২ দফা

প্রথম পাতার পর

বিচারপতিরা যাঁদের নাম যোগ্য বলে রিপোর্ট দেবেন, সেইমতো কমিশন অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করবে।'

মঙ্গলবার প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করতে পারে বিজেপি। একইদিনে প্রার্থীদের নাম জানাতে পারে তৃণমূল। সিপিএম সম্ভবত সোমবারই প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করবে।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনও একসঙ্গে ঘোষণা করেছে কমিশন। গুজরাট, গোয়া, ত্রিপুরা এবং নাগাল্যান্ডের একটি করে ২৩ এপ্রিল এবং কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে দুটি করে আসনে ৪ মে উপনির্বাচন হবে।

প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ৩০ মার্চ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে। ৬ এপ্রিল পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। ৯ এপ্রিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ২ এপ্রিল। সেই দফায় ৯ এপ্রিল পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে।

শিলিগুড়িতে নয়া সিপি, তড়িঘড়ি পুলিশে রদবদল

স্বরূপ বিশ্বাস ও শমিদীপ দত্ত

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : ঠিক যেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা! রবিবার বিকেল ৪টায় নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগেই, নবান্ন রাজ্য পুলিশে বড়সড়ো রদবদল করল। একদিকে যখন কেন্দ্রীয় কোপ থেকে আধিকারিকদের বাঁচাতে মরিয়া নবান্ন, অন্যদিকে নির্বাচনের রাশ কমিশনের হাতে যাওয়ার আগেই ঘর গুছিয়ে নিতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর তৎপর।

দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্রর পর এবার শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকেও সরানো হল। রবিবার নবান্ন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে সি সুধাকরকে সরিয়ে তাঁকে উত্তরবঙ্গ আইবি'র ডিআইজি পদে পাঠিয়েছে। তাঁর জায়গায় আইপিএস সৈয়দ ওয়াকার রাজা শিলিগুড়ির নয়া পুলিশ কমিশনার হলেন। তিনি এর আগে জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি পদে ছিলেন। এছাড়া, ২০১১ সালে ছয় মাসের জন্য শিলিগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবেও কাজ করেছেন। রবিবারই তিনি দায়িত্বভার নেন।

গত ৭ মার্চ রাষ্ট্রপতির শিলিগুড়ি সফরের সময় অব্যবস্থা এবং অনুষ্ঠানস্থল বদল নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য তর্জা তুঙ্গে উঠেছিল। খোদ রাষ্ট্রপতি প্রকাশ্য সভায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। এরপরই দিল্লি থেকে মণীশ ও সি সুধাকরকে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, দুই দক্ষ অফিসারকে কেন্দ্রের হাতে তুলে না দিয়ে 'আগাম রক্ষাকবচ' দিতেই নবান্ন তড়িঘড়ি বদলির চাল চেলেছে। শনিবার ব্রিগেডের সভা থেকেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রপতির 'অপমান' নিয়ে সরব হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই কড়া বার্তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সুধাকরকে সরিয়ে নবান্ন বুঝিয়ে দিল— লড়াইটা তারা আপাতত আইনি ও প্রশাসনিক স্তরেই রাখতে চাইছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসআই, এএসআই পদমর্যাদার অফিসার ও মহিলা কনস্টেবল মিলে ৫৭ জনকে বদলি করা হয়েছে। ইবি থেকে শুরু করে কার্যত সমস্ত থানায় বদলি হয়েছে। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্তকে দার্জিলিং ডিআইবি-তে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় মৌমান চক্রবর্তী কোতোয়ালির নতুন আইসি হচ্ছেন।

- শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে উত্তরবঙ্গ আইবি'র ডিআইজি পদে পাঠানো হল
- জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্তকে দার্জিলিং ডিআইবি-তে পাঠানো হয়েছে
- উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে মোট ২৭ জন পুলিশকর্তাকে এদিক-ওদিক করা হয়েছে

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে মোট ২৭ জন পুলিশকর্তাকে এদিক-ওদিক করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এবং ব্যারাকপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাতেও বদল হয়েছে। অভিষেক ভট্টাচার্য বালুরঘাটের সিআই পদে আসছেন। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ডায়মন্ড হারবার, বিধাননগর, ব্যারাকপুর, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট থেকে শুরু করে পূর্ব মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জেলার পুলিশকর্তাদের রদবদল করা হয়েছে। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর (আইবি) এবং সিআইডি-তেও রদবদল হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, বদলি হওয়া আধিকারিকদের অবিলম্বে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ঠিক মুখে এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজেপি নেতা সজল ঘোষ এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যাতে বদল করতে না পারে, তাই রাজ্য আগেই এই খেলা খেলেছে। কিন্তু কমিশন দরকারে এই আধিকারিকদের ট্র্যাক রেকর্ড খতিয়ে দেখে ফের পদক্ষেপ করবে।' যদিও পুলিশ মহলের দাবি, গত জানুয়ারি মাসের পর এটি সম্পূর্ণ রুটিন বদলি।

মৃত ১, বিদ্যুৎহীন বহু এলাকা

ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতি দার্জিলিং, সিকিমে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : রবিবার সন্ধ্যায় আচমকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টিতে সিকিম এবং দার্জিলিংয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সন্ধ্যা থেকে দার্জিলিং অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে। রাত পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়নি। এদিকে সিকিমে একজনের মৃত্যু হয়েছে। চারজন গুরুতর জখম হয়েছেন। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক সহ আশপাশের এলাকায় ব্যাপক ক্ষতক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রচুর গাছ পড়ে রাস্তা অবরুদ্ধ হওয়ার খবর রয়েছে।

রানিপুল চেকপোস্ট থেকে গ্যাংটকের মাঝে একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে রাস্তায় পড়েছে। ঝড়ে বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিকিমের গ্যাংটকগামী রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে গ্যাংটক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক বড় হোটেল, দেওরালি, আইসিএআর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ) কার্যালয়, ছোট সিংতাম, এনচে গুম্ফা এবং গ্যাংটকের সরকারি সচিবালয়ের সামনেও গাছ ভেঙে পড়ায় ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া গ্যাংটকে কর্মচারীদের আবাসনেও গাছ ভেঙে পড়েছে।

গ্যাংটক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ তীব্র বজ্রপাত এবং ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়। এই সময়ই কাফের এলাকার বাসিন্দা কলাদেবী ছেত্রী (৫৫) রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর মাথার ওপরে একটি গাছ ভেঙে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, পাকিয়াং থানা এলাকার ছোট সিংতামে একটি গাড়িতে করে চারজন যাচ্ছিলেন। সেসময় একটি গাছ ওই গাড়ির ওপরে পড়ে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গ্যাংটকের মহকুমা শাসক মহেন্দ্র ছেত্রী বলেছেন, 'ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতির খবর সবে আসতে শুরু করেছে। বহু এলাকায় বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এখনই সমস্ত তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়।'

সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিংয়েও বজ্রপাতের সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি শিলাবৃষ্টি হয়েছে। শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন জায়গা কার্যত ছোট ছোট শিলায় ঢেকে গিয়েছে। সান্দাকফুতে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে হালকা তুষারপাত হয়েছে। ঝড়বৃষ্টি শুরু হতেই দার্জিলিং, জলাপাহাড়, ঘুম, লেবং সহ আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। রাত পর্যন্ত গোটা শহর এবং শহরতলি পুরোপুরি অন্ধকারে ঢেকে ছিল। রাত পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির হিসাবও জানাতে পারেনি জেলা প্রশাসন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ঝড়ে দার্জিলিংয়েও বহু জায়গায় গাছ পড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়া সহ অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড় এবং শিলাবৃষ্টির জেরে শৈলশহরের তাপমাত্রাও এক ধাক্কায় অনেকটা নেমে গিয়েছে।

ভাতায় কি ভোট 'প্রার্থনা'

প্রথম পাতার পর

নতুন আবেদনকারীরাও বর্ধিত হারে ভাতা পাবেন।

রাজ্য সরকারের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে এই জোড়া ঘোষণা এখন রাজ্য-রাজনীতির হট টপিক। আলোচনা চলছে যে, নির্বাচনে চাপ আছে বুঝতে পেরে একদিকে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভ প্রশমনে নজর দিলেন। অন্যদিকে, পুরোহিত ও ইমাম-মোয়াজ্জিনদের ভাতা বাড়ানোর পেছনে ধর্মীয় সমীকরণ আছে বলে চর্চা চলছে। কয়েকদিন আগেও কোষাগারে অর্থের অভাবের অজুহাতে রাজ্য সরকার বকেয়া ডিএ দেওয়ার সময়সীমা ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে।

গত সপ্তাহে বকেয়া ডিএ'র দাবিতে ডাকা ধর্মঘটে আংশিক সাড়া পড়লেও সরকার টের পাচ্ছিল, কর্মচারীদের বড় অংশে ক্ষোভ যথেষ্ট। নির্বাচনে সরকারি কর্মচারীদের বড় ভূমিকা থাকে। তাঁরা বেঁকে বসলে নির্বাচনি বৈতরণি পার হওয়া কঠিন বুঝে ভোট ঘোষণার আগে শেষমুহূর্তে সম্ভবত এই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ।

এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার সমস্ত কর্মী, পেনশনভোগী, লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারী এবং পঞ্চায়েত, পুরকর্মীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রেখেছে।' বকেয়া ডিএ'র এই এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়াকে নৈতিক জয় হিসেবে দেখছে সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলি। অন্যদিকে, ডিএ দিয়ে ভোট কেনা হচ্ছে বলে অভিযোগ করছে বিরোধীরা। তৃণমূল সমর্থিত সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ওপর আস্থা রাখার সিদ্ধান্ত যে ঠিক ছিল, তা প্রমাণিত হল।'

ডিএ'র দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের দাবি, '১৩ মার্চ রাজ্যজুড়ে সফল ধর্মঘটের চাপের মুখে সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।' একই সুর কোঅর্ডিনেশন কমিটির নেতা বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীর। যদিও রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদের দেবাশিস শীলের মতে, 'যতক্ষণ না টাকা হাতে পাচ্ছি, ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।'

বিরোধীরা অবশ্য এই ঘোষণাকে বিধানসভা ভোটের আগে শাসক শিবিরের 'মরিয়া চাল' হিসেবেই দেখছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ভোট ঘোষণার কয়েক মিনিট আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হঠাৎ মনে পড়ল লক্ষ লক্ষ কর্মচারী ও পেনশনভোগীর কথা? বছরের পর বছর কোষাগার লুট করার পর এই ঘোষণা চমক ছাড়া কিছু নয়।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'ভাতা দিয়ে সরকার নির্বাচনি বৈতরণি পার করবে ভাবছে। কিন্তু এটা ভুল। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে জেতার পর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদলের সন্ত্রাস উপেক্ষা করে ১১ হাজারের বেশি আসন জিতেছে বিজেপি। যে মহিলারা বিজেপিকে জেতালেন, তাঁরা কি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নেননি?'

তাঁর ভাষায়, 'মুখ্যমন্ত্রী যেমন ভোট ঘোষণার কয়েক মিনিট আগে ঘোষণা করেছেন, সরকারি কর্মচারীরাও ঠিক তেমনই ২ মিনিট আগে তৃণমূলের জালে বল ঢুকিয়ে দেবে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'মহিলা বা যুবদের পর এখন ভয়ের চোটে কর্মচারীদের ডিএ ঘোষণা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা ওয়েলফেয়ার ইকনমি নয়, শুধুই ভোট কেনার চেষ্টা।'

অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিনিধিদের ভাতা বাড়িয়ে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের চাপে ফেলতে চাইলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১৫ মার্চ : ১২ ঘণ্টায় কিশনগঞ্জে পৃথক দুটি অভিযানে ২৮২৭.৮ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনজনকে। রবিবার ধৃতদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। শনিবার রাতে কিশনগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি কনটেনারের গোপন চেম্বার থেকে ১৬৮৪.৮ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করে পুঠিয়া থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় বিহারের বক্সারের বাসিন্দা রামলখন সিংকে। অন্যদিকে, রামপুর চেকপোস্টে একটি ট্রাক থেকে ১১৪৩ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করে আবগারি দপ্তর। সেখানে অখিলেশ কুমার ও রঞ্জিতকুমার মাহাতো নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

লাশের জোগান দিচ্ছে উত্তর

প্রথম পাতার পর

এবার আসুন মানচিত্রের ওপরের দিকে থাকা উত্তরবঙ্গ নামক অনাদৃত আঙিনায়। এখানে দেখবেন কলকাতার ঠিক উলটো ছবি। যখন দিনের পর দিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মৃত্যুমিছিল চলে, তখন গোটা রাজ্য প্রশাসন এক অদ্ভুত কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে। এখানে লাশের উপর লাশ জমলেও কোনও সাইরেন বাজে না। উত্তরের রক্ত-ঘামে কি নবান্নের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয় থাকে? এই প্রশ্ন আজ উত্তরের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে এক বিষাক্ত ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।

২০০৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি দিনহাটায় পুলিশের গুলিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের পাঁচজন আন্দোলনকারী প্রাণ হারিয়েছিলেন। রাজনীতির পাটিগণিতে সেই লাশের একটা ওজন ছিল, তাই আজও ঘটা করে পঞ্চশহিদ দিবস পালন করা হয়। কিন্তু ঠিক ১৮ বছর পর, ২০২৬-এর ১ মার্চ সেই দিনহাটাতেই আরও পাঁচজন শ্রমিক যখন 'শহিদ' হলেন, তখন কিন্তু রাজনীতির পতাকাগুলো সব নুয়ে রইল। না, এঁরা পুলিশের গুলিতে মরেননি, এঁরা মরেছেন প্রশাসনের চরম নির্লিপ্ততা আর দুর্নীতির চোরাবালিতে। বেআইনি পাথর ভাঙার কারখানায় কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নিমেষেই মারা গেলেন পাঁচজন জলজ্যান্ত মানুষ।

ওই কারখানা নিয়ে প্রশ্ন অনেক। কারখানার মাথার ওপর ঝুলে হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের দুটি লাইন। তারপরও বিদ্যুৎ দপ্তর কোনও অলৌকিক ক্ষমতায় সেখানে সংযোগ দেওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে। তিন বিঘা জমির চরিত্র পরিবর্তনের ছাড়পত্র নিয়ে কীভাবে কয়েক গুণ বেশি জমিতে চলে ওই মরণযজ্ঞ? স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রশাসন কিছু জানে না কেন? এসব অসংখ্য প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। কেন নেই? এর উত্তর খুব সহজ- কারখানার মালিক বুবাই সাহার হাত নাকি এতটাই লম্বা যে, তা প্রশাসনের অলিন্দ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আসলে পুলিশ আর নেতাদের পকেটে যখন প্রভাবশালীদের মোহর গোঁজা থাকে, তখন আইন তো আর কথা বলে না, আইন তখন বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, এই মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায়। পাঁচটা আস্ত মানুষের জীবনের দাম চুকিয়ে দেওয়া হল মাত্র দু'লক্ষ টাকার নোটে। যেন দু'লক্ষ টাকায় একেকটি জীবন কেনা যায়। এই দু'লক্ষ টাকার দাক্ষিণ্য দিয়ে পুলিশ আর প্রশাসন গোটা ঘটনাটাকেই ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিল। পুলিশ ডায়েরি লেখা হল ঠিকই, কিন্তু সত্যের কলমটা বোধহয় প্রভাবশালীদের আঙুলের চাপে ভেঙে গেল। তাই লোকদেখানো মামলা হল জামিনযোগ্য ধারায়। আর আমাদের তথাকথিত 'বিবেকবান' বুদ্ধিজীবীরা? ঘটনার পর ওই রক্তমাখা কারখানা মাঠের অনতিদূরেই দিনহাটা শহরে বসেছিল আন্তর্জাতিক সাহিত্যের রাজকীয় আসর, শুরু হয়েছিল নাট্যোৎসব। কবিতার ছন্দে, নাটকের সংলাপে তখন বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই বিদগ্ধ কবি-সাহিত্যিকদের কলম থেকে ওই পাঁচটা শ্রমিকের জন্য একটা শব্দও নিঃসৃত হয়নি। তাঁরা দিব্যি উৎসবের ক্ষীর-পায়েস খেলেন, অথচ পাশের গ্রামগুলিতে যে পাঁচটা উনুন চিরতরে নিভে গেল, তার কথা বলতে গিয়ে হয়তো তাঁদের আভিজাত্যে টান পড়েছিল। উৎসব চলল, কিন্তু এই প্রাতিষ্ঠানিক হত্যার বিরুদ্ধে একটি পংক্তিও লেখা হল না।

এই মৃত্যুমিছিলের ভূগোলটা দিনহাটা থেকে ডুয়ার্স পর্যন্ত বিস্তৃত। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের বীরপাড়া থানার এথেলবাড়ি থেকে মাদারিহাট থানার হলং- এই ২০ কিলোমিটার রাস্তা এখন যমরাজের খাসতালুক। আক্ষরিক অর্থেই এক উন্মুক্ত মৃত্যুফাঁদ। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৭ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত এই রাস্তায় ১৪১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আর আজকের দিন পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা ১৬০ পেরিয়ে গিয়েছে। রাতের অন্ধকারে এই হাইওয়েতে কোনও পথবাতি জ্বলে না, পথচারীদের নিরাপত্তার ন্যূনতম কোনও বন্দোবস্ত নেই। বেপরোয়া গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশের কোনও হেলদোল বা নজরদারি নেই। ওই রাস্তা যেন একটা অন্ধকার কবরখানা। দিনের পর দিন এই রাস্তায় মানুষের রক্ত ঝরছে, অথচ এখানেও দিনহাটার মতোই এক অভূতপূর্ব, মর্মান্তিক নীরবতা।

২৮ ফেব্রুয়ারির সকালের ঘটনা এই নীরবতার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে। ডুয়ার্সের ভার্নোবাড়ি চা বাগান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। পেটের দায়ে, বেঁচে থাকার তাগিদে সেই বন্ধ বাগানের শ্রমিকরা পাশের বিচ চা বাগানে ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতে যাচ্ছিলেন। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের হাসিমারার ১০ নম্বর এলাকার কাছে একটি দ্রুতগামী ছোট গাড়ি চারজন শ্রমিককে নির্মমভাবে পিষে দিয়ে চলে যায়। গুরুতর জখম হন আরও তিনজন। এর ঠিক পরেই শনিবার আরও তিন চা শ্রমিককে রাস্তায় একইভাবে পিষে মারে বেপরোয়া গাড়ি। এই সারি সারি মৃত্যুর দায় কি রাজ্য সরকারের নয়? ভার্নোবাড়ি বাগান যদি বন্ধ না থাকত, তাহলে তো ওই হতভাগ্য শ্রমিকদের ভিন বাগানে কাজের খোঁজে গিয়ে এভাবে হাইওয়েতে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হত না। মৃত শ্রমিকদের অনাথ সন্তানদের দায়িত্ব আজ কে নেবে? কে জবাব দেবে এই কাঠামোগত হত্যার? উত্তর নেই। সরকারের উদাসীনতা বাগানগুলোকে শ্মশান বানাচ্ছে, আর সেই শ্মশান পার হতে গিয়ে শ্রমিকরা হাইওয়েতে পিষ্ট হচ্ছে। এটা কি নিছক দুর্ঘটনা? এই মৃত্যুকে সুপরিকল্পিত হত্যা বলা কি ভুল হবে?

আসলে উত্তরবঙ্গের নেতাদের কাছে এগুলো কোনও ইস্যুই নয়। তাঁরা ব্যস্ত নিজেদের আখের গোছাতে, প্রোমোটিংয়ের বখরা আর সিন্ডিকেটের পার্সেন্টেজ বুঝে নিতে। ভোটের আগে বড় বড় ইস্তাহার প্রকাশ হয়, মেরুকরণের রাজনীতি হয়, কিন্তু মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে কেউ একটা কথাও বলে না। প্রশাসন, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা এবং নীরব বুদ্ধিজীবী- সকলেই এই মৃত্যুমিছিলের সমান অংশীদার এবং অপরাধী। উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এই মেরুদণ্ডহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গ বলেই মৃত্যুর পরও প্রশাসন এবং পুলিশের হুঁশ ফেরে না।

উত্তরের অনাথ শিশুদের দীর্ঘশ্বাস কি নবান্নের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে পৌঁছায়? বোধহয় না। দক্ষিণবঙ্গে একটা টোটো উলটে গেলেও যেখানে প্রশাসনে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়, সেখানে উত্তরবঙ্গের এই মৃত্যুমিছিল যেন এক অপ্রিয় ফুটনোট মাত্র। উত্তরবঙ্গের মানুষ আজ স্থির হয়ে এই প্রহসন দেখছে। যুগ যুগ ধরে উত্তরবঙ্গ কি কেবল তেলের জোগান দেওয়া প্রদীপ হয়ে থাকবে, আর তার নীচটা সবসময় অন্ধকারই থাকবে? উত্তরবঙ্গ কি কেবল সস্তা শ্রম আর লাশের জোগান দিয়ে যাবে, আর নেতারা সেই লাশের উপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতার উৎসব করবে?

শিয়রে 'হাত', বিপদ সিন্ডিকেটেও

প্রথম পাতার পর

পাশ থেকে সানগ্লাস পরা মহম্মদ হানিফ প্রতিবাদ করায় রফিকুল হেসে বললেন, 'কেন বলব না! রাস্তার যা হাল, তাতে গন্তব্যে পৌঁছাতে ৪০ কিলোমিটার রাস্তা পেরোনোরই সময় লাগে।'

ওষুধের দোকানের মালিক ফুট কাটলেন, 'সব কাটমানির খেল দাদা। রাস্তা ধরে এগোলেই বুঝতে পারবেন।' ওই রাস্তা ধরে ডালখোলা যেতে যেতে সত্যিই মনে হল, নেতারা আদৌ কি এই এলাকায় বসবাস করেন? রাস্তা তো নয়, যেন খানাখন্দের আঁকিবুঁকি। চাকুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে ইসরাত বানু বললেন, 'নেতারা ভাষণ দিয়েই খালাস। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা ছাড়া কিছুই হয় না।'

তাঁর কথায়, 'বেশি অসুস্থ হলে আমাদের মতো গরিবকে ৫০ কিলোমিটার দূরে ইসলামপুর ছুটতে হয়। পরিকাঠামো দেখে সংশয় জাগে, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তো! কানকি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ চরমে। ভগবানপুরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আলাপচারিতার মাঝে কুমোরচন্দ্র দাস জানালেন, এলাকায় একটা কলেজ নেই। শিক্ষকের অভাবে অনেক স্কুল বন্ধ।

উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে হলে আর্থিক ক্ষমতা চাই। বাইরে গিয়ে পড়তে হয় যে। কুমোরের ভাষায়, 'তবে চুনোপুঁটি নেতাদেরও ছেলেমেয়েরা নামীদামি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে বাইরে থেকে পড়াশোনা করে।' চাকুলিয়ার ১৩টি অঞ্চল চষেও উত্তর পাওয়া গেল না যে, পরিস্রুত পানীয় জল কবে সাধারণ মানুষের বরাতে জুটবে!

কিন্তু কাটমানি সিন্ডিকেটের কানাঘুষো সর্বত্র। এমন কোনও অঞ্চল পাওয়া গেল না, যেখানে আবাস যোজনার বরাদ্দ পেতে কাটমানি দিতে হয়নি। তোরিয়ালে পেশায় হাতুড়ে মহম্মদ এহসান বলে উঠলেন, 'প্রতিবাদ করতে গেলে প্রকল্পের সুবিধা থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন।' বড় নেতারা কিছু বলেন না? প্রশ্ন করায় ক্ষিপ্ত এহসানের জবাব, 'সবই তো বখরার খেল মশাই। বিচার চাইবেন কার কাছে?'

চাকুলিয়া আসনে শেরশাবাদিয়া ভোটার প্রায় ৪৫ হাজার। ওবিসি তালিকায় 'এ' থেকে 'বি' ক্যাটিগোরিতে নামিয়ে দেওয়ায় শেরশাবাদিয়াদের ভোট শাসকদলের বিরুদ্ধে গেলে এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যেতে পারে। হুমায়ুন এবং আইএসএফ ঝাঁপালে সংখ্যালঘু ভোট আরও ভাগাভাগির সম্ভাবনা।

চাকুলিয়ার রামপুর রেলগেটে দেখা হওয়ায় তৃণমূলের এক প্রভাবশালী নেতা মানলেন, 'আমাদের জন্য এবারের ভোট যে টাইট ফাইট- তা অস্বীকার করব না। তবে বিজেপির কোনও চান্স নেই দাদা। হয় আমরা জিতব, নয় কংগ্রেস।' ততক্ষণে রেলগেট পড়ে গিয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসা ট্রেনের হুইসল জানান দিচ্ছিল, ভোটে এবার জনতার হুইসল একপেশে নাও হতে পারে।

জামশেদপুরের হারে সুবিধা বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ : রাখে কপাল মারে কে!

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শনিবার বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে ড্র করার পর যখন পয়েন্ট নষ্ট করে সমর্থকরা মুষড়ে পড়েন তখনই এদিন তাদের তাড়া করে আসা জামশেদপুর এফসি প্রথম হারের মুখ দেখল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে। ফলে সেই গ্রুপ শীর্ষেই থেকে গেল মোহনবাগান। তবে ওসব মাথায় না রেখে নিজেদের ম্যাচের বিশ্লেষণ চান সের্জিও লোবেরা।

মেহতাব সিং না থাকায় অ্যাটাক লাইন যে একটু কমজোরি হয়েছে যা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে প্রাচীর সহজ সুযোগ নষ্টের কারণেই মূলত তিন পয়েন্ট নিয়ে ফেরা হল না মোহনবাগানের। দলের হেড কোচ বলেছেন, 'আমরা একটা ভালো দলের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলাম। কিছু কিছু সময় আমরা ঝামেলায় পড়েছি। কিন্তু সেই সময় গোটা দল দারুণভাবে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়েছে। গোটা ম্যাচে আমরা প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছি। কিন্তু ম্যাচের পর মনে হচ্ছে এক পয়েন্ট হয়তো পেলাম কিন্তু তার থেকেও বেশি হারালাম দুই পয়েন্ট। কারণ ম্যাচের শেষদিকে আমরা যে সুযোগগুলো পেয়েছিলাম তার থেকে অন্তত একটা গোল হওয়া উচিত ছিল।'

তবু হয়তো মানসিকভাবে দলকে চাঙ্গা রাখতেই প্রশংসা করলেন দলের খেলার, 'আমি দলের খেলায় খুশি। ছেলেরা নিজেদের সেরাটা দিচ্ছে। কিছু বিষয়ে উন্নতি দরকার। যাতে পরের ম্যাচের জন্য আমরা তৈরি হয়ে যাই।' পরের ম্যাচ মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে। ছোট লিগে বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে পয়েন্ট নষ্ট করে চাপ বাড়তে পারে আগামী ম্যাচে। লোবেরা নিজেও বারবার বলেছেন ছোট ম্যাচে ভুল কম করতে হবে। ওই প্রসঙ্গ উঠতে বললেন. 'আমি সবসময়ই বলি এরকম ছোট লিগে ভুল কম হওয়াটা খুব জরুরি। তাই বেঙ্গালুরু ম্যাচ জেতাটা আমাদের খুব জরুরি ছিল। এখন কোচ হিসেবে আমার কাজ কী কী এবং কোথায় ভুল হয়েছে সেটা দেখা এবং ছেলেদের বিশ্লেষণ করা ও পরের ম্যাচের ওদের ভুল শুধরে দেওয়া।'

এই ম্যাচে জেসন কামিন্সকে ম্যাচের শেষদিকে মাঠে নামান। রবসন রোবিনহোর চোট ও এই কামিন্সকে পরে নামানো দলকে কমজোরি করেছে কিনা জানতে চাওয়া হলে বাগান কোচ জানান, এরকম ছোট লিগে খুব বেশি পরিবর্তন বা পরীক্ষানিরীক্ষার তিনি পক্ষপাতী নন। মোহনবাগান সমর্থকদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। কারণ তাঁরা এমনকি কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুও দলকে সমর্থন করতে পৌঁছে যান। মুম্বই ম্যাচেও সেই সমর্থন নিয়ে নিশ্চিতভাবেই পৌঁছে যাবেন। বিশেষ করে এদিন গুয়াহাটিতে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে ২-১ গোলে জামশেদপুরের হারের পর বাড়তি উদ্যম দেখাতেই পারেন তাঁরা।

বেঙ্গালুরুর রাহুল ভেকের সঙ্গে খুনশুটি মোহনবাগানের শুভাশিস বসুর।

স্কাইদের বিশ্বজয়ের এক সপ্তাহ পর রোহিত

'এই তো সবে শুরু'

মুম্বই, ১৫ মার্চ : ঠিক এক সপ্তাহ আগে আসমুদ্রহিমাচল ভেসে গিয়েছিল আবেগে। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের রাত হয়ে উঠেছিল রঙিন। কুড়ির বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সূর্যকুমার যাদবের ভারত।

ঠিক এক সপ্তাহ পর ভারতীয় ক্রিকেট এখন ব্যস্ত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নিয়ে। নয়াদিল্লিতে নমন অনুষ্ঠানের আসরে চাঁদের হাট। সেখানেই বিশ্বজয়ীদের সংবর্ধনা। নতুনভাবে বরণ করে নেওয়া।

তার আগে আজ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা আন্তর্জাতিক মঞ্চে টিম ইন্ডিয়ার নিয়মিত সাফল্য নিয়ে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, শেষ কয়েক বছরে ভারতীয় ক্রিকেটের ধারাবাহিক সাফল্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। একইসঙ্গে রোহিতের মনে হচ্ছে, আগামীদিনে এমন আরও সাফল্য আসবে। তাই টিম ইন্ডিয়ার সাফল্য নিয়ে হিটম্যানের পর্যবেক্ষণ, 'এই তো সবে শুরু।' পুরুষদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় ভারতীয় মহিলা দলেরও সাফল্য রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে গত নভেম্বরের দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জয়। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে হিটম্যান আজ বলেছেন, 'শেষ কয়েক বছরে ভারতীয় ক্রিকেট শুধুই সাফল্যের মধ্যে দিয়ে চলেছে। পুরুষদের পাশে মহিলাদের

ক্রিকেটেও এসেছে সাফল্য। আমাদের মহিলা দল বিশ্বকাপ জিতেছে। আমি সবসময় চাই, ভারতীয় ক্রিকেটে সাফল্যের এই ধারা বজায় থাকুক। মনে রাখবেন, মহিলারাও দেশকে সমানভাবে গর্বিত করেছে।' ব্যক্তিগতভাবে ভারতের পুরুষ ও মহিলা দলের থেকে হিটম্যান আগামীদিনে কী চান, সেকথাও জানিয়েছেন তিনি। পুরুষদের পাশে মহিলাদের সাফল্যের বিষয়টি উল্লেখ করে রোহিত বলেছেন, 'মনে রাখবেন, পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য আসে না। পুরুষদের পাশে মহিলাদের দলও সমানভাবে পরিশ্রম করেছে। তবেই এসেছে সাফল্য।' ভারতীয় ক্রিকেটের এমন সাফল্যের দিনে দলের সঙ্গে থাকা কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের অবদানের কথাও তুলে ধরেছেন হিটম্যান। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মনে হচ্ছে, 'পরিশ্রম করে একজন ক্রিকেটার বা ক্রীড়াবিদ সফল হতেই পারেন। কিন্তু সেই পরিশ্রমকে সফল করার জন্য দলের সঙ্গে থাকা কোচ ও কোচিং স্টাফদের গুরুত্বও প্রচুর। তাই সেইসব কোচিং স্টাফের কথাও ভুলে গেলে চলবে না।'

একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে আগামীর প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে কাজ করা হয়।

> **শেষ কয়েক বছরে ভারতীয় ক্রিকেট শুধুই সাফল্যের মধ্যে দিয়ে চলেছে। পুরুষদের পাশে মহিলাদের ক্রিকেটেও এসেছে সাফল্য। আমাদের মহিলা দল বিশ্বকাপ জিতেছে। আমি সবসময় চাই, ভারতীয় ক্রিকেটে সাফল্যের এই ধারা বজায় থাকুক। মনে রাখবেন, মহিলারাও দেশকে সমানভাবে গর্বিত করেছে।**
>
> **-রোহিত শর্মা**

বহুদিনই রয়েছে এমন পরিকাঠামো। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নজরদারিতে থাকা এমন পরিকাঠামো ভারতীয় ক্রিকেটকে আরও বেশি সাফল্যের পথে এগিয়ে দিচ্ছেন বলে মনে করছেন রোহিত।

১৬ বছর বয়সেই ইতিহাস গড়লেন গুয়াহাটির মায়াঙ্ক চক্রবর্তী।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার মায়াঙ্ক

স্টকহোম, ১৫ মার্চ : ইতিহাস গড়লেন অসমের মায়াঙ্ক চক্রবর্তী। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম দাবাড়ু হিসেবে মাত্র ১৬ বছর বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টারের কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। গুয়াহাটির বাসিন্দা মায়াঙ্কের এই সাফল্য এসেছে সুইডেনের স্টকহোমে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায়। তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘ পরিশ্রম এবং পরিবারের বড় ত্যাগ। ছেলের দাবা কেরিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মায়াঙ্কের মা নিজের চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। যাতে ছেলের অনুশীলন ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া যায়। পরিবারের সেই ত্যাগ আজ সার্থকতা পেল।

ছোটবেলা থেকেই দাবায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন মায়াঙ্ক। জাতীয় স্তরে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়ার পর দ্রুত আন্তর্জাতিক দাবার মঞ্চেও নিজের জায়গা তৈরি করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক মাস্টার থেকে গ্র্যান্ডমাস্টারের পথে তাঁর এই উত্থান অনেককেই মুগ্ধ করেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের দাবা মহলেও মায়াঙ্কের এই সাফল্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এতদিন ওই অঞ্চল থেকে কেউ গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারেননি। তাই মায়াঙ্কের এই কৃতিত্ব আগামী দিনে ওই অঞ্চলের বহু তরুণ দাবাড়ুকে অনুপ্রাণিত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

মুম্বই সিটির কাছে হার ইন্টার কাশীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ : আইএসএলের প্রথম হোম ম্যাচে পরাজয়ের স্বাদ পেল ইন্টার কাশী। রবিবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে ২-১ গোলে হারল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল।

এদিন ম্যাচের প্রথম থেকেই বেশ রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ইন্টার কাশী। বক্সের সামনে পায়ের জঙ্গল তৈরি করে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেদের প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ের আগে পর্যন্ত আটকে রেখেছিল তারা। তবে ম্যাচের তাল কাটে প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে। রেফারির সঙ্গে তর্ক করে লাল কার্ড দেখেন ইন্টার কাশীর কোচ হাবাস। এর দুই মিনিটের মধ্যে কর্নার থেকে গোল করে মুম্বই সিটিকে এগিয়ে দেন নৌফল পিএন।

৫১ মিনিটে গোল শোধ করে কাশী। সন্দীপ মান্ডির ক্রস থেকে হেডে ফিনিশ করেন রোহিত দানু। পরের মিনিটেই ওর্টিজ মেন্ডোজার পাস থেকে মুম্বইকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক ছাংতে। দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে মুম্বইয়ের ডিফেন্ডার ভালপুইয়া লাল কার্ড দেখেন। তবে এর ফায়দা তুলতে পারেনি হাবাসের ছেলেরা।

কলকাতা ছাড়তে পারেন আজ ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ : সমর্থকদের চোখের জল, হতাশার ছবিগুলো অস্কার ব্রুজোঁ দেখেছিলেন কি?

টানা তৃতীয় ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট। সর্বশেষ শনিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে হতশ্রী পারফরমেন্সে ড্র। যার রেশ পড়ল ব্রুজোঁর ওপরও। রবিবার রাতের দিকের খবর তাঁর সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রুজোঁকে। সোমবারই হয়তো কলকাতা ছাড়বেন স্প্যানিশ কোচ। অস্কার যে চাকরি হারাতে চলেছেন তা কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ জানিয়েছিল।

শনিবার ম্যাচ শেষে শুধু কি প্রতিবাদের ঝড় বইল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে! বোধহয় না। এই বিপর্যয় দলের অন্দরেও বড় প্রভাব ফেলেছে। ম্যাচের শেষে সাংবাদিক বৈঠকে অস্কার যতই বলুন, 'আমরা তিন নম্বরে আছি। গোটা ম্যাচটাও আমরাই ভালো খেলেছি। পরের ম্যাচে আমরা আবার জয়ে ফিরব, সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ফুটবলারদের ওপর।' কিন্তু সেই সুযোগ তিনি আর পেলেন না।

শনিবার ম্যাচ শেষে 'গো ব্যাক' প্রসঙ্গ উঠতেই ম্যানেজমেন্ট থেকে নির্দেশ এল, ম্যাচ বহির্ভূত কোনও প্রশ্ন করা যাবে না কোচকে। অথচ দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো বারবার যখন অস্কার মন্তব্য করে এসেছেন, অজুহাত খুঁজেছেন এই ম্যানেজমেন্টই তখন নীরব দর্শক হয়ে থেকেছে।

গতকাল ম্যাচ ড্র করার পর ব্রুজোঁ অবশ্য বলেছিলেন, 'সমর্থকদের নিয়ে আমার সমস্যা নেই। ৯০ মিনিট তারা দলের পাশে ছিল। শেষে হতাশা প্রকাশ করেছে। এটা তাদের অধিকার। আমার কিছু বলার নেই। সবাই জিততে চায়। যদি তারা এভাবে হতাশা প্রকাশ করে, আমাদের সেটা মেনে নিতে হবে।'

শনিবার ম্যাচের পর ব্রুজোঁ আরও বলেন, ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায় আমরা দুই পয়েন্ট হারালাম।' আদতে একেবারেই তা নয়।

সমর্থকদের বিচারে আইএসএলে ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা ফুটবলার হয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের ইউসেফ এজেজ্জারি। তাঁকে পুরস্কার তুলে দেন অস্কার ব্রুজোঁ।

> **আমরা তিন নম্বরে আছি। গোটা ম্যাচটাও আমরাই ভালো খেলেছি। পরের ম্যাচে আমরা আবার জয়ে ফিরব, সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ফুটবলারদের ওপর।**
>
> **-অস্কার ব্রুজোঁ**

কেরালার বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট পাওয়ার মতো খেলেনি ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ শেষে স্প্যানিশ কোচের অজুহাত ছিল, 'পয়েন্ট টেবিল দেখাচ্ছে আমরা তৃতীয় স্থানে আছি। তাই বাকি ম্যাচগুলোতে কী হয় দেখা যাক। আমি আগেই বলেছি শিরোপার লড়াইয়ের চাপ আমরা এখন নিতে চাই না। আইএসএলের এই প্রথম পর্বে আমরা কী করি তার ওপরই সবকিছু নির্ভর করবে। যদি আমরা বড় স্বপ্ন দেখতে পারি, সেটা শেষ পর্যায়ে করব। আজ আমরা ফলাফলে খুশি নই। কিন্তু দল সম্ভাবনাময়। আমরা অনেক ভালো কাজ করছি। তাই ভালো দিকগুলোর ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত।'

অস্কারের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করায় ইস্টবেঙ্গলকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ গুনতে হবে। যদিও সেই অঙ্কটা জানা যায়নি। তবে এই মুহূর্তে নতুন কোচ এলে ইস্টবেঙ্গলের কতটা লাভ হবে পরিষ্কার নয়।

পাক-বধ করে সিরিজ জয় বাংলাদেশের

ঢাকা, ১৫ মার্চ : ২৯১ রান তাড়া করতে নেমে ৮২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান চাপে পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই মরিয়া প্রতিরোধ আগের ম্যাচেই বিতর্কিত রানআউটের শিকার হওয়া সলমন আলি আঘার (৯৮ বলে ১০৬)। তারপরও ইনিংসের শেষ বলে ২৭৯ রানে অল আউট হয়ে যায় পাকিস্তান। শাদ মাসুদ (৩৮) ও শাহিন শা আফ্রিদি (৩৭) ছাড়া তাদের কেউ সলমনকে সহযোগিতা করতে পারেননি। তাসকিন আহমেদ ৪৯ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। ১১ রানে তৃতীয় ম্যাচে জয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ওডিআই সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে নেয়। এর আগে ওপেনার তানজিদ হাসানের (১০৭) শতরানে ভর করে বাংলাদেশ ৫ উইকেট ২৯০ রানে পৌঁছায়। ভালো রান পেয়েছেন তৌহিদ হৃদয় (অপরাজিত ৪৮) ও লিটন দাস (৪১)। হ্যারিস রউফ ৫২ রান ৩ উইকেট নিয়েছেন।

কাজে এল না সলমন আলির লড়াই।

ভোটের জন্য পিছোবে ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ : বেজে গেল ভোটের দামামা। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অনিশ্চিত হয়ে গেল ৩ মে-র কলকাতা ডার্বি। ৪ মে ভোটগণনা। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ তার একদিন আগে এরকম হাই ভোল্টেজ ম্যাচ করার অনুমতি দেবে না। ফলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল এফসি-র ম্যাচ পিছিয়ে যাওয়া নিশ্চিত। যা খবর তাতে কলকাতা ডার্বি হবে নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পরই। ১৭ মে হওয়ার সম্ভাবনা এই ম্যাচের। সেক্ষেত্রে ডার্বি হবে শেষের আগের ম্যাচ।

প্রোটিয়াদের জয়ের কারিগর জেরাল্ড কোয়েৎজে ও কোবানি মোকোয়েনা।

প্রোটিয়াদের কাছে হারল কিউয়িরা

মাউন্ট মৌনগানুই, ১৫ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের ধাক্কা সামলানোর আগেই ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭ উইকেটে হার নিউজিল্যান্ডের। অবশ্য বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা দলের নয় তারকাকেই রবিবার বিশ্রাম দিয়েছিলেন কিউয়িরা। টসে জিতে তারা ব্যাটিং নিয়ে ১৪.৩ ওভারে ৯১ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ২৬ রান জেমস নিশামের। প্রোটিয়া পেসার কোবানি মোকোয়েনা ২৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৩ রান তুলে নেয়। এদিনই অভিষেক হওয়া কোনর এস্টারহুইজেন ৪৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

বাগানের জয়

কলকাতা, ১৫ মার্চ : জয় দিয়ে ক্যালকাটা প্রিমিয়ার হকি লিগে অভিযান শুরু করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। রবিবার ডুমুরজোলা স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে বিএনআর-কে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। জোড়া গোল করেন রোহিত। মোহনবাগানের বাকি দুইটি গোল আভারন ও রাহিলের।

দুরন্ত গোলের জন্য রিয়াল মাদ্রিদের আর্দা গুলেরকে সাবাসি সতীর্থদের।

অলৌকিক গোল গুলেরের

মাদ্রিদ, ১৫ মার্চ : ম্যাচের বয়স তখন ৮৯ মিনিট। নিজেদের অর্ধে বল ধরে বিপক্ষ গোলকিপারকে কিছুটা এগিয়ে থাকতে দেখে ওখান থেকেই আর্দা গুলের জোরালো শট নেন। গোটা স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুকে স্তব্ধ করে বল জালে জড়িয়ে গেল।

লা লিগায় ভারতীয় সময় শনিবার রাতে এলচের বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে দাপুটে জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। তাও কিলিয়ান এমবাপে, জুডে বেলিংহামদের মতো তারকাদের ছাড়াই। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে গুলেরের দূরপাল্লার শটে অলৌকিক গোল।

এই মুহূর্তে লা লিগায় সব

গোলের পর লাফ রাফিনহার।

হ্যাটট্রিক রাফিনহার

ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। অবশ্য প্রথম গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৩৯ মিনিট পর্যন্ত। বক্সের জটলার মধ্যে জোরালো শটে গোল করেন জার্মান ডিফেন্ডার অ্যান্টোনিও রুডিগার। ৪৫ মিনিটে রিয়ালের দ্বিতীয় গোলটি করে যান অধিনায়ক ফেডেরিকো ভালভের্দে। ৬৬ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন ডিন হুইসেন।

৮৫ মিনিটে ম্যানুয়েল অ্যাঞ্জেলের আত্মঘাতী গোলে অবশ্য ব্যবধান কমায় এলচে। এরই মিনিট চারেক পরেই ৬৮ মিটার দূর থেকে গুলারের বিশ্বমানের গোল। যা দেখে হতবাক রিয়াল কোচ আলভারো আরবেলোয়া বলেই দিলেন, 'সবার মাথায় হাত পড়ে গিয়েছিল। এই ধরনের গোল দেখার জন্য টিকিট কেটে মাঠে আসাটা সার্থক।' ইতিমধ্যে গুলেরের গোলটিকে পুসকাস অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার দাবি উঠেছে। ২৮ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল।

তাদের সঙ্গে ৪ পয়েন্টের ব্যবধান রক্ষার লড়াইয়ে সফল বার্সেলোনা। ৫-২ গোলে তারা চূর্ণ করেছে সেভিয়াকে। ৯ ও ২১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে রাফিনহার করা গোলে বার্সা ২-০ লিড নেয়। ৩৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ড্যানি ওলমো। তবে বিরতির আগেই সেভিয়ার হয়ে একটি গোল ফেরান ওসো। বিরতির পরই হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন রাফিনহা। বার্সার পঞ্চম গোলটি জোয়াও ক্যান্সেলোর।

শনিবার অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ নাহুয়েল মোলিনার করা গোলে গেটাফেকে হারিয়েছে। ২৮ ম্যাচে অ্যাটলেটিকোর সংগ্রহে ৫৭ পয়েন্ট।

সেমিতে বিদায় আলকারাজের

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৫ মার্চ : ইন্ডিয়ান ওয়েলসের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ড্যানিল মেদভেদেভ ৬-৩, ৭-৬ (৭/৩) গেমে হারালেন তাঁকে। হেরে আলকারাজ বলেছেন, 'ড্যানিলকে এভাবে খেলতে দেখিনি কোনওদিন। জানতাম কঠিন ম্যাচ হবে। তারপরও ও আমাকে চমকে দিয়েছে।' চলতি মরশুমে ১৬ ম্যাচ অপরাজিত থেকে এটাই প্রথম হার আলকারাজের। রবিবার ফাইনালে মেদভেদেভ মুখোমুখি হবেন ইতালির জানিক সিনারের।

তিনে জায়গা আরও মজবুত ব্রুনোদের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৫ মার্চ : অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয়। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে জায়গা আরও মজবুত করল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

প্রথমার্ধ গোলশূন্য। ৫৩ মিনিটে ক্যাসেমিরোর গোলে এগিয়ে যায় লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ১১ মিনিটের ব্যবধানে গোল শোধ ভিলার। এরপর অবশ্য তাদের আর কোনও সুযোগ দেয়নি ইউনাইটেড। ৭১ মিনিট ম্যাথিয়াস কুনহা এবং ৮১ মিনিটে বেঞ্জামিন সেসকো গোল করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জয় নিশ্চিত করেন। এই জয়ের সুবাদে ৩০ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরেই থাকল ইউনাইটেড।

প্রিমিয়ার লিগে খেতাবি লড়াইয়ে এই মুহূর্তে অনেকটাই এগিয়ে আর্সেনাল। ৩১ ম্যাচে তাদের ঝুলিতে ৭০ পয়েন্ট। ৬১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। যদিও এক ম্যাচ কম খেলেছে সিটিজেনরা। তাই ম্যাঞ্চেস্টার সিটি মিডফিল্ডার রড্রির বক্তব্য, লিগ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তবে বাস্তব পরিস্থিতি যে কঠিন, তাও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেওয়ার পর ক্যাসেমিরো।

ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে গুরুত্বপূর্ণ দুই পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছে সিটিকে। ফলে লিগ শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে পেপ গুয়ার্দিওলার দলের পয়েন্টের ব্যবধান আরও বেড়েছে। শিরোপা লড়াই এখন কঠিন হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন রড্রি। ওয়েস্ট হ্যাম ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'সিটির খেলোয়াড়দের এই ধরনের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। অতীতে একাধিকবার তারা শেষ মুহূর্তে বাজিমাৎ করেছে। তাই এখনও আশা ছাড়তে নারাজ সিটির তারকা মিডফিল্ডার।

রড্রির কথায়, 'দলের ফুটবলাররা জানেন কীভাবে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হয়।' তবে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে, লিগ টেবিলে ব্যবধানটা এখন অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। ফলে পরিস্থিতি সহজ নয়।

ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধে শুরুতে এগিয়ে যায় সিটিই। গোল করেন বার্নার্ডো সিলভা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতা ফেরায় ওয়েস্ট হ্যাম। এরপর বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করলেও আর গোলের দেখা পায়নি ম্যান সিটি। রড্রি বলেছেন, 'আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। মরশুম শেষে যেন আফসোস না থাকে, সেটাই এখন আমাদের লক্ষ্য।'

> **পয়েন্ট খোয়াল ম্যান সিটি**

লিভারপুলকে ১-১ গোলে আটকে দিয়েছে টটেনহাম হটস্পার। ডমিনিক সোবোসলাই এগিয়ে দেন লিভারপুলকে। তবে ৯০ মিনিটে রিচার্লিসনের গোল তাদের হতাশ করে।

গম্ভীর-সূর্যদের পরামর্শে বদলে যান অভিষেক

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর আগে তিনি ছিলেন দলের প্রধান শক্তি। টি২০ র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার।

প্রতিযোগিতা শুরুর পর ছবিটা আমূল বদলে যায়। দলের এক নম্বর ব্যাটার হয়ে ওঠেন টিম ইন্ডিয়ার এগিয়ে চলার পথের কাঁটা। কিন্তু তারপরও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ওপেনার অভিষেক শর্মার প্রতি আস্থা হারায়নি। এমনকি শূন্যের হ্যাটট্রিকের পরও কোচ গৌতম গম্ভীর, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ারা ভরসা রেখেছিলেন। আলাদাভাবে অভিষেকের সঙ্গে কথাও বলেন তাঁরা। পরামর্শ দেন মোবাইলে থাকা যাবতীয় সমাজমাধ্যমের অ্যাপ ডিলিট করে দেওয়ার। অভিষেক অবশ্য আগেই সেই কাজ করে ফেলেছিলেন। আজ সর্বভারতীয় এক দৈনিকে একান্ত সাক্ষাৎকারে অভিষেক বিশ্বকাপ চলার সময়ে তাঁর মনের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'সমালোচনার সঙ্গে হয়তো আমরা সবাই কম-বেশি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু তারপরও অনেক সময় রান না পেলে খারাপ লাগে। প্রবল সমালোচনাও হয়। বিশ্বকাপের আসরে ঠিক সেটাই হয়েছিল আমার। অদ্ভুতভাবে ফর্ম হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। কিছুতেই রান আসছিল না।'

ফাইনালের মঞ্চে অভিষেকের ব্যাট জ্বলে উঠেছিল। তার আগে চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ে ম্যাচে রানে ফেরার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন অভিষেক। কেমন ছিল বিশ্বকাপের কঠিন সময়টা? অভিষেকের কথায়, 'মানসিকভাবে চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। ওই সময় গোতিস্যরের পাশাপাশি সূর্য ও হার্দিকভাই আমার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে। ওরা বলে, খারাপ সময় দ্রুত কেটে যাবে।

সঙ্গে পরামর্শ দেয়, মোবাইল থেকে সমাজমাধ্যমের সব অ্যাপ মুছে দিতে। আমি সেটা আগেই করেছিলাম। কিন্তু তারপরও দল যেভাবে আমার পাশে ছিল, তার কোনও তুলনা হয় না।' অভিষেক যেদিন সর্বভারতীয় দৈনিকে মুখ খুলেছেন, ঠিক সেদিন দুপুরে জিও হটস্টারে বিশ্বকাপ নিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কোচ গম্ভীর। সেখানে তিনি কেন, কীভাবে অভিষেকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই রহস্য ফাঁস করেছেন।

২০১৪ সালে গম্ভীর যখন কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়ক, তখন তাঁর জীবনেও শূন্যের হ্যাটট্রিকের পরিস্থিতি এসেছিল। গম্ভীর জানেন শূন্যের হ্যাটট্রিক তাঁকে মানসিক যন্ত্রণার পাশে প্রবল সমালোচনার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। অথচ গম্ভীর জানতেন, তাঁর রানে ফেরা সময়ের অপেক্ষা। খারাপ ফর্মে নেই তিনি। সেই কথাই আজ শুনিয়েছেন ভারতীয় কোচ। গম্ভীর বলেছেন, 'অভিষেকের মতোই ২০১৪ সালের আইপিএলে

> **অভিষেকের মতোই ২০১৪ সালের আইপিএলে শূন্যের হ্যাটট্রিকের অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। ফলে আমি ভালোই জানি সেই সময় একজন ব্যাটার, ওপেনারের মনের অবস্থা কী হতে পারে। অভিষেকের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা যেমন শেয়ার করেছি আমি। তেমনই ওকে ভরসা দিয়েছি, আমরা সবাই সঙ্গে রয়েছি। খারাপ সময় দ্রুত কেটে যাবে। ২০-৩০টা ডেলিভারি উইকেটে কাটাতে পারলেই সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অভিষেকের ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে বিশ্বকাপের আসরে।**
>
> **-গৌতম গম্ভীর**

শূন্যের হ্যাটট্রিকের অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। ফলে আমি ভালোই জানি সেই সময় একজন ব্যাটার, ওপেনারের মনের অবস্থা কী হতে পারে। অভিষেকের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা যেমন শেয়ার করেছি আমি, তেমনই ওকে ভরসা দিয়েছি, আমরা সবাই সঙ্গে রয়েছি। খারাপ সময় দ্রুত কেটে যাবে। ২০-৩০টা ডেলিভারি উইকেটে কাটাতে পারলেই সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অভিষেকের ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে বিশ্বকাপের আসরে।'

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের 'নমন অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হল টি২০ বিশ্বকাপ ও মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলকে।

পরিশ্রমের দাম বিশ্বকাপে পেয়েছে সঞ্জু : দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : কখনও শুভমান গিলকে জায়গা দিতে গিয়ে তাঁকে বাইরে রাখতে হয়েছে। আবার কখনও ঈশান কিষানের ফিনিক্স পাখির মতো উত্থানে ব্রাত্য থেকেছেন তিনি। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপে সঞ্জু স্যামসনের টানা তিনটি ইনিংস ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে অমর হয়ে গিয়েছে। ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সঞ্জুর অর্ধশতরানের হ্যাটট্রিক ভারতের তৃতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের রাস্তা সুগম করেছিল। প্রতিযোগিতার সেরার পুরস্কার পাওয়া সঞ্জুতে মজেছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেডস্যর রাহুল দ্রাবিড়ও।

রবিবার নয়াদিল্লিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের 'নমন অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে দ্রাবিড়কে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হয়। সেখানে তিনি বলেছেন, 'সঞ্জু এতদিনে পরিশ্রমের দাম পেল। বিশ্বকাপের শেষ তিনটি ম্যাচে সঞ্জুর ব্যাটিং মন্ত্রমুগ্ধ করল। সঠিক সময়ে নিজের সেরা খেলাটা বার করে এনেছিল ও। সঞ্জু একাধিকবার দল থেকে বাদ পড়েছে। আবার ফিরে এসেছে। তবে কখনও পরিশ্রম করা ছাড়েনি। যার দাম এবারের বিশ্বকাপে পেল ও।'

আইসিসি-র প্রতিযোগিতা মানেই ভারত খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার। কিন্তু ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে আইসিসি-র টুর্নামেন্টে তীরে এসে তরী ডোবার কাহিনী ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য রোজনামচা হয়ে উঠেছিল। সেই হতাশা কাটিয়ে গত তিন বছরে তিনটি আইসিসি-র ট্রফি এসেছে ভারতের ঘরে। দ্রাবিড় মনে করেন, সব টুর্নামেন্টে ফেভারিট হিসেবে নামা কখনোই সহজ কাজ নয়। তাঁর কথায়, 'ফেভারিট হিসেবে নামলে আলাদা চাপ থাকে, বাড়তি প্রত্যাশা তৈরি হয়। সমীকরণ মেলানো সবসময় সহজ হয় না। গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদবরা এবারের বিশ্বকাপে সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছে।'

জীবনকৃতি সম্মান প্রসঙ্গে দ্রাবিড়ের বক্তব্য, 'এই পুরস্কার আমার কাছে বিরাট সম্মানের। কেরিয়ারে একাধিক বিশ্বমানের ক্রিকেটারের সঙ্গে খেলতে পেরেছি। দীর্ঘদিন দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছি। অবসরের পরও ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। এত সুযোগ পাওয়ার জন্য আমি ক্রিকেটের কাছে কৃতজ্ঞ।'

টি২০-তে বিরাটের সেরা ওপেনার গেইল

বেঙ্গালুরু, ১৫ মার্চ : রোহিত শর্মা নন। শচীন তেন্ডুলকারও নন। যদি প্রশ্ন করা হয়, টি২০ ক্রিকেটে বিরাট কোহলির পছন্দের বা সেরা ওপেনার কে?

জবাব দিতে অনেকেই সময় নেবেন। হয়তো হিমসিমও খাবেন। কিন্তু কিং কোহলি সেই পথে নেই। বরং তাঁর কাছে রয়েছে স্পষ্ট জবাব। কুড়ির ক্রিকেটে তাঁর পছন্দের সেরা ওপেনারের নাম ক্রিস গেইল। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে কোহলি-গেইল একসঙ্গে ওপেন করেছেন। বহুবার তাঁদের ব্যাটে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখেছে দুনিয়া। ২০১৬ সালে বিরাট-গেইলের ওপেনিং জুটি আরসিবি-কে আইপিএল ফাইনালে তুলে দিয়েছিল। যদিও সেই বছর খেতাব জেতা হয়নি আরসিবি-র।

শেষপর্যন্ত সাফল্য এসেছে গত বছর। কোহলির আইপিএল জয়ের শাপমোচন হয়েছে। খেতাব ধরে রাখার জন্য এবারও চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে আরসিবি। অনুশীলনের মধ্যেই রয়েছেন কোহলিও। আজ আরসিবির সমাজমাধ্যমে বিরাটকে তাঁর পছন্দের সেরা টি২০ ওপেনার নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেই প্রশ্নের জবাবেই গেইলের নাম করেছেন কোহলি। ভিডিওতে প্রথমে বিরাটের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সুনীল নারায়ণ নাকি অ্যাডাম গিলক্রিস্ট?

জবাবে বিরাট গিলক্রিস্টকে বেছে নেন। এভাবেই চলতে থাকা প্রশ্নোত্তর পর্বে বীরেন্দ্র শেহবাগের নামও কোহলির মুখে বারকয়েক শোনা গিয়েছে। যদিও অতীতে শেহবাগের সঙ্গে কখনও আইপিএলে খেলা এক দলে খেলা হয়নি কোহলির। শেষপর্যন্ত সেরা ওপেনার বাছাই করতে গিয়ে রোহিত-শচীনদের পাশ কাটিয়ে গেইলের নাম দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন কোহলি। উল্লেখ্য, শেষবার আইপিএল জেতার পর গেইলও হাজির হয়েছিলেন কোহলিদের উৎসবে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের 'নমন অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে স্ত্রী সঞ্জনা গণেশনের সঙ্গে সময় কাটালেন জসপ্রীত বুমরাহ।

উত্তরের খেলা

রানার্স বামনডাঙ্গি

নকশালবাড়ি, ১৫ মার্চ : রথখোলা ফুটবল অ্যাকাডেমির ইন্দো-নেপাল ফ্রেন্ডশিপ ফুটবলে রানার্স হল বামনডাঙ্গি বিএমসি। রথখোলা ফরেস্ট গ্রাউন্ডে রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে তুরকামি নেপালের বিরুদ্ধে হেরেছে। ফাইনালের সেরা রাজ ছেত্রী।

সেরা দাদাভাই

জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সত্যচরণ বসু ও সুধারানি সরকার ট্রফি পুরুষদের ভলিবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল দাদাভাই ক্লাব। রবিবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগারের মাঠে ফাইনালে তারা ২৬-২৮, ২০-২৫, ২৫-১৮, ২৭-২৫, ১৫-১৩ পয়েন্টে শহরতলি নেতাজি সংঘ ও পাঠাগারকে হারিয়েছে। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে আরওয়াইএ।

জয়ী তুফানগঞ্জ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ মার্চ : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট ম্যাচে রবিবার তুফানগঞ্জ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬৯ রানে হারিয়েছে কামাখ্যাগুড়ি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। তুফানগঞ্জ প্রথমে ২৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫২ রান তোলে। দীপন গোস্বামীর সংগ্রহ ৩৮ রান। সার্বিক কর্মকার ২ উইকেট নেন। জবাবে কামাখ্যাগুড়ি ৮৩ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা বিরাজ পাল বল হাতে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

ভিশন চ্যালেঞ্জার্সে সেরা শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : উত্তরের দিশারীর ষষ্ঠ বর্ষের অল বেঙ্গল ভিশন ওয়ান চ্যালেঞ্জার্স কাপ টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল মালদার নাসিরউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন শিলিগুড়ি রাইজার্স। সূর্যনগর পুরনিগম মাঠে রবিবার ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে হারিয়েছে কোচবিহারের ইউসুফ হোসেন সমৃদ্ধ ডুয়ার্স তেরাই সুপার ইলেভেনকে। প্রথমে ডুয়ার্স ৬ উইকেটে ১১৩ রান করে। জবাবে শিলিগুড়ি ১৩.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৪ রান তুলে নেয়। ফাইনালের সেরা হয়েছেন বি১ (সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন) ক্যাটিগোরিতে ওম শ, বি২ (আংশিক দৃষ্টিহীন) বিজয় মান্না ও বি৩ (৩০-৪০ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ) নাসিরউদ্দিন। প্রতিযোগিতার সেরা ব্যাটারের পুরস্কার দিব্যেন্দু মাহাতো পেয়েছেন। সেরা বোলার আর্মেন জেস। সেরা ফিল্ডার উকিল কিস্কু নির্বাচিত হয়েছেন।

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ইন্ডিয়ার সভাপতি বুসে গৌড়া বলেছেন, 'এই বছরই অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রয়েছে টি২০ ফরম্যাটে এশিয়া কাপ। তার আগে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ক্রিকেটারদের প্রতিভা সম্পর্কে একটা আন্দাজ আমরা পেয়ে গেলাম।' ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড অফ বেঙ্গলের সহ সভাপতি চিন্ময় মণ্ডল আবার আশ্বস্ত হয়েছেন উত্তরবঙ্গের ক্রিকেটারদের অগ্রগতি দেখে। বলেছেন, 'আমাদের সংস্থায় উত্তরবঙ্গের নথিভুক্ত ক্রিকেটারের সংখ্যা প্রায় ৬০। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ওরা উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে নাসিরউদ্দিনকে নিয়ে আমি প্রচণ্ড আশাবাদী। খুব তাড়াতাড়ি ও জাতীয় দলে জায়গা করে নেবে।' বুসে, চিন্ময় ছাড়াও পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সিনিয়ার প্রোফেসর ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

চিন্ময় মণ্ডল ও বুসে গৌড়ার (বাঁদিক থেকে যথাক্রমে দুই ও তিন নম্বরে) উপস্থিতিতে ট্রফি জিতে উচ্ছ্বাস শিলিগুড়ি রাইজার্সের। সূর্যনগর পুরনিগম মাঠে রবিবার।

পুরুষদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন যশ-সত্যম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : শিলিগুড়ি ব্যাডমিন্টন ক্লাবের ডাবলস ব্যাডমিন্টনে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের ইন্ডোর হলে পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন যশ বর্ধন-সত্যম। রানার্স আনসারি-রোহিত। ৭৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে দেবদূত-জ্ঞানবোরদা এবং শান্তনু-স্বপন। ৮৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অ্যালেন-সর্বজিৎ। রানার্স শান্তনু-স্বপন। ৯৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে সর্বজিৎ-প্রণব এবং অসীম-স্বপন। ১০৫ ঊর্ধ্ব জুটিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জ্ঞানবোরদা-প্রণব এবং বাহাদুর রাই-ভানু প্রধান। এছাড়াও ৬০ ঊর্ধ্ব শাটলার বিপ্লব ঘোষ, সুভাষ মৈত্র, চন্দ্র কুমার, ভানু প্রধান ও স্বর্ণিম লামাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ডাবলস ব্যাডমিন্টনে সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

মেকানিকালকে হারাল অপারেটিং

আলিপুরদুয়ার, ১৫ মার্চ : এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, আলিপুরদুয়ার জংশনের উদ্যোগে রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ডুয়ার্স কাপ আন্তঃ বিভাগীয় নকআউট নৈশ ক্রিকেটে শনিবার অপারেটিং ২১ রানে মেকানিকালকে হারিয়েছে। অপারেটিং টসে জিতে ৮ উইকেটে ১১৫ রান তোলে। দেবব্রতর অবদান ২৩ রান। কাবুল পণ্ডিত ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মেকানিকাল ৪ উইকেটে ৯৪ রানে আটকে যায়। অনির্বাণ দে ৩৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা সনাতন সিংহ ২৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

৫ উইকেট অভিষেকের, তন্ময়ের ৪ শিকার

জামালদহ, ১৫ মার্চ : হরিহর গুহ ও বিন্দুরানি গুহ ট্রফি সমলা ফার্মেসি জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার নির্ভান ইলেভেন ৫ রানে হারিয়েছে কালীরহাট নাইট রাইডার্সকে। প্রথমে নির্ভান ৮ উইকেটে ২০৮ রান তোলে। জগন্নাথ ঝা ৪৯ রান করেন। জাহাঙ্গির আলম ও ধীরাজ রায় পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে নাইট রাইডার্স ১৫.৪ ওভারে ২০৩ রানে অল আউট হয়। রাব্বু হকের সংগ্রহ ৯৪ রান। ম্যাচের সেরা অভিষেক মিত্রর শিকার ৫ উইকেট।

পরে মিলেনিয়ালস বয়েজ ২০ রানে জিতেছে জামালদহ সুপারস্টারের বিরুদ্ধে। প্রথমে মিলেনিয়ালস ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে। তন্ময় ধর ও সানু সাহা ৩৮ রান করেন। আবু হোসেনের শিকার ২ উইকেট। জবাবে জামালদহ সুপারস্টার ১৫.৩ ওভারে ১২৫ রানে সব উইকেট হারায়। পাতু ৩০ রান করেন। ম্যাচের সেরা তন্ময় ধর ৪ ও চিনু চক্রবর্তী ৩ উইকেট নিয়েছেন। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে মহাকাল ইলেভেন ও রাইজিং স্টার।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে অভিষেক মিত্র। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

19.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95H 84340 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে এক কোটি টাকার পুরস্কারের ক্ষমতা দিয়েছে যা আমাকে পরিবারের বেশিরভাগ খরচ বহন করতে সাহায্য করবে। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমাকে আর্থিক শক্তি দেয় এবং সমাজে কোটিপতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গর্বিত করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা জলি বিসুই - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জয়ী ইস্টবেঙ্গল জুনিয়ার

জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়-মিহির বসু জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির পরিচালনায় শনিবার দেশবন্ধু স্কুল মাঠে দীপক দাস মেমোরিয়াল রেড অ্যান্ড গোল্ড ফুটবল প্রোজেক্টের উদ্বোধন হয়। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার প্রদর্শনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল জুনিয়ার দল ৪-০ গোলে ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়-মিহির বসু জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন সিজোয়ান আনজামান। সোমবার ইস্টবেঙ্গল জুনিয়ার দলের বিরুদ্ধে খেলবে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির ডুয়ার্সের ছাত্ররা।

রানার্স জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : মিলন সংঘের বেঙ্গল মহিলা নকআউট ফুটবলে রানার্স হল জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি। রবিবার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে গয়েশপুর স্কাইজ অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে হেরেছে। ফাইনালের সেরা দেবী থাপা জোড়া গোল করেন। জলপাইগুড়ির গোলটি বিশাখা বর্মনের।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে গয়েশপুর স্কাইজ অ্যাকাডেমি। ছবি : অনীক চৌধুরী

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন তরুণ তীর্থের নীতীশ কুমার।

বড় জয় তরুণ তীর্থের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে রবিবার তরুণ তীর্থ ১২৭ রানে জিতেছে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। টসে জিতে তরুণ ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৮ রান করে। নীতীশ কুমার ৩২ ও আমন রাউত ২৮ রান করেন। অভিষেক ভদ্র ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে মিলনপল্লি ২১ ওভারে ৯ উইকেটে ৫১ রানে থামে। তাদের সবাধিক ১৩ রান দীপক সিংয়ের। সমীরণ সরকার ১২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। ভালো বোলিং করেছেন ম্যাচের সেরা নীতীশ (৯/২) ও রাহুল নন্দী (৭/২)।